রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা-১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ৬ অগ্রহায়ণ - ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ ঃ ২৩ নভেম্বর - ২৯ নভেম্বর, ২০১৯

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 6, 23 November - 29 November, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে ভর্তি করেও রক্ষা নেই

পরিষেবা বিড়ম্বনায় নাজেহাল মানুষ

কুনাল মালিক

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেবার জন্য স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের প্রচলন করেছেন। বছরে পাঁচ লক্ষ টাকার ফ্রি চিকিৎসা পরিষেবায় গ্রাম বাংলার দুঃস্থ পরিবারগুলি বিশেষ সুবিধায় উপকৃত হবে ভেবেই এই স্বপ্নের প্রকল্পের প্রচলন। গ্রাম-মফস্বল এলাকায় এই পরিষেবা খুবই সরলীকরণ হয়েছে। কিন্তু কলকাতার নামী দামী হাসপাতাল গুলেতে বৈধ স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকা সত্ত্বেও রোগী এবং তার পরিবারবর্গকে নাজেহাল হতে হচ্ছে। গত ১৯ নভেম্বর কলকাতার মুকুন্দপুরে আমরি হাসপাতালে গিয়ে রীতিমতো তিক্ত অভিজ্ঞতা হল। মহুয়া মালিক তার বৈধ স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে তার পিতা অনিল হাজরার অ্যাঞ্জিওগ্রাম করতে আসেন। দুদিন আগে হাসপাতালে এসে কার্ড চেক করে গিয়েছিলেন। অ্যাঞ্জিওগ্রাম দুপুর দেড়টায় সম্পন্ন হয়। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন বিকাল ৪টা নাগাদ ছেড়ে দেওয়া হবে। বিকাল ৫টায় হাসপাতাল থেকে জানানো হয় বিল করে স্বাস্থ্য দফতরে পাঠানো হয়েছে। ওখান থেকে অ্যাপ্রুভাল এলেই ছেড়ে দেওয়া হবে। সন্ধ্যা ৭ টায় খোঁজ নিয়ে জানা যায়- এখনও অ্যাপ্রুভাল আসেনি। প্রতিবেদক হেল্প ডেস্কে যিনি ছিলেন, তাকে বলেন, গ্রামে গঞ্জে তো এরকম ব্যাপার

নেই। চিকিৎসা হয়ে গেলে যা খরচ হয়েছে কার্ড পাঞ্চ করে, কেটে নিয়ে ২০০ টাকা গাড়ি ভাড়া ও ওষুধ সহ ছেড়ে দেওয়া হয়। তাহলে এখানে এই নিয়ম কেন? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেন আমাদের কিছু করার নেই, আমাদের সঙ্গে এরকমই ডিল হয়েছে। প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল, যদি রাত বারোটায় অ্যাপ্রুভাল আসে তাহলে তখন কি ছুটি দেওয়া হবে? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেন, তাই হবে। আমাদের কিছু করার নেই। মহুয়া মালিক তখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বলেন, তাহলে তারা কাল সকালে এসে বাবাকে নিয়ে যাবেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, তাহলে এক্সট্রা সময় থাকার জন্য নগদে পেমেন্ট করতে হবে। শেষ মেশ রাত ১০টায় আসে অ্যাপ্রুভাল। মহুয়া মালিকের মতো বিভিন্ন দূরবর্তী জেলার মানুষদেরও দেখেছি নাজেহাল হতে। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির এক মহিলা জানালেন, তার বাবার তিনদিন আগে অপারেশন হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও অ্যাপ্রুভাল আসেনি। তারপর আরও মানুষের অভিযোগ যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অফিস বন্ধ হওয়ার সময় স্বাস্থ্য দফতরে বিল-রিপোর্ট পাঠান, এই কারণেও অ্যাপ্রুভাল আসতে দেরী হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এক কর্মচারী জানালেন, দেখুন এখানে রোগী আসেন নিজের ইচ্ছায় (স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের ক্ষেত্রে), ছুটি পান সরকারের ইচ্ছায়।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্য মন্ত্রী যদি এই বিষয়ে আলোকপাত করেন, তাহলে তাঁর স্বপ্নের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে মানুষদের অহেতুক নাজেহাল হতে হয় না।

বিক্ষোভে সামিল ছিটমহলের বাসিন্দারা

কিংশুক দত্ত, কোচবিহার: রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার হলদিবাড়িতে বিক্ষোভ মিছিল করলেন সাবেক ছিটের বাসিন্দারা। এদিন সকালে প্ল্যাকার্ড সহ বিক্ষোভ মিছিলটি হলদিবাড়ি কৃষি ফার্মের সাবেক ছিটমহলবাসীদের অস্থায়ী শিবির এলাকা পরিক্রমা করে। মিছিলে সামিল ছিটের বাসিন্দা জয়প্রকাশ রায়,অন্নপ্রসাদ রায় বলেন, প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও অধিক সদস্যযুক্ত পরিবারের জন্য অতিরিক্ত ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করনি রাজ্য সরকার,১৮ বছরের উর্দ্ধে সদস্যদের জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করার কথা থাকলেও, তা হয়নি। এছাড়াও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ,ওপার বাংলার শংসাপত্রের মান্যতা দেওয়া,পরিবার পিছু পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান,অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও কমিউনিটি হল স্থাপন।সর্বোপরি কেন্দ্র সরকারের দেওয়া পুনর্বাসনের পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ ঘোষণার দাবিতে এদিন সোচ্চার হোন এই নব্য ভারতীয়রা। প্রসঙ্গত, ছিটমহল পুনর্বাসনের সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ রাজ্য সরকার। এমনই অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অমান্য করে মঙ্গলবার তাদের পুনর্বাসনের ফ্ল্যাটের চাবি নেওয়ার অনুষ্ঠান বয়কট করেন সাবেক ছিটের এই বাসিন্দারা।

এরপর পাঁচের পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: কয়েকদিনে আগে নাম না করে রাজ্যপাল ধনখড়কে বিজেপির মুখপাত্র বলেছিলেন

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি রাজ্যে সমান্তরাল সরকার চালাতে চাইছেন বলেও অভিযোগ তোলে শাসক দল। তার জবাবে রাজ্যপাল শরণাপন্ন হলে ক্রিকেটের। জানালেন, ক্রিকেটে যেমন বল খেলতে হয় না, তেমনই সব অভিযোগের জবাবও দিতে নেই।

রবিবার: লোকসভা ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে

উদ্দেশ্য করে চৌকিদার চোর হ্যার স্লোগান তুলেছিল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। সম্প্রতি শীর্ষ আদালত এক রায়ে র‍্যাফাল কাণ্ড নিয়ে কেন্দ্রকে ক্লিনচিট দিয়েছে। এই রায়ে উৎসাহিত হয়ে রাজ্যের বিজেপি সমর্থকরা হঠাৎ করেই চড়াও হয় প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর বিধান ভবনে। পরে কংগ্রেস সমর্থকরা বিজেপি অফিসের দিকে অভিযান চালাতে গেলে মাঝপথে তাদের আটকে দেয় পুলিশ।

সোমবার: রাজ্যপালকে ধনখড়ের বিরুদ্ধে এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে নালিশ ঠুকলেন তৃণমূলের দুই

কক্ষের দুই সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেরেক ও ব্রায়েন। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন রাজ্যপাল।

মঙ্গলবার: ফুলন দেবী, ডাকু মান সিং, পান সিং তোমরদের দাপটে যে চম্বল উপত্যকা কাঁপত সেখানেই গড়ে উঠতে চলেছে

পর্যটন কেন্দ্র। এই পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা সৌন্দর্যকে টুরিস্টদের কাছে তুলে ধরতে এই অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে মধ্যপ্রদেশ সরকারের পর্যটন দফতর।

বুধবার: ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল কলকাতা লাগোয়া দক্ষিণ

২৪ পরগনার মহেশতলার বাটার মোড়ে। একটি মৃতদেহ বহনকারী ম্যাজিক গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক রিক্সাচালক সহ মোট ৪ জনের।

বৃহস্পতিবার: সারা দেশ জুড়েই বলবৎ করা হবে এনআরসি

বা নাগরিক পঞ্জি বিধি। ফের লোকসভায় দাঁড়িয়ে এই হুঁশিয়ারি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

শুক্রবার: ঐতিহাসিক গোলাপী টেস্ট উপলক্ষ্যে দিন-রাতের টেস্টে

মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত ও বাংলাদেশ। খেলায় জয়-পরাজয়ের চেয়েও এই টেস্টের তাৎপর্য দুদেশের কাছেই আলাদা। এই উৎসবে শামিল হতে হাজির থাকছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। থাকছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

বুলবুল ঝড়ের ত্রাণ বন্টনে নিরপেক্ষতা নিয়ে চাপানউতোর

কল্যাণ রায়চৌধুরী : সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল'-এর দাপটে রাজ্যের ক্ষয়ক্ষতি ও ত্রাণ বিলি প্রসঙ্গে বুধবার উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাটে প্রশাসনিক বৈঠক করে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে তিনি বলেন, বুলবুলের তাণ্ডবে রাজ্যে প্রায় পনেরো লক্ষ হেক্টর জমির চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা। প্রাথমিকভাবে এমনই একটা আনুমানিক হিসেব তুলে ধরে জানান, সংশ্লিষ্ট দফতর পুরো বিষয়গুলি খতিয়ে দেখছে। তবে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণকে কেন্দ্র করে বৈঠকে উপস্থিত জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক কর্তাদের রাজনৈতিক রঙ না দেখা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার নির্দেশিকা জারি করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর এহেন নির্দেশিকা জারি সত্ত্বেও ত্রাণ বন্টনে নিরপেক্ষতা বজায় নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে বিরোধী শিবিরগুলিতে। সিপিআই(এম)-এর উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সম্পাদকমণ্ডলী তথা রাজ্য কমিটির সদস্য নেপালদেব ভট্টাচার্য বলেন, 'উনি (মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) যে দল করেন, আর যেভাবে করেন, তাতে উনি কখনও অন্য কারও কথা শুনতে রাজি নন। এত বছর ধরে চিফ মিনিস্টার হওয়া সত্ত্বেও কখনও কারও ডেপুটেশন নেননি। যিনি এমন সংকীর্ণ মনোভাব নিয়ে রাজনীতি করেন, তিনি মুখে যখন নিরপেক্ষতা বজায় রাখার কথা বলেন, সেটা তাঁর মুখের কথা। কারণ ওনার দল তলায় দলবাজি ছাড়া দল করতে পারবে না। যারা সিপিআই(এম) করার অপরাধে তার পুকুরে ফলিডল ঢেলে দেয়, তার ক্ষেতের ধান কেটে নেয়, বাড়ি ভেঙে দেয়, পার্টি অফিস দখল করে, তারা দলবাজি করবে না এটা কোনও পাগলেও বিশ্বাস করবে না। পাশাপাশি এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও সাধারণ মানুষের দুর্গতি ওনার সরকারি আয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।' বিজেপির প্রাক্তন বিধায়ক তথা অন্যতম রাজ্য নেতা শমীক ভট্টাচার্য তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'মানুষ যখন বিপর্যস্ত, তখন দল, মত কারোরই দেখা উচিত নয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

'ডিজে'র প্রতিবাদে গুন্ডামি শান্তিপুরে

আজাদ বাউল : শান্তিপুরে কার্তিক পুজোর ভাসানের সময় অতি উচ্চ শব্দে ডিজে নিয়ে চলছিল শোভাযাত্রা। শান্তিপুরের কয়েকজন পরিবেশ কর্মী তাদের হাত জোড় করে অনুরোধ করেন ডিজে বন্ধ করে শোভাযাত্রা করতে, কারণ এখন মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষা চলছে। একটি শোভাযাত্রা সেই কথায় কর্ণপাত করলেও পরের একটি শোভাযাত্রা কার্তিক পুজোর পরিবার ঝাঁপিয়ে পড়েন কয়েকজন পরিবেশ কর্মীর উপর। কার্তিক পুজোর ওই পরিবারটির প্রায় ৫০ জন সদস্যের অধিকাংশই মদ্যপ ছিলেন বলে জানা যায়। তিনজন পরিবেশ কর্মী আহত হন। তাদের মধ্যে একজন সঞ্জিত কাষ্ঠ, যিনি নদিয়ার যুগবার্তা পত্রিকার সম্পাদকও বটে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। শান্তিপুরে পরিবেশ কর্মীদের ওপর শব্দাসুরদের এই গুন্ডামিকে তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানিয়েছে সমাজের নানা স্তরের মানুষ। সঞ্জিত কাষ্ঠের শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল। অভিযোগ উঠেছে শান্তিপুর থানা দুষ্কৃতীদের কাউকে গ্রেফতার করছেন না এবং উল্টো চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

বিচার পেয়েও অধিকার ফিরে পেতে হয়রান ইদ্রিশ আলি

সুভাষ চন্দ্র দাশ : ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকের তেঁতুলবেড়িয়া গ্রাম। বাবার একটি রেশন দোকান ছিল। বাবার মৃত্যুর পর ইউনিস আলি ও ইদ্রিশ আলি দুই ভায়ের নামে রেশন দোকান হয় ২০০৬ সালে। লাইসেন্স নম্বর ছিল 21/Can-1/B/M/R/2006 পূর্বের দোকান নম্বর ছিল 21/Can-I/2006 । বর্তমানে দোকান নম্বর 34301800008.

যৌথ পরিবারের বড় ছেলে হিসাবে ইউনিস আলিই ব্যবসা দেখাশোনা করত। ২০০৮ সালে যৌথ পরিবার থেকে ইউনিস আলি আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু রেশন দোকানের কোনও আয় ইদ্রিশ আলিকে দেয় না। নকল সই ব্যবহার করে রেশন দোকানের লাইসেন্স রিনিউ করেছে। ওই রেশন দোকানের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম মেসার্স ইউনিস আলি নামে দোকানের লাইসেন্স রিনিউ হয়। ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে অবৈধ যোগসাজশের মাধ্যমে ইউনিস আলি এই জালিয়াতি করেছে। ২০১৬ সালে ইদ্রিশ আলি কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করে কেস নম্বর W.R. No 16744(W) dt. 2016। মহামান্য কোর্ট ইদ্রিশ আলির পক্ষে রায় দিয়ে সাতদিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সাব ডিভিশনাল কন্ট্রোলার ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই ক্যানিং মহাশয়ের কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। সমস্ত কাগজপত্র জমা দেওয়ার পরও অদ্যাবধি উভয়ের নামে লাইসেন্স রিনিউ হয় নি। এরপর ১০/০৮/২০১৬ তারিখে ইদ্রিশ আলি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে বিষয়টি জানায়। মুখ্যমন্ত্রীর অফিস খাদ্য ভবনে এক অফিসার তাপস বিশ্বাসকে বিষয়টি দেখার জন্য নোট পাঠায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

বৈমাত্রেয় আচরণেই তিস্তার ওয়ার্ডে ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার ১৫ নভেম্বরের ৫৬তম অধিবেশনটি পুরসংস্থার সপ্তম পুরবোর্ডের কাছে একটি বিশেষ অধিবেশন হিসাবে চিহ্নিত হল। অধিবেশনের আটটি প্রস্তাবের মধ্যে প্রথম তিনটিই ছিল ডেঙ্গু নিবারণে পুরসংস্থার ভূমিকার সমালোচনা করা। প্রস্তাবের একটি ছিল কংগ্রেস পুরপ্রতিনিধি প্রকাশ উপাধ্যায়ে এবং অপর দু'টি ছিল বাম পুরপ্রতিনিধি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী ও চয়ন ভট্টাচার্যের। উত্থাপকরা প্রস্তাবটি তোলার পরেই প্রস্তাবটি সম্পর্কে প্রথম বক্তা ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার ৮৬ ওয়ার্ডের বিজেপি পুর প্রতিনিধি তিস্তা বিশ্বাস দাস। প্রকাশবাবুর উত্থাপিত প্রস্তাবের পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে তিস্তা বলেন, 'আমি আমার ওয়ার্ডবাসীর কাছে কথা দিতে পারছি না, একজন স্থানীয় পুর প্রতিনিধি হিসাবে আজকে ডেঙ্গুর যে প্রাদুর্ভাব সমস্ত কলকাতা জুড়ে বড়ো আকার ধারণ করেছে। তার প্রতিরোধে ওয়ার্ডে কিভাবে কাজ করবো। কোনভাবেই 'ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্বান এমপ্লয়মেন্ট স্কিমে'র (১০০ দিনের কর্মী) কর্মীদের আমি হাতে পাচ্ছি না। আমার ওয়ার্ডে বেশ কিছু 'ভ্যাকেন্ট ল্যান্ড' আছে। মহানাগরিক চিঠিতে লিখেছেন যে, ওই 'ভ্যাকেন্ট ল্যান্ড' গুলি থেকে জঞ্জাল মুক্ত করতে হবে। কিন্তু সকাল থেকে কঞ্জারভেন্সি ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত কাজ করার পর তাদের আমি কোনও ভাবেই জোর করে বলতে পারি না যে, দুপুরবেলা এসে জঞ্জালে ভরা জমির ময়লাগুলি তুলে নিয়ে যেতে। কিন্তু আমি ওই ১০০ দিনের কর্মীদের দিয়ে সেই কাজ করিয়ে উঠতে পারছি না। আমি ওই দফতরের মেয়র পারিষদ রাম পিয়ারি রামের কাছে সমস্যার কথা তুলে ধরেছি। আজ কলকাতায় ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে এলাকার মানুষজন ডেঙ্গুতে আতঙ্কিত।

এরপর পাঁচের পাতায়

দুর্বল মহানন্দা সেতু

নিজস্ব প্রতিনিধি: মালদা শহরের বেস্ততম একটি মোড় সুকান্ত মোড়। ঠিক তার ই সংলগ্ন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ মহানন্দা ব্রিজ। দীর্ঘদিন ধরে সংস্করণের অভাবে আজ তার ই উপর দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে মানুষকে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে।এলাকার মানুষের বক্তব্য দীর্ঘদিন সংস্করণের দাবি বিভিন্ন জায়গায় জানিয়েও কোন সুরাহা মেলেনি। নীচেই রয়েছে মহানন্দা নদী, বর্ষা কালে যার জল বেড়ে ওঠে অনেকটাই। সারাদিন এ অসংখ্য ছোট বড় গাড়ির যাতায়াত এই ব্রিজ এর উপর দিয়ে। বলাবাহুল্য যে সদ্য বাইপাস দিয়ে যে রাস্তা তৈরি হয়েছে তা মাঝে মাঝেই কাজের জন্য বন্ধ থাকলেই এই ব্রিজটি একমাত্র অবলম্বন মালদা থেকে উত্তরবঙ্গ যাওয়ার। এমত অবস্থায় প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও ক্ষোভ পুষে রেখে দৈনন্দিন যাতায়াত করাটাই প্রাত্যহিক রুটিন সাধারণ মানুষের।

ছাত্রী আবাস অথৈ জলে, ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকার বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিগত ২০১০ সালে বাসন্তী ব্লকের পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু অধুষ্যিত এলাকা চোরাডাকাতিয়ায় এলাকার অসহায় দুঃস্থ মুসলিম সম্প্রদায়ের ছাত্রীদের জন্য ছাত্রী আবাস গড়ার জন্য ২০১০ সালে নিঃশর্ত ভাবে একবিঘা জমি দান করেছিলেন স্থানীয় গ্রামবাসী হাজী মতিয়ার রহমান সরদার। তৎকালীন সময়ে প্রায় তিন কোটি টাকার ব্যয় ধার্য্য করে এই ছাত্রীনিবাস গড়ার জন্য তৎকালীন রাজ্য সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুর সাত্তার ২০১০ সালে ২১ জুন ছাত্রী আবাসের শিলান্যাসও করেছিলেন।পরবর্তী কালে বেশকিছু নির্মাণ কাজ শুরু হলেও পড়ে থমকে গিয়ে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়ে ছাত্রী নিবাস তৈরির কাজ।বর্তমানে দীর্ঘ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কোন অজ্ঞাত কারণে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে প্রকল্পের কাজ। ছাত্রীনিবাস নির্মাণ না হওয়ায় এলাকার মানুষজন সহ ভূমিদাতা হাজী মতিয়ার রহমান সরদার সরকারের বিভিন্ন দফতরে একাধিক বার জানিয়ে কোনও ফল না হওয়ায় দিশাহারা হয়ে পড়েন।

এরপর পাঁচের পাতায়

ভিখারিদের কোটি টাকার সরকারি আবাসন নেতাকর্মীদের দখলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : প্রায় কোটি টাকা খরচ করে পথ ভিখারিদের জন্য আবাসন তৈরি করেছিল তৃণমূল পরিচালিত কোচবিহার পুরসভা। যার পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছিল ঠিকানা''। বর্তমানে এই আবাসনে পথ ভিখারিরা তাদের ঠিকানা খুঁজে না পেলেও, সরকারি টাকায় নির্মিত এই আবাসন এই মুহূর্তে ঠিকানা হয়েছে তৃণমূল নেতা- কর্মীদের। দীর্ঘ প্রায় দেড় মাস যাবত এই আবাসনের দখল নিয়েছেন দিনহাটা মহকুমার বড় শাকদল-২ এবং তুফানগঞ্জ মহকুমার মহিষকুচি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত সহ বেশ কিছু গ্রামীণ এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যাদের পাশাপাশি তাদের পরিবারের সদস্যদের। রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রায় ৩০ জন এভাবেই বহাল তবিয়তে কার্যত সংসার পেতেছেন এই সরকারি আবাসনে। আর তাদের দেখভালের জন্য নিযুক্ত রয়েছেন তিনজন পুর কর্মী।

গত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পরদিন থেকেই কার্যত দলবদল এর নাটক শুরু হয় কোচবিহার জেলা জুড়ে। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীদের জয়ের পর, ভোট লুট করে কোচবিহার জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রায় সবকটি গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করা তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যারা রাতারাতি রং বদলাতে শুরু করেন। তড়িঘড়ি তারা যোগদান করেন বিজেপিতে। আবার পরবর্তী সময়ে ঘর ওয়াপসি করেন তারা। শুধু যাওয়া-আসা, শুধু স্রোতে ভাসার নিরন্তর প্রক্রিয়া চলতে থাকে এই জেলায়। এই পরিস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি নিজেদের দখলে রাখতে পরিবারসহ এই গ্রাম পঞ্চাযেত্ সদস্য সদস্যা এবং তাদের পরিবারবর্গকে এভাবেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে কোচবিহার পুরসভার এই আবাসনে বলে অভিযোগ। তাদের থাকার ব্যবস্থার পাশাপাশি খানাপিনা, তাস খেলা সহ সব রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে কোচবিহার শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ স্ট্রিটে কোচবিহার মহাশ্মশান সংলগ্ন সংশ্লিষ্ট আবাসনে বলে উঠেছে অভিযোগ। রীতিমতো সরকারি আবাসন পরিণত হয়েছে শাসকদলের পার্টি অফিসে। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে গোটা কোচবিহার শহরে। সরকারি টাকায় নির্মিত এই আবাসস্থলে কেন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে? তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিভিন্ন মহল।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে কোচবিহার পুরসভার বিরোধী দলনেতা মহানন্দ সাহা এদিন বলেন, বর্তমান সময়ে এই রাজ্যে সরকার এবং শাসক দল কার্যত এক এবং অভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা পুরোপুরি ভাবে সংবিধানের পরিপন্থী। তিনি বলেন, পথ ভিখারিদের জন্য এই আবাসন নির্মাণ করলেও পুরসভা ও প্রশাসন অসহায় ভিক্ষাজীবীদের এই আবাসনে নিয়ে আসতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আর বর্তমানে সরকারের টাকায় নির্মিত এই আবাসন দলীয় কাজে ব্যবহার করছে পুর কর্তৃপক্ষ। এর বিরুদ্ধে শীঘ্রই সোচ্চার হবেন তিনি সহ পুরসভার বিরোধী কাউন্সিলররা। কেন একটি সরকারি আবাসনকে দলীয় কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে? তার যথাযথ জবাব দিতে হবে পুর প্রধান কে। তিনি আরো বলেন, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহার সফরে এলে তাকে রাসমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে সংবর্ধিত করা হয়। আশ্চর্যজনকভাবে পুসভার বিরোধী কাউন্সিলরদের এ বিষয়ে কোনও কিছু না জানিয়েই রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে কাউন্সিলরদের বদলে সেদিন এই সাংস্কৃতিক মঞ্চ দখল নেন জেলা তৃণমূলের নেতারা। পুর প্রধান ছাড়া একজন কাউন্সিলরকেও মঞ্চে দেখা যায়নি সেদিন। অথচ এই রাসমেলা পরিচালনা করে কোচবিহার পুরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিল। সরকারি আবাসন হোক বা সরকারি মঞ্চ, সবকিছুকেই রাজনৈতিক মেরুকরণের আবর্তে নিয়ে এসে এক নোংরা খেলায় মেতেছে তৃণমূল কংগ্রেস বলে এদিন মন্তব্য করেন তিনি।

এ বিষয়ে কোচবিহার পুরসভার প্রধান ভূষণ সিং বলেন, ঠিকানা ভবনটি কোটি টাকা খরচ করে তৈরি করা হয়েছিল। কোচবিহার ও তৎসংলগ্ন এলাকার ভিক্ষাজীবীদের থাকার জন্য, কিন্তু পুলিশ প্রশাসন পুরসভার সকল চেষ্টা করলেও তাদেরকে এখানে রাখা সম্ভব হয় নি। অপরদিকে বিজেপির সন্ত্রাসের ফলে এই পঞ্চায়েত সদস্যরা তাদের পরিবার নিয়ে আজ নিরাশ্রয় হয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। মানবিকতার স্বার্থে তাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। এতে কোনও দোষের বিষয় নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

অপরদিকে বিজেপির কোচবিহার জেলা সভানেত্রী মালতি রাভা বলেন, সরকারি আবাসনকে রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করছে তৃণমূল। তাঁর গুরুতর অভিযোগ, বিজেপি নয়, তৃণমূলই ওই এলাকায় সন্ত্রাস করছে। এই পঞ্চায়েত সদস্যরা বিজেপির সাথে যোগাযোগ করায় তাদের জোর করে কোচবিহার শহরে আটকে রাখারও অভিযোগ তোলেন তিনি।

লগ্নি করুন ফার্মা, আইটিতে, সতর্ক থাকুন চূড়ায় থাকা বাজার থেকে

পার্থসারথি গুহ

শরীর খারাপ হলে মানুষ যে ওষুধ খাবে তার জো নেই। অন্তত শেয়ার বাজারের প্রেক্ষাপটে একথা বলাই চলে। কারণ গত বেশ কয়েক বছরের যে বুল রান ফার্মা সেক্টর দেখিয়েছে তা থেকে বিচ্যুত হয়েছে অনেকাংশেই। শুধু বুল ট্র্যাক থেকে সরে যাওয়া নয়, এখন শেয়ার বাজার যখন তার সর্বোচ্চ অবস্থানে দাঁড়িয়ে তখন ফার্মা কাউন্টারগুলি কিন্তু তাঁদের লাইফ-লোতে চলে গিয়েছে। সান ফার্মা, সিপলা, ওখহার্ড, স্ট্রাইডস অ্যাকরোল্যাব প্রভৃতি নামজাদা শেয়ার এখন তাদের ৫২ সপ্তাহ নিম্নতলে তলিয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় যথারীতি শেয়ার বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ দাবি করছেন এখন ওষুধের শেয়ার কেনা থেকে বিরত থাকতে। কিন্তু আদতে এত লোভনীয় ও আকর্ষক দামে চলে আসা ফার্মা কাউন্টারের শেয়ার থেকে আপনার বা আমার মুখ ফিরিয়ে থাকতে আদৌ ভালো লাগছে? আর যদি সত্যি নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করে মনে হয় আপনার কিনতে ইচ্ছে করছে তাহলে কোনওদিকে না তাকিয়ে

অর্থনীতি

ওষুধের অপরিহার্য শেয়ারগুলি কিনে ফেলা উচিত। কারণ এমন দামে ফার্মা শেয়ার আর নাও পাওয়া যেতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে এখনই কী নিচের দামে চলে আসা ভালো ওষুধ কোম্পানির শেয়ার কিনে ফেলা উচিত? এক্ষেত্রে উত্তর হল এখন যদি আপনার ২০০ ফার্মা শেয়ার কেনার অবস্থা থেকে তো এই জায়গায় অন্তত ৫০ টা কিনে ফেলতেই পারেন। তাহলে বাকিটা কবে কিনবেন? সেটারও উত্তর হাতের সামনে রয়েছে। টার্গেটে থাকা বাকি ১৫০টা ওষুধ কাউন্টার

কিনুন একটা কারেকশন সংঘটিত হওয়ার পর।

হ্যাঁ, এই কারেকশন বলতে বাজারের সার্বিক সংশোধনীর কথাই বলা হচ্ছে। ১২ হাজারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা নিফটির সামনে কারেকশনের কথা বলতেও কেমন যেন ধৃষ্টতা মনে হচ্ছে,তাই না। ঘটনা হল, কারেকশন তো হতেই হবে। আজ না হয় কাল। এবার সাড়ে ১২ হাজার হয়ে হবে না আগে এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে অনেক সময়ই তীরে এসে তরী ডোবার ঘটনা ঘটেছে ভারতের অর্থ বাজারে। অর্থাৎ আপনি ভাবলেন এই নিফটি ১৩ হাজার হয়ে গেল, তো দেখা গেল ওভারনাইট পতনের হাত ধরে তাই প্রায় হাজার পয়েন্ট নিচে চলে এসে বড়মাপের সংশোধনী তৈরি করে দিল। এবারে যে তা ঘটবে না, সেটা কী আগে থেকে বলা যায়। ১২ হাজারের কাছাকাছি চলে আসা নিফটি হয়তো এই সংশোধনীর হাত ধরে ১০ শতাংশ নিচে এসে ১১, সাড়ে ১১ হাজার হয়ে উঠতে পারে। যদিও বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ এখনও বলে চলেছেন কারেকশন মানে ২-৩ শতাংশের বেশি কিছুতেই হবে না। বড়মাপের সংশোধনীতে যেতে এখনও নিফটিকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।

কথা হচ্ছিল ওষুধ নিয়ে। তা মার্কেট কারেকশন যদি নিফটিকে সাড়ে ১০-১১ হাজারে আসে তখন হয়তো দেখা যাবে ফার্মা সেক্টর আর তেমন পড়ছে না। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে যে সব ফার্মা কাউন্টার তাদের ৫২ সপ্তাহ 'লো'কে ছুঁয়েছে তারা হয়তো আর ৫-৭ শতাংশ নিচে আসতে পারে। তার থেকে বেশি নিচে আসা মুশকিল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। যখন মনে হবে বাজারের কারেকশন ইজ ওভার তখন বাকি ১৫০টা এস্টিমেটেড শেয়ার কিনে ফেলুন ফটাফট। অন্তত বছর খানেক থেকে বছর দুয়েকের মধ্যে এইসব নিচে আসা ওষুধের শেয়ার যে দ্বিগুণ হয়ে উঠবে না তা কী এখন থেকে বলা যায়।

সামনেই তো তরতাজা উদাহরণ রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শেয়ারের ব্যাপারে। এইসব পিএসইউ ব্যাঙ্কিং শেয়ারের দাম একসময় যে জায়গায় চলে এসেছিল তাকে খাদের কিনারা বললে বোধহয় উপযুক্ত হবে। অথচ দেখা গেল এখন সেসব পিএসইউ ব্যাঙ্কের শেয়ারই প্রায় দ্বিগুণ বা তার চেয়ে বেশি হয়ে উঠেছে। এটাই এই বাজারের মজা। যখন সবাই খালি কেনার কথা বলবে তখন নীরবে আপনার লগ্নি উঠিয়ে নিতে হবে, প্রয়োজনে সুইচ ওভার করতে হবে। আর যখন কোনও সেক্টর নিয়ে দুনিয়াশুদ্ধু সবাই বেয়ারিশ হয়ে উঠবেন, তখন সন্তর্পণে তাতে লগ্নি শুরু করতে হবে। যেটা এখন করতে হবে ফার্মার ক্ষেত্রে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৩ নভেম্বর – ২৯ নভেম্বর, ২০১৯

মেষ : মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলুন, আপনার নির্ভিক অভিব্যক্তি অন্যকে আকর্ষণ করবে। আপনি উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে মঙ্গলানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধা এলেও আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় শুভ।

বৃষ : শরীর বিশেষ ভাল যাবে না। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আপনার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য লাভ করবেন। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। ভাগ্যোন্নতির পথে সময়টি আপনার অনুকূলে।

মিথুন : গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাওয়া যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় উন্নতর যোগ রয়েছে। অর্শ ও আমাশয়ে অনেক কষ্ট পাবেন। বুঝে খরচ না করলে ক্ষতি হয়ে যাবে। কর্মস্থলে শত্রুরা তৎপর হয়ে থাকবে ক্ষতি করার জন্য।

কর্কট : প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি শুভ। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে, পিতার পক্ষে ভাল সময়। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। সন্তানের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট।

সিংহ : শিল্পী বা সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে শুভ সময়। গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু না কিছু গোলযোগ থাকবে। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকা দরকার। মায়ের শরীর নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে থাকবেন। ভাগ্যের সুপ্রসন্নতা লাভ করবেন। দৈব-দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে।

কন্যা : বিবিধ চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকবে। পতি পত্নীর মধ্যে মতান্তর ঘটবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। আয় ভালই হবে। কিন্তু সঞ্চয়ে আপনার কিছুটা বাধা আসবে। পড়াশুনায় ফল ভাল হবে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে।

তুলা : আপনার সুন্দর চিন্তাধারা কার্যে পরিরত করতে সক্ষম হবেন। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধা আসতে পারে। একটু চেষ্টা করলে সাফল্য পাওয়া যাবে। ব্যবসায় ও গৃহ ভূমি এবং জমি জমা সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। কর্মে পদোন্নতির যোগ বিদ্যমান।

বৃশ্চিক : বুদ্ধির বিভ্রম ঘটতে পারে। অতিরিক্ত রোগ তেজ দমন করার চেষ্টা করুন। ভাই-বোনের সাহায্য লাভ করবেন। গৃহ ভূমি সম্পর্কে অগ্রসর হবেন না। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। পতি-পত্নীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটবে।

মকর : অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকবেন। কর্মস্থলে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। শিক্ষায় চঞ্চলতা হেতু ক্ষতির যোগ।

ধনু : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা দেখা দিলেও আপনি অর্থ পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সন্তান-সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ যোগ রয়েছে। শরীর নিয়ে আপনি কষ্ট পাবেন। সাবধান না হলে ক্ষতি হতে পারে।

কুম্ভ : সুন্দর বুদ্ধির জোরে জীবনে সাফল্য আসবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে মোটামুটি শুভ ফল পাবেন। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মক্ষেত্রে শুভফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতির মাধ্যমে বিবাহ যোগ লক্ষিত হয়। বাতের রোগে কষ্ট পাবেন।

মীন : গৃহ ভূমি ও জমি জমা সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফল পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে পূর্বের তুলনায় কিছুটা শুভফল পাবেন। মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটবে। কর্মস্থলে সুনাম ও যশ বৃদ্ধি পাবেন। লেখাপড়ায় আগের তুলনায় অনেকটাই ভাল ফল পাবেন।

নিখরচায় নার্সিং পড়িয়ে আর্মিতে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২০ জন মহিলা প্রার্থীকে ৪ বছরের বিএসসি নার্সিং কোর্স পড়িয়ে মিলিটারি নার্সিং সার্ভিসে নিয়োগ করবে ভারতীয় সেনাবাহিনী। অবিবাহিত, ডিভোর্সি, আইনগত বিচ্ছিন্না ও বিধবা পিছুটানহীন মহিলারা আবেদন করতে পারেন। পড়ানো হবে সামরিক বাহিনীর ছ'টি নার্সিং কলেজে।

পড়াশোনা, থাকা-খাওয়ার জন্য কোনও খরচ নেই। কোর্স শেষে চাকরি হবে মিলিটারি নার্সিং সার্ভিসে, পার্মানেন্ট বা শর্ট সার্ভিস কমিশনে।

কলেজ অনুসারে আসনসংখ্যা : সি ও এন, সি এইচ (ই সি) কলকাতা ৩০টি। সি ও এন, এ এফ এম সি পুনে ৪০টি। সি ও এন, আই এন এইচ এস, অশ্বিনী ৪০টি। সি ও এন, এ এইচ (আর অ্যান্ড আর) নিউ দিল্লি ৩০টি। সি ও এন, সি এইচ (সি সি) লখনউ ৪০টি। সি ও এন, সি এইচ (এ এফ) ব্যাঙ্গালোর ৪০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি (বটানি ও জুলজি) ও ইংরেজি নিয়ে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। পাশ করে থাকে হবে প্রথম বারের প্রচেষ্টাতেই। ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য।

জন্মতারিখ : ১-১০-১৯৯৫ থেকে ৩০-৯-২০০৩ এর মধ্যে হতে হবে। প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি অনলাইন কম্পিউটার বেসড অবজেক্টিভ টাইপ পরীক্ষার মাধ্যমে। দেড় ঘন্টার পরীক্ষা। কলকাতা সহ দেশের বিভিন্ন শহরে এই প্রবেশিকা পরীক্ষা আয়োজিত হবে এপ্রিল মাস নাগাদ। পরীক্ষায় থাকবে জেনারেল ইংলিশ, বায়োলজি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও জেনারেল ইন্টেলিজেন্স। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ইন্টারভিউয়ে ডাকা হবে মে মাস নাগাদ।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.joindianarmy.nic.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আই ডি থাকতে হবে। ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। অনলাইন পদ্ধতিতে ফি বাবদ দিতে হবে ৭৫০ টাকা। ফি জমা দেওয়ার পর ব্যাঙ্ক রেফারেন্স নম্বর (ডি ইউ) পাওয়া যাবে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

দক্ষিণ-মধ্য রেলে ৪১০৩ ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪,১০৩ জন তরুণ-তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়ে। অ্যাপ্রেন্টিসেস অ্যাক্ট, ১৯৬১ ও অ্যাপ্রেন্টিসশিপ রুলস, ১৯৬২ অনুসারে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ফিটার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, কার্পেন্টারসহ আই টি আইয়ের বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষিণ ভারতের সেকেন্দ্রাবাদ, বিজয়ওয়াড়া, তিরুপতি-সহ সংস্থার বিভিন্ন ইউনিটে। ট্রেনিং চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। এই প্রশিক্ষণের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : SCR/P-HQ/111/Act App/2019.

কাজের খবর

ট্রেড অনুসারে আসনসংখ্যার বিবরণ : ফিটার : ১৪৬০টি (সাধারণ ৫৯৪, তফসিলি জাতি ২১৮, তফসিলি উপজাতি ১০৯, ও বি সি ৩৯৪, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১৪৫)। এসি মেকানিক : ২৪৯টি (সাধারণ ১০৫, তফসিলি জাতি ৩৬, তফসিলি উপজাতি ১৮, ও বি সি ৬৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২৪)। কার্পেন্টার : ১৬টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৪, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। ডিজেল মেকানিক : ৬৪০টি (সাধারণ ২৬২, তফসিলি জাতি ৯৫, তফসিলি উপজাতি ৪৮, ও বি সি ৬৪০টি (সাধারণ ২৬২, তফসিলি জাতি ৯৫, তফসিলি উপজাতি ৪৮, ও বি সি ১৭২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৬৩)। ইলেক্ট্রিক্যাল / ইলেক্ট্রনিক্স : ১৮টি (সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৪, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। ইলেক্ট্রিশিয়ান : ৮৭১টি (সাধারণ ৩৫৪, তফসিলি জাতি ১৩০, তফসিলি উপজাতি ৬৫, ও বি সি ২৩৫, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৮৭)। ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক : ১০২টি (সাধারণ ৪৩, তফসিলি জাতি ১৫, তফসিলি উপজাতি ৭, ও বি সি ২৭, আর্থিকভাবে অগ্রসর ১০)। মেশিনিস্ট : ৭৪টি (সাধারণ ৩২, তফসিলি জাতি ১১, তফসিলি উপজাতি ৫, ও বি সি ১৯, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৭)। মিলরাইট মেইন্টেন্যান্স : ২৪টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২)। মেকানিক মেশিন টুল মেইন্টেন্যান্স : ১২টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ৩, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। পেইন্টার : ৪০টি (সাধারণ ১৯, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ১০, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৩)। ওয়েল্ডার : ৫৯৭টি (সাধারণ ২৪৩, তফসিলি ৮৯, তফসিলি উপজাতি ৪৪, ও বি সি ১৬১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৬০)।

নিয়মানুসারে দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ মাধ্যমিক। সেই সঙ্গে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আই টি আই সার্টিফিকেট কোর্স পাশ।

বয়স : ৮-১২-২০১৯ তারিখে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩, এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। প্রার্থী বাছাই করা হবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.scr.indian-railways.gov.in আবেদনের শেষ তারিখ ৮ ডিসেম্বর। প্রার্থীর চালু ই-মেল আই ডি থাকতে হবে।

অনলাইনে ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। মহিলা, তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না। ফি জমা দেওয়া যাবে নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা এস বি আই ইউ পি আইয়ের মাধ্যমে। ফি দিয়ে পাওয়া ই রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

অনলাইন আবেদনের সময় আপলোড করবেন এই সব নথি

* প্রার্থীর এক কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো এবং সই (জে পি জি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে, ১ এম বি সাইজের মধ্যে)। তিন মাসের বেশি পুরনো ফটো চলবে না।

* শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্র।

* বয়সের প্রমাণপত্র।

* এন সি ভি টি কর্তৃক প্রদত্ত ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট।

* কাস্ট এবং ও বি সি সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

* আর্থিকভাবে অনগ্রসর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যথাযথ সার্টিফিকেট।

* দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

* প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ বা সার্ভিং সার্টিফিকেট।

অনলাসনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাজে রাখবেন।

খুঁটিনাটি তথ্যে জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

শব্দবার্তা ১৫৫

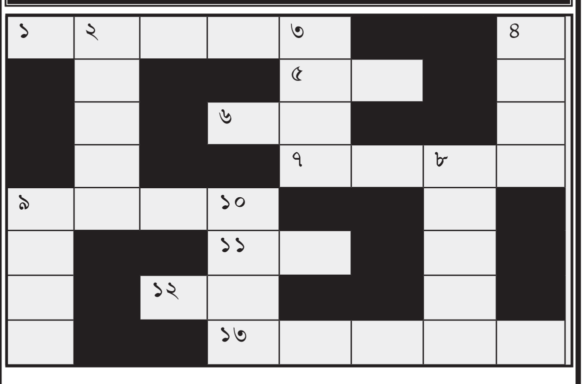

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। এর বিশাল ঢেউ ঝড় এলে জাহাজকে কাগজের নৌকার মতো নাচায় ৫। বন্ধুত্ব ৬। শ্রেষ্ঠ, সর্বোৎকৃষ্ট ৭। ভূ-সম্পত্তি ৯। কানুটি ১১। প্রশ্রয়, আশকারা ১২। থাকার জায়গা ১৩। কানে এসেছে এমন।

উপর-নীচ

২। মৌলিক গ্যাসবিশেষ ৩। শ্রীকৃষ্ণ ৪। অনুবাদ ৮। আয় ব্যয় ৯। যুগের শেষ ১০। ললাট বা কপাল সম্বন্ধীয়।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৫৪

পাশাপাশি : ৪। পরার্থ ৫। আভাস ৭। পশ্চিম ৮। জতু ১০। পদ ১৪। কাঞ্চন ১৫। নগর ১৭। বিরোধ।

উপর-নীচ : ১। তপনতাপ ২। স্বার্থপর ৩। সভা ৫। আমলা ৬। সরোজ ৯। তুষ্টিসাধন ১১। দহন ১২। আকার ১৩। বনবিবি ১৬। গম্য।

এয়ার ইন্ডিয়ায় স্টোর এজেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫৭ জন স্টোর এজেন্ট নেবে এয়ার ইন্ডিয়া। পাঁচ বছরের চুক্তিতে দিল্লিতে নিয়োগ করা হবে।

শূন্যপদের বিন্যাস : সাধারণ ২৫, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি ১৫, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক। সেই সঙ্গে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট বা স্টোর বা ওয়্যারহাউস ম্যানেজমেন্টে ২ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ই আর পি সিস্টেম-সহ আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে কাস্টমস ডকুমেন্টেশনের কাজ জানলে, কম্পিউটারে টাইপিং জানলে, লাইট বা হেভি ভেহিক্যল ড্রাইভিং লাসসেন্স থাকলে অগ্রাধিকার। প্রার্থীকে অবশ্যই ইংরেজি ও হিন্দি ভাষা জানতে হবে।

বয়স : ১-১০-২০১৯ তারিখে ২১ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সি-রা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ২১,০০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

ওয়াক ইন সিলেকশনের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। প্রার্থীর প্রফেশনাল কম্পিটেন্সি অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট নেওয়া হবে। পরীক্ষায় থাকবে জব নলেজ অব মেটিরিয়াল ম্যানেজমেন্ট (৩০ নম্বর), কমিউনিকেশন স্কিল (৩০ নম্বর), পার্সোন্যালিটি অ্যান্ড জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (৩০ নম্বর), এবং ওয়াকিং অন ই আর পি সিস্টেম/নলেজ অব কম্পিউটার অ্যান্ড কাস্টমস ডকুমেন্টেশন (১০ নম্বর)। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.airindia.in প্রার্থীর চালু ই মেল আই ডি থাকতে হবে। যথাযথভাবে অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। পরীক্ষার তারিখ, সময় ও কেন্দ্র প্রার্থীকে পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১,০০০ টাকা ডিমান্ড ড্রাফট। এটি ' Air India Limited' এর অনুকূলে দিল্লিতে প্রদেয় হতে হবে। তফসিলি ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি দিতে লাগবে না। ডিমান্ড ড্রাফটের পিছনে প্রার্থীর নাম ও যোগাযোগের নম্বর লিখে দেবেন।

পরীক্ষার দিন পূরণ করা দরখাস্তের প্রিন্ট আউট, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডিমান্ড ড্রাফট, ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো, সচিত্র, পরিচয়পত্র এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় নথিপত্রের মূল ও তার এক কপি স্বপ্রত্যয়িত নকল সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিক্যাল ফিজিক্সের পোস্ট এম এসসি ডিপ্লোমা কোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : মেডিক্যাল ফিজিক্সের পোস্ট এম এসসি ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নেবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স বিভাগ। কোর্সটি চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে করানো হবে। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। ক্লাসের সময় বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা।

আসনসংখ্যা : ১০টি। সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ ফিজিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। স্নাতক স্তরেও অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে ফিজিক্সে পড়ে থাকতে হবে। তফসিলি প্রার্থীরা নম্বরে ২৫ শতাংশ ছাড় পাবেন। রেডিওথেরাপি বা মেডিক্যাল ফিজিক্সের কাজে এক বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীরাও স্নাতকোত্তর স্তরের নম্বরের ক্ষেত্রে ছাড় পাবেন।

কোর্স ফি : ৮৪,০০০ টাকা। ফি দিতে হবে দু'টি কিস্তিতে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউয়ের জন্য বাছাই করা প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হবে ২৩ ডিসেম্বর। ইন্টারভিউ ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারি।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। নগদ ১০০ টাকার বিনিময়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনফর্মেশন কাউন্টার থেকে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে। অথবা আবেদনপত্রের বয়ান ডাউনলোড করে নিতে পারেন এই দুটি ওয়েবসাইটের যে কোনও একটির মাধ্যমে : www.jaduniv.edu.in, www.cnci.org.in পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

পূরণ করা আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন :

* ডাউনলোড করা আবেদনপত্রের ক্ষেত্রে ফি বাবদ ১০০ টাকার ডিমাণ্ড ড্রাফট। এটি 'Jadavpur University' অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয় হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনফর্মোন কাউন্টার থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করলে ডিমান্ড ড্রাফট দিতে হবে না। * প্রার্থীর এক কপি পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যায়িত ফটো। ফটোটি আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন। * বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল। * কাস্ট এবং ও বি সি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। * ইনকাম সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পূরণ করা আবেদনপত্র ৯ ডিসেম্বরের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : Secretary, Faculty Council of Science, Jadavpur University, Kolkata-700 032. অথবা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সরাসরি গিয়ে জমা দিতে পারেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনফর্মেশন কাউন্টারে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

রাজ্য সরকারে বিভিন্ন পদে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : অ্যাসিস্ট্যান্ট এগ্রিকালচারাল কেমিস্ট / অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট / জুনিয়র সায়েন্টিস্ট সয়েল, অ্যাসিস্ট্যান্ট এন্টোমোলজিস্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাগ্রোনমিস্ট এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট প্ল্যান্টে প্যাথোলজিস্ট / অ্যাসিস্ট্যান্ট প্ল্যান্ট প্যাথোলজিস্ট / অ্যাসিস্ট্যান্ট মাইকোলজিস্ট পদে ৩৪ জনকে নেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 27/2019.

শূন্যপদের বিন্যাস : অ্যাসিস্ট্যান্ট এগ্রিকালচার / কেমিস্ট / অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট / জুনিয়র সয়েল সায়েন্টিস্ট : ১৩টি, অ্যাসিস্ট্যান্ট এন্টোমোলজিস্ট : ৬টি, অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাগ্রোনমিস্ট : ৫টি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্ল্যান্ট প্যাথোলজিস্ট / অ্যাসিস্ট্যান্ট মাইকোলজিস্ট : ১০টি।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.pscwbapplication.in দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ডিসেম্বর। এই নিয়োগের বিশদ বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয়নি। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আগ্রহী প্রার্থীরা দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

রাজ্য সরকারের শ্রম দফতরে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক, ফিটার, হেল্পার, ল্যাবরেটরি অ্যাটেন্ড্যান্ট এবং মেশিন ম্যান পদে ৮ জনকে নেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারে শ্রম দফতর। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 25/2019.

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.pscwbapplication.in দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর। বিশদ তথ্যের জন্য আগ্রহী প্রার্থীরা দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

রাজ্য সরকারে ওয়ার্ড মাস্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ওয়ার্ড মাস্টার (গ্রেড-থ্রি) পদে ১৫ জনকে নেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দফতর। নিয়োগ হবে ই এস আই প্রকল্পে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 24/2019. অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.pscwbapplication.in দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর। বিশদ তথ্যের জন্য আগ্রহী প্রার্থীরা দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

আতস কাঁচে

বাঘের হানায় প্রাণ গেল মৎস্যজীবীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন: বাঘের সাথে লড়াই করে বাঘের চোখে কাদা ছিটিয়ে প্রাণে বাঁচলেও হাসপাতালে জীবন যুদ্ধে লড়াই করে মৃত্যুর কাছে হার মানলেন মৎস্যজীবী। মৃতের নাম যাদব মন্ডল(৬০)। গত ১৩ নভেম্বর বুধবার সুন্দরবনের নদীতে বছর ষাটের যাদব মন্ডল সহ সাত জন মৎস্যজীবী মাছ ধরতে গিয়েছিলেন গোসাবা ব্লকের রাঙাবেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পাখিরালয় থেকে।১৬ নভেম্বর শনিবার সকালে সুন্দরবন জঙ্গল সংলগ্ন সুন্দরখালির পঞ্চমুখানি খালের কাছে এক রয়াল বেঙ্গল টাইগার আচমকা চোখের পলকে যাদব মন্ডল কে আক্রমণ করে ফেলে। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে যাদব মন্ডল বাঘের সাথে প্রাণপণ লড়াই চালায় এবং যাদব মন্ডলের নৌকার অন্যান্য ছ'জন মৎস্যজীবী যাদব মন্ডল কে বাঁচাতে বাঘের সাথে লড়াই করে বাঘের চোখে কাঁদা ছিটিয়ে দেয়। দীর্ঘক্ষণ লড়াইয়ের পর পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে বাঘ ভায়া যাদব মন্ডল কে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায় জঙ্গলে। রক্তাক্ত যাদব মন্ডল কে উদ্ধার করে প্রথমে ফরেস্টের ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়,তারপর সেখান থেকে গোসাবা গ্রামীণ হাসপাতালে আনা হয় চিকিৎসার জন্য ।পরে আশঙ্কা জনক হলে সেখান থেকে ক্যানিং এবং পরে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করলে সেখানে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর সোমবার রাতে মৃত্যু হয় ওই মৎস্যজীবীর। এমন ঘটনায় মৃত মৎস্যজীবীর পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পথ–দুর্ঘটনায় জখম ৩ মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: এক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন তিনজন মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং–বারইপুর রোডের ছয়ানী এলাকায়।অটো–ইঞ্জিন ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে গুরুতর জখম হন সীতা সরদার, সাবিত্রী দাস,রুপালী দাস নামে তিন মহিলা। অটোচালক ইঞ্জিন ভ্যান সজোরে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন রক্তাক্ত অবস্থা তিন মহিলাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।গুরুতর জখম মহিলাদের মধ্যে সাবিত্রী দাসের একটি হাতে মারাত্মক ভাবে আঘাত হয় এবং সীতা সরদারের পায়ে গুরুতর আঘাত লাগায় তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন বাসন্তীর কটরাখালি থেকে জনাদশেক মহিলা বারুইপুরে রাসমেলা দেখতে গিয়েছিলেন। বিকালে ইঞ্জিন ভ্যানে করে ফেরার সময় একটি অটো সজোরে ধাক্কা মারলে এমন দুর্ঘটনা ঘটে।

পারিবারিক বিবাদে জখম ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: পারিবারিক বিবাদের জেরে গুরুতর জখম হলেন এক মহিলা সহ চারজন। গুরুতর জখম অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হরেন হালদার, সন্দীপ হালদার, হৃষিকেশ হালদার, তনুশ্রী হালদার। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহীরবেনা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে হৃষিকেশ হালদার তার বাড়িতে একটি পোল্টি ফার্ম করেছিলেন। আর সেই পোল্ট্রি ফার্মের দুর্গন্ধে অসহ্য হয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন হৃষিকেশ বাবুর ভাই হরেন হালদার। আবার হৃষিকেষ বাবুর পোল্ট্রি ফার্ম থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে বলে পাল্টা দাবি করে প্রতিবাদ করেন হরেন বাবু। তালকাঠ, লাঠি, ধারালো দাঁ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যাপক মারধোর করে। এতে গুরুতর জখম দুই পরিবারে সদস্যরা চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে যায়। আহতদের মধ্যে হৃষিকেশ হালদারের অবস্থা আশঙ্কাজনক। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

সাপের আতঙ্কে আতঙ্কিত ক্যানিং

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : এলাকায় বিষাক্ত সাপের আতঙ্কে স্থানীয় বাসিন্দাদের রাতের ঘুম উবে গিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং মহকুমা এলাকার সর্বত্র।

অন্যান্য দিনের মতো ২ অক্টোবর রাতে মশারি টাঙিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন খয়রুল খান। রাত আড়াইটে নাগাদ ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে যায়।আলো জ্বালতেই প্রায় আট ফুট লম্বা একটি কেউটে সাপ বিছানার মধ্যে দেখে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়েন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা মুহুর্তে সাপটিকে বাঁচানোর উদ্যোগ নিয়ে দু–এক জায়গায় ফোন করেন। ফোন বন্ধ থাকায় এবং সাপের গর্জনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পরিবারের সকলেই।এমনই খবর শুনে আশপাশের শতাধিক মানুষ জড়ো হন সাপ দেখার জন্য। আতঙ্কিত লোকজন সাপটি বাঁচানোর চেষ্টা করে বিফল হওয়ায় বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে অবশেষে সাপটিকে মেরে ফেলেন।

গত শনিবার রাতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার সময় রাতের অন্ধকারে চন্দ্রবোড়া ছোবল মারে বছর আঠারোর কোয়েল হালদারকে। আবার শনিবার রাতে জীবনতলার গোলাম সরদার মশারি টাঙিয়ে বিছানায় শুয়ে ছিলেন গভীর রাতে প্রায় সাড়ে পাঁচফুট দৈর্ঘ্যের বিশাল বড় কালাচ সাপ তার

বগলে কামড় বসিয়ে দেয়,তিনি সাপ ধরে নিয়ে সোজা হাসপাতালে হাজির হন।গত প্রায় ১০ দিন আগে শৌচালয় করার সময় ক্যানিংয়ের নিকারীঘাটার সুধীর মন্ডলের হাতে কামড় দেয় বিষধর কেউটে। কেউটে সাপ ধরে তিনি সোজা হাসপাতালে চলে যান চিকিৎসার জন্য। আবার ক্যানি ডায়গনষ্টিক সেন্টারে এক্সরে মেশিনে বিষাক্ত কালাচ দেখতে পেয়ে রোগীরা ছুটে পালিয়ে যান। মেহেদী হাসান নামে এক সাহসী যুবক সাপটিকে না মেরে ধরে বাইরে ছেড়ে দেন। আবার গত এক সপ্তাহ আগে নিজের ঘরের মধ্যে খাটের তলা থেকে সাপের ফোঁস ফোঁস গর্জন শুনে ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ক্যানিংয়ের দিঘীরপাড় এলাকার দুলাল মালের পরিবার। পরে স্থানীয় যুবক সৌরভ মন্ডল সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা বিষধর কেউটে ধরে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাতে তুলে দেন। বিশাল বড় কেউটে সাপ বিছানার মধ্যে থেকে মারার খবর চাউর হতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা।ক্যানিং মহকুমা এলাকার প্রবীণ বাসিন্দাদের দাবি এই মহকুমা এলাকায় গত ৫০ বছরে এমন বিশাল কেউটে সাপ কিংবা কালাচ সাপ কেউ দেখেছে বলে মনে হয় না,পাশাপাশি বিগত প্রায় ১০ বছর এমন সাপের উপদ্রব দেখা যায়নি। যার জন্য সাপের ভয়ে আতঙ্কিত ক্যানিং মহকুমার বাসিন্দারা।

কানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্পবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমর রায় বলেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় চলতি বছর বিষাক্ত সাপের যেমন উপদ্রব বেড়েছে,তেমনই সাপের কাম।ে আক্রান্ত হচ্ছেন প্রচুর লোকজন। তবে বর্তমানে লোকজন সচেতন হয়ে গুণীন ওঝা থেকে দুরত্ব তৈরি করে অনেক সময় সাপ না মেরে,সাপ ধরে নিয়ে হাসপাতালে আসছেন চিকিৎসার জন্য। তেমনই সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছেন। তবে সাপের ভয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছুই নেই। সাবধানের সাথে রাত্রে আলো জ্বেলে পথ চলুন,রাতে মশারি টাঙিয়ে ঘুমান,বাড়ির আশেপাশে পরিষ্কার রাখুন। সম্ভব হলে ব্লিচিং আর চুন মিশিয়ে বাড়ির চারপাশে ছ।িয়ে দিলে সাপের উপদ্রব কমবে।

ত্রাণের সামগ্রী চাইতে গিয়ে আক্রান্ত বিজেপি নেত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি: বুলবুল আক্রান্তদের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য ত্রাণের সামগ্রী চাইতে গিয়ে শাসক দলের নেতার হাতে আক্রান্ত হলেন বিজেপির এক পঞ্চায়েত সদস্যা। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা ব্লকের রাঙাবেলিয়া গ্রামে। এ বিষয়ে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা সুলতা সরদার গোসাবা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে গোসাবা থানার পুলিশ।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে বুলবুল আক্রান্ত পরিবারদের জন্য ত্রাণ চেয়ে গোসাবার বিডিও অফিসে দরখাস্ত করেছিলেন। অভিযোগ ত্রাণের সামগ্রী না পেয়ে দুজন বুলবুল তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার মহাদেব মুখার্জী,অনুপ মন্ডল কে স্থানীয় তৃণমূল নেতা অর্দ্ধেন্দু শেখর মন্ডলের কাছে ত্রাণের ত্রিপলের জন্য পাঠান বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যা সুলতা সরদার মন্ডল। সেখান থেকে তাদের কে ত্রাণের ত্রিপল না দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে পঞ্চায়েত সদস্যাকে দেখা করতে বলেন অর্দ্ধেন্দু বাবু। এরপরই পঞ্চায়েত সদস্যা সুলতা সরদার মন্ডল দেখা করতে গেলে তৃণমূল নেতা অর্দ্ধেন্দু শেখর মন্ডল তাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে হেনস্থা করে বলে অভিযোগ।

যদি ও তৃণমূল নেতা অর্দ্ধেন্দু শেখর মন্ডল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, বিডিও থেকে প্রত্যেক পঞ্চায়েত সদস্য কে ত্রাণের সামগ্রী দিয়েছিল।তা স্বত্বে ওনারা আরো দুটি ত্রাণের ত্রিপল চেয়ে আমার কাছে এসেছিলেন।আমি একটি ত্রিপলের ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু পঞ্চায়েত সদস্যা সুলতা সরদার ও তার স্বামী শুভঙ্কর মন্ডল আমার বাড়িতে চড়াও হয়ে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে আমাকে জুতো তোলে মারার জন্য। অন্যান্য মহিলারা এমন জঘন্য কাণ্ড দেখে বিজেপি নেত্রী ও তার স্বামী কে ধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দেন।

রক্তদান না করতে পেরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ত্রাণ, রেশন, হাসপাতালে চিকিৎসা কিংবা ট্রেনের কাউন্টারে টিকিট কাটার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে অধৈর্য হয়ে সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন এমন চিত্র দেশের বিভিন্ন জায়গায় অহরহ দেখা যায়। মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের সোনাখালিতে অনুষ্ঠিত এক রক্তদান উৎসবে দেখা গেল উলাট পূরাণ। আয়োজক সংগঠনের রক্ত নেওয়ার পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যবস্থা না থাকায় ৬০০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। পরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করার জন্য দীর্ঘক্ষণ লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে শেষেমেশ প্রায় ৫০০ জন রক্তদাতা রক্তদান করতে না পেরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। যা কিনা জেলা তথা রাজ্যে এক বিরলতম ইতিহাস। উল্লেখ্য বাসন্তী ব্লকের সোনাখালি কেন্দ্রীয় জলসা কমিটি তাদের নবম বর্ষের তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে কৃতিছাত্র ছাত্রীদের সম্বর্ধনা,আর্থিক সাহায্য,গুনীজনদের সম্বর্ধনা, কেরাত গজল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন সোমবার।

পাশাপাশি মঙ্গলবার সকালে ২০০০ দুঃস্থ মানুষ কে শীতবস্ত্র দান এবং দ্বিতীয় বর্ষের রক্তদান উৎসব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত রক্তদাতা রক্তদান করতে না পারায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। আয়োজক সংগঠনের সদস্যদের বিনয়ী অনুরোধে বিক্ষোভ বন্ধ হয়। সোনাখালি কেন্দ্রীয় জলসা কমিটি দ্বিতীয় বর্ষের রক্তদান উৎসবের সূচনা করেন বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য জালাল মোল্লা । এছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা প্রাক্তন শিক্ষক আকবর সেখ।

কালভার্ট ভেঙে দুর্ঘটনা

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হুগলি শ্রীরামপুর ও জাঙ্গিপাড়া ৩১ নং রাজ্য সড়কের উপর বৃহস্পতিবার সকালে জাঙ্গিপাড়ার নেড়া মাধবপুরে কালভার্ট ভেঙে একটি বালি ভর্তি একটি লরি পড়ে গেলে এই বিপত্তি ঘটে । স্থানীয়রা জানান এই দিন সম্প্রতি শিয়াখালা ব্রিজ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য এই পথ দিয়ে গাড়ি যাতায়াত করছিল । এদিন লরিটি ফুরফুরার দিকে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন । সকাল ৭টার সময় গৃহ শিক্ষকের কাছে যাচ্ছিল সাইকেলে করে এই পথেই । তারা দুর্ঘটনার শিকার হয় । একজনের ছাত্রীর মৃত্যু হয় ও দুজন আহত হয় বলে স্থানীয় সুত্রে জানা যায় । এই দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় । দুর্বল কালভার্ট নির্মাণ কাজ দ্রুত শুরু করে প্রশাসন ।

কার্তিক ফেলার জেরে মুখে বিষ ঢেলে মারার অভিযোগ

অরিজিৎ মণ্ডল: বাঙালি রীতি অনুযায়ী বিয়ের পরেই নতুন দম্পতির বাড়ির সামনে এসে হাজির হন দেবসেনাপতি কার্তিক। আর সেই কার্তিক ঠাকুর ফেলার সামাজিক রীতি কে কেন্দ্র করে বাঁধলো বচসা, আর তারই জেরে এক ব্যক্তিকে গাছের সাথে বেঁধে মুখে বিষ ঢেলে মারার অভিযোগ প্রতিবেশী কিছু যুবকের বিরুদ্ধে।

এমনই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বাসন্তী থানার ৯ নম্বর কুমড়াখালী গ্রামে। জানা যায়, মৃত বছর ৪৮ এর ফনী সাঁপুই এর বাড়িতে প্রতিবেশী কিছু যুবক কার্তিক ঠাকুর রেখে গেলে, রাগে তাদের গালিগালাজ করে ফনী। এরপর সে নিজেই রীতি মেনে কার্তিক পুজো করার সিদ্ধান্ত নেয়। পুজোর নিমন্ত্রণ করতে সে ওই প্রতিবেশী যুবকদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলে সেখানেই বাঁধে বচসা।

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও সামান্য এক সামাজিক রীতিকে কেন্দ্র করে বচসা যে এতটা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে, তা ভাবতে পারেননি কেউই। অভিযোগ, প্রতিবেশী যুবকদের সাথে ফনীর বচসা হাতাহাতিতে পরিণত হয়। এরপরেই মদ্যপ অবস্থায় তারা ফনী সাপুই কে একটি গাছের সাথে বঁধে বেধড়ক মারধর করে।

এমনকি জোর করে তার মুখে বিষ ঢেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এতটা শারীরিক অত্যাচার সহ্য করতে পারেনি সে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে তৎক্ষণাৎ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। মৃত্যুর সাথে লড়াই করে এদিন হার মানতে বাধ্য হয় ফনী। আইসিইউ তে চিকিৎসা চলাকালীন এদিন মারা যান তিনি। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

উত্তরের আঙিনায়

গ্রেফতার চার দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার চার দুষ্কৃতী। কিছুদিন আগে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত বারিভাশা এলাকায় একটি মোবাইলের দোকানে চুরি হয়। ওই চুরির কিনারা করতে তদন্তে নামে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। বেশকিছু চুরির ঘটনায় পুরনো অভিযুক্ত পঙ্কজ বসাক, প্রদীপ দাস, রাহুল রায় ও রবি রায় কে শনিবার রাতে গ্রেফতার করে। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরির ঘটনার কিনারার তদন্তে এগোচ্ছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের রবিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। তাদের পুনরায় রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাড়ি ভাষার মোবাইলের দোকানে চুরির ঘটনায় অভিযুক্তদের কাছে পৌঁছাতে চাইছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার তদন্তকারী অফিসারেরা।

তৃণমূল–বিজেপি সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মাথাভাঙা: গত শুক্রবার সারাদিন তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মাথাভাঙা ১ নম্বর ব্লকের নয়ারহাট। অভিযোগ এই অঞ্চলের পূর্বখন্ড বামুনিয়ার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী হিমাংশু কুমার রায়ের বাড়ি ভাঙচুর করেছে বিজেপি। হিমাংশু কুমার রায় বলেন, সকাল ১০ টায় খাবার সময় হঠাৎ করে এক গাড়ি বিজেপির কর্মী এসে বাড়ির জানলা, দরজা, ঘরের টিন সহ একটি বাইক ভেঙে দিয়েছে। নয়ারহাট অঞ্চলের বিজেপি নেতা জেট পি ভান্ডারি এবং আশুতোষ সরকার বলেন, বিজেপি কোনো বাড়ি ভাঙচুর করেনি, এটা তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল। তাদের অভিযোগ সন্ধ্যায় নয়ারহাট বাজারে পাঁচটা বোম ফাটায় তৃণমূল কংগ্রেস। আতঙ্কে সাধারণ মানুষ এদিক ওদিক ছোটা ছুটি শুরু করে। তৃণমূল কংগ্রেস এই অভিযোগ অস্বীকার করে।

পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেফতার এক ব্যক্তি। ধৃতের নাম শঙ্কর রায়। জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি এসএফ রোডে ফাঁসিদেওয়া থানার গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযোগ, সেই গাড়িটি ১৪ বছরের এক কিশোরকে ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে গাড়িটিতে ভাঙচুর করে। এরপর ঘটনার খবর দেওয়া হয় শিলিগুড়ি থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে। শনিবার রাতে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ মিলনপল্লী এলাকা থেকে শঙ্কর রায় নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।এরপর আজ তাকে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় তাকে ৫দিনের জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রক্ষা কামাখ্যা এক্সপ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: ভয়াবহ আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেলো আপ ইন্ডোর কামাখ্যা এক্সপ্রেস। জানা যায়, শনিবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ আপ ইন্ডোর কামাখ্যা এক্সপ্রেস জোড়াই স্টেশনে পৌঁছলে কর্তব্যরত গার্ড এস–৭ কামরায় আগুনের ধোয়া দেখতে পান। ২টি দমকল ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং সম্পূর্ণ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে যাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয় এবং তারা হুড়োহুড়ি করে ট্রেন থেকে নামতে থাকেন। পুনরায় ১২–৪০ নাগাদ রেলওয়ে পরিষেবা চালু হয়। কিভাবে আগুন লাগলো এব্যাপারে খতিয়ে দেখছে রেলওয়ে পুলিশ।

কোচবিহারকে হেরিটেজ ঘোষণা সরকারের, বরাদ্দ ২৫০ কোটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: কোচবিহার রাজা সহ রাজ ঐতিহ্য সমৃদ্ধ এই কোচবিহারকে হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। যা মা–মাটি–মানুষের সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই হেরিটেজ প্রকল্পের জন্য প্রায় আড়াইশো কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। সোমবার কোচবিহার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলীয় কর্মী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ৩৪ বছরে সিপিএম এ রাজ্যে রাজত্ব করেছে, কিন্তু কোচবিহারের কোনও উন্নয়ন হয়নি। সরকার কোচবিহারের দিকে ফিরেও তাকায়নি। এ রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর এই কোচবিহারে শিক্ষা–স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে সমস্ত দিক দিয়েই উন্নয়ন ঘটেছে। কোচবিহার সফরে এসে আবারও কল্পতরুর ভূমিকায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার কোচবিহারের কর্মিসভার পর তিনি কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনকে পুজো দেন। তারপর কোচবিহার রাসমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চ থেকে মোট ১৪টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। যার মোট অর্থের পরিমাণ ৮১কোটি ১৪লক্ষ টাকা।

এদিন এই মঞ্চ থেকে সাবেক ছিটমহলবাসীদের জন্য তৈরি ফ্ল্যাটের চাবি উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। মোট ১০৪টি পরিবারকে ফ্ল্যাটের চাবি তুলে দেওয়া হবে। এই মঞ্চ থেকে এদিন ২০জনের হাতে এই চাবি তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। আগামীতে বাকিদের হাতে এই চাবি তুলে দেওয়া হবে। এই ফ্ল্যাট নির্মাণে মোট খরচ হয়েছে প্রায় ২৪কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। এছাড়াও এদিন এই রাসমেলা সাংস্কৃতিক মঞ্চে কাশ্মীর থেকে এরাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে আসা শ্রমিকদের হাতে সমর্থন প্রকল্পের উদ্বোধন হয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে। এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত দুজন শ্রমিকের হাতে এদিন ৫০হাজার টাকার চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। মোট ১০২জনের হাতে চেক তুলে দেওয়া হবে।

অমানবিক পুলিশ

গোপাল মৈত্র, মালদা : কয়েকদিন ধরেই সোশ্যাল মিডিয়া তে একটি ভিডিও ভাইরাল। আর ভাইরাল হবে নাই বা কেন? কয়েকজন পুলিশ কর্মী মিলে রাস্তায় টোটো কে থামিয়ে যাত্রী দের নামিয়ে টোটো র লাইট ভাঙচুর করছেন। ঘটনাটি নাকি বর্ধমানের। ঠিক মেনে নিতে না পাড়ার ই তো কথা। কার নির্দেশ এ এই অমানবিকতা? কে নেবে এর দায়? পেটের দায়ে যারা আজ রাস্তায় টোটো চালক, যাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন এই টোটো তাদের উপর এই অন্যায় কেন? এ কোন পুলিশ? মাথায় সাদা রং এর কাপড় বাঁধা এ কোন শাসক? আদৌ কি এই পোশাক এর সাথে সাদা রং এর এই ফেট্টি পোশাকের ই অংশ? যদিও আমরা সাধারণ মানুষ এর আগেও দেখেছি পুলিশ এর বীরত্ব, কখনো টেবিলের নীচে তো কখনো রাস্তায় হাত বেড়িয়ে, কখনো প্রতিবাদী কে থাপ্পর মেরে মুখ বন্ধ করিয়ে। আর আজ দেখছি অমানবিকতা র প্রকাশ্য ছবি। যদি ধরেই নেওয়া যায় যে এল ই ডি লাইট বেআইনি আর তার কুফল থেকে মানুষ কে সচেতন করাটা উদ্দেশ্য তাহলে এখন তো সকল নামি দামি কোম্পানির বাইক, ফোর হুইলার–এর কোম্পানি থেকেই সেই লাইট দেওয়া হয়েছে। কে ভাঙবে সেগুলো? আর যদি এটাও ভেবে নি যে বেআইনি টোটোর সংখ্যা কমাবার প্রয়াস এটি তাহলে এত সংখ্যায় টোটো রাস্তায় এল কি করে? শাসক কে কে করবে শাসন? বেশি কথা বললেই যে স্থান হবে শ্রীঘরে নইলে মিলবে একটি সান্তনা, কেন এমন ঘটনা ঘটল ব্যাপারটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রশাসন মানুক বা না মানুক ঘটনাটি পুলিশের মান যে নিম্ন থেকে নিম্নতম জায়গাই পৌঁছে দিয়েছে আর একবার এই ভিডিও তার প্রমাণ করে দিল আর একবার।

সম্প্রসারণ হতে চলেছে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিনহাটা: অবশেষে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ট্রেনটিকে সম্প্রসারণ করতে চলেছে রেল দপ্তর। সূত্রে জানা গেছে, চলতি মাস থেকেই নিউ কোচবিহার স্টেশনের পরিবর্তে বামনহাট স্টেশন থেকে ট্রেনটি ছাড়বে। সূত্রে জানা গেছে, ট্রেনটি নিউ কোচবিহার ও বামনহাট এই দুই স্টেশনের মাঝে শুধু দিনহাটা স্টেশনে দাঁড়াবে। প্রসঙ্গত ২০১৭ সালে ভয়াবহ বন্যার পর থেকেই নিউ কোচবিহার ও দিনহাটার মধ্যে চলাচলকারী এই উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ট্রেনটিকে তুলে নেয় রেল দপ্তর। এরপর থেকে দিনহাটা মহকুমার দুই ব্যবসায়ী সমিতি, বামনহাট রেল উন্নয়ন সমিতি সহ একাধিক সংগঠন ট্রেনটিকে পুনরায় দিনহাটা অথবা বামনহাট স্টেশন থেকে চালানোর দাবিতে সরব হয়। একাধিকবার আমরণ অনশন হয় দিনহাটা স্টেশনে। তার পরেও রেল দপ্তর থেকে মেলেনি কোনো রকম সদুত্তর। মাসখানেক আগে দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির এক প্রতিনিধি দল আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডি আর এমের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে আসেন পুনরায় বামনহাট স্টেশন থেকে এই ট্রেনটিকে চালু করার দাবি জানিয়ে। এরপরই কিছুটা হলেও আশ্বাস মেলে। রেল দপ্তরের থেকে জানানো হয়েছে, চলতি মাস থেকেই উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস বামনহাট স্টেশন থেকে ছাড়বে। আর এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই খুশির হাওয়া গোটা দিনহাটা মহকুমা জুড়ে। রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিভিশন্যাল ম্যানেজার কনভির সৈন জৈন জানান, ইতিমধ্যেই অনুমোদন মিলেছে। চলতি মাস থেকেই উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস বামনহাট থেকে চলাচল শুরু করবে। এদিকে এই খবর পেয়েই আনন্দে মেতে ওঠেন দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সদস্যরা। সংগঠনের দিনহাটা মহকুমা

সম্পাদক উৎপলেন্দু রায় বলেন, দীর্ঘ দিন ধরে আন্দোলনের পর অবশেষে আমাদের দাবি পূরণ হতে চলেছে। এদিকে দিনহাটার বাসিন্দা শুভঙ্কর ভাদুরি বলেন, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় চরম সমস্যায় পড়ছে দিনহাটার সাধারণ মানুষ। অবশেষে ট্রেনটি বামনহাট থেকে চলাচল শুরু করছে শুনে বেশ ভালোই লাগছে। এদিকে দিনহাটার ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই বলেন, দীর্ঘ এই ২৫ কিমি পথ অতিক্রম করে নিউ কোচবিহার স্টেশনে যেতে হয়। এর ফলে কিছুটা হলেও সমস্যায় পড়তে হত। ট্রেনটি পুনরায় বামনহাট থেকে চালু হচ্ছে শুনে বেশ আনন্দ লাগছে। উল্লেখ , দিনহাটার এতদ অঞ্চলের রেল যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে দিনহাটা স্টেশন থেকে নিউ কোচবিহার পর্যন্ত স্পেশাল ট্রেন হিসেবে চলাচল শুরু করে । সঠিক ভাবে চলাচল করলেও মাঝে মধ্যেই নানা রকম টালবাহানা করে বাতিল ঘোষণা করত রেল দপ্তর । অবশ্য ট্রেনটি দিনহাটা স্টেশন থেকে চলাচল শুরু করায় যাত্রীদের সুবিধা হত । গত বছরের আগস্ট মাসে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বন্যায় উত্তর পুর্ব সীমান্তের রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের তেলতা ও সুধানি মাঝে আজরেইল সেতুর ৬০ মিটার লম্বা এলাকা জুড়ে রেললাইনের নীচের মাটি ধসে যায় । ফলে দীর্ঘ কয়েক দিন যাবত উত্তর পুর্ব ভারতের সাথে রেল যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় ।

আর সেই সেতু ঠিক করতে সময় লাগে প্রায় মাস খানেক । বন্যায় ধসে যাওয়া সেই সেতু সারাই এর পর শিয়ালদহ নিউ কোচবিহার স্টেশনের মধ্যে চলাচল কারী উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস শিয়ালদহ – নিউ কোচবিহার মধ্যে চলাচল করলেও তার পর কয়েক বছর কেটে গেলেও নিউ কোচবিহার দিনহাটার মধ্যে স্পেশাল ট্রেন হিসেবে চলাচল কারি উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস দিনহাটা থেকে না চালানোর ফলে ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী সহ সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়েছেন। গীতালদহ, ওকড়াবাড়ি, বামনহাট, গোসানিমারি সহ দিনহাটার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষকে নিউ কোচবিহারে গিয়ে ট্রেনটি ধরে কলকাতা যেতে হচ্ছে। রোগী, ছাত্রছাত্রী সহ মহিলাদের দীর্ঘপথ যেতে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে ট্রেনটি চালুর জন্য আন্দোলন চলছিল। ব্যবসায়ীরা একদিনের প্রতীকী অনশনও করে। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ট্রেনটি চালু করার জন্য রেলকে চিঠি দেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস দিনহাটা থেকে চলার ফলে মাসে ১০ লক্ষ টাকা আয় করত রেল এমনটাই জানা গেছে সূত্র মারফত।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ২৩ নভেম্বর – ২৯ নভেম্বর, ২০১৯

মানুষ গড়ার কারিগরা আজ রাজপথে অনশনে

এই মুহূর্তে কলকাতা এখন গোলাপী নগরী। ধারে ভারে জয়পুরের মতো না হলেও বাংলার ক্রিকেটের মক্কা ভূমি রঞ্জি স্টেডিয়াম এখন ক্রিকেটময়। ভারত–বাংলাদেশের রাত দিন টেস্ট ম্যাচের সম্মোহনে বর্ণময় কলকাতা আক্ষরিক অর্থেই এখন 'পিঙ্ক' নগরী হয়ে উঠেছে। দেশে বিদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিরা এখন কলকাতায়। নিরাপত্তা আর বৈভবে কলকাতার এখন অন্য চেহারা।

মূল কলকাতারই খুব কাছে বিধাননগরের রাজপথে আবার অন্য চেহারা। সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন অজস্র শিক্ষক শিক্ষিকা আজ পথের ধারে আত্ম নিরাপত্তার দাবিতে অনশন আন্দোলনে ভুখ হরতাল করতে গিয়ে এক শিক্ষিকা ইতিমধ্যেই প্রয়াত হয়েছেন। মেদিনীপুরের এক পার্শ্ব শিক্ষিকা রেবতী মিত্র পার্শ্ব শিক্ষকদের এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। আরও কয়েকজন শিক্ষক শিক্ষিকা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন ক্রমাগত। প্রশাসনের নাকের ডগাতে তাদেরই অনশন আন্দোলন। তাদের মূল দাবিগুলির মধ্যে আছে পার্শ্ব শিক্ষকদের কেন্দ্রীয় হারে বেতন প্রদান। টেট পরীক্ষা উত্তীর্ণ বহু উচ্চশিক্ষিত পার্শ্ব শিক্ষক আজ খোলা আকাশের নীচে অনশন করছেন। মূলত বাম আমলে পার্শ্ব শিক্ষক ও প্যারা টিচার যুক্ত হয়েছিলেন। তারা নিয়মিত পঠন পাঠন ছাড়াও বিদ্যালয়ের নানা দায় দায়িত্ব অতি স্বল্প বেতনে নিষ্ঠা সঙ্গে করে যান। শুধু আর্থিক নিরাপত্তাই নয় অন্যান্য কিছু আরও কিছু প্রাসঙ্গিক দাবি তারা রাজপথের ধুলায় বসে করছেন। প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও সদর্থক ভূমিকা নেওয়া হয়নি। আরও কত শিক্ষক শিক্ষিকা প্রাণ হারালে বুদ্ধিজীবী গণমাধ্যমের হৃদয়কে স্পর্শ করে সেটাই এখন প্রতীক্ষার।

রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিতর্কের ঢেউ একের পর এক আছড়ে পড়ছে। এখানে কোনও রাজনৈতিক দল বা কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা আছে এমন দাবি তোলা অর্থহীন। শিক্ষিত তরুণ তরুণীদের সংখ্যা এক দিকে যেমন বাড়ছে অন্যদিকে কাজের বাজার অত্যন্ত সংকটজনক।

পার্শ্ব শিক্ষকদের নিয়ে দিনের পর দিন এই ধরনের অসম্মান জনক অবহেলা একটি দৃষ্টান্তের সৃষ্টি করছে যা বাংলার ঐতিহ্যের পরিপন্থী। সৎপথে শ্রমের মাধ্যমে যে তরুণ তরুণীরা স্বপ্ন দেখছে তাদের ভবিষ্যতের তা ধোঁয়াশায় ছেয়ে দিচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতির। মানুষ গড়ার কারিগরদের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে শ্রেণি বিভাজনের যে ষড়যন্ত্র চলছে তা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। একদিকে কলেজ অধ্যাপকদের বেতনের প্রতিশ্রুতি, হোমগার্ডদের প্রতি সহানুভূতি, আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান একদিকে যেমন অত্যন্ত প্রশংসা অন্যদিকে সম যোগ্যতার শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি বঞ্চনার বারমাস্যা।

বাম আমলে বহু কলেজ বিশ্ব বিদ্যালয় অস্থায়ী শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের স্থায়ী করা হয় আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়া হলেও পাশাপাশি বিদ্যালয় গুলির পার্শ্ব শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি অমানবিক আচরণ রাজ্যের মানুষ প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করছেন। অনাহারে পড়ে থাকা শিক্ষক শিক্ষিকাদের পাশেই চলছে 'আহার বাংলার' খাদ্য উৎসবের বাহার। বাংলার বর্তমান অবস্থার এক প্রতীক।

ক্রিকেট নিয়ে গোলাপী উৎসব হয় হোক, সারা কলকাতা জুড়ে চলচ্চিত্র উৎসবের ব্যানার ফেস্টুন ছেয়ে গেলেও কোনও ক্ষতি নেই কিন্তু প্রতিনিয়ত বিদ্যালয়গুলির পঠন পাঠনের সঙ্গে যুক্ত পার্শ্ব শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি অসম্মান এবং অমানবিক আচরণ প্রশাসনের ভেবে দেখা দরকার এবং অতি দ্রুত যাতে না আর কোনও শিক্ষক শিক্ষিকা হারিয়ে না যায় চিরদিনের জন্য। অনাথ না হয় কোনও বালক বা বালিকা যাদের অভিভাবকরা একসময় মানুষ গড়ার কারিগড়ের ব্রত নিয়েছিলেন।

অমৃত কথা

কর্মযোগ
কর্মই উপাসনা

তবে তাহারাও তো নিষ্কাম হইয়া কাজ করে বলিতে হইবে। নিষ্কাম কর্মের অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে কঠিন হৃদয় দুরাচারও নিষ্কাম কর্মী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। দেওয়ালের সুখ দুঃখের কোন অনুভূতি নাই,

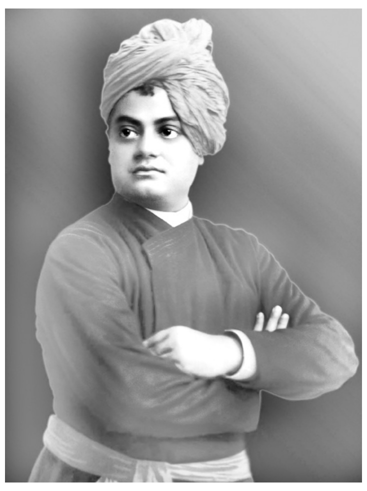

একটি প্রস্তরখণ্ডেরও ঠিক তাই এই কারণে একথা বলা যায় না যে, উহারাও নিষ্কাম হইয়া কর্ম করে। ঐভাবে উহার অর্থ করিতে গেলে নিষ্কাম কর্ম দুষ্ট লোকদের হাতে একটি শক্তিশালী যন্ত্রের পরিণত হয়, তাহারা দুষ্কর্ম করিতে থাকিবে এবং মুখে বলিবে, তাহারা নিষ্কাম কর্ম করিতেছে। নিষ্কাম কর্মের অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে গীতা একটি ভয়াবহ মতবাদই প্রচার করিয়াছেন। ইহার অর্থ নিশ্চয়ই এরূপ নয়। অধিকন্তু গীতা প্রচারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জীবন আলোচনা করিলে আমরা দেখিব যে, তাহাদের জীবন সম্পূর্ণ অন্যরূপ। অর্জুন যুদ্ধে ভীষ্ম এবং দ্রোণকে বধ করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি তাঁহার সমস্ত স্বার্থবুদ্ধি, বাসনা এবং ক্ষুদ্র আমিত্বকে লক্ষ বার বিসর্জন দিয়াছিলেন।

গীতা কর্মযোগ শিক্ষা দেন। যোগারূঢ় হইয়া আমাদের কর্ম করিতে হইবে। এই যোগযুক্ত অবস্থায় ক্ষুদ্র 'অহং' বোধ থাকে না।

ফেসবুক বার্তা

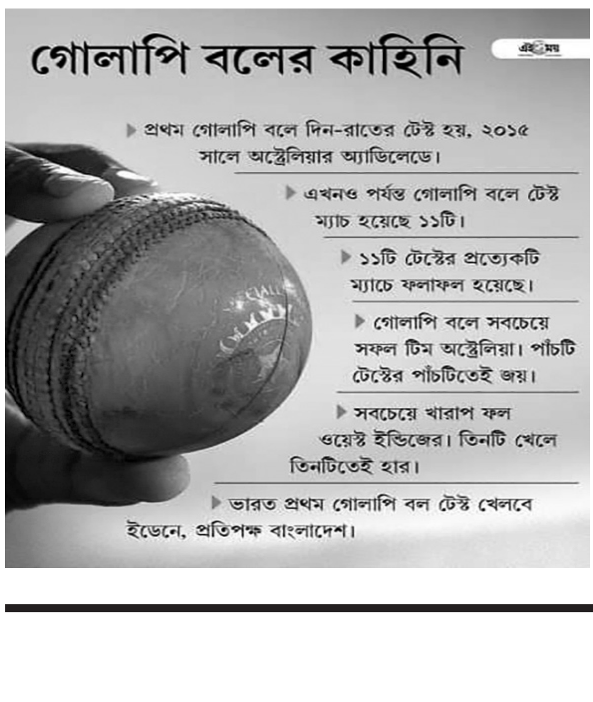

'এক ধর্মরাজ্য পাশে সমগ্র ভারত বেঁধে দিব আমি'

অমিতাভ সেন

প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ভব্য মন্দির তৈরি হবে– সুপ্রিম কোর্ট এই মত রায় দিয়েছেন। এই Verdict এ তিনটে শব্দ রয়েছে : Faith, belief, Trust; আপাতদৃষ্টিতে তিনটের অর্থই বিশ্বাস। Faith হচ্ছে যুগ যুগ বাহিত চিন্তাধারা বা concept, belief হচ্ছে এক ব্যক্তিমানুষের ঐ ধারণার প্রতি acceptance, Trust হচ্ছে সমগ্র ভারতীয় সমাজ যে মূল্যবোধের ওপর আস্থা স্থাপন করেন, এই তিনটে pivot এর ওপর দাঁড়িয়ে আছে সুপ্রিম রায়। বামপন্থীরা এবং ওবেইসীর মতো গুটি কয়েক ওয়াহাবি কুলাঙ্গার চিল্লিয়ে যাচ্ছে Faith over Facts; যা সবৈব মিথ্যা শিয়া বা সুন্নী কোনও ওয়াকফ বোর্ড এর তালে তাল না মেলালেও হিন্দু সমাজ এর মধ্যে থেকে শানাইয়ে পোঁ ধরা পার্টি JNU/JU তে পাওয়া যাচ্ছে। হাতে লাখ টাকার iphone নিয়ে আন্দোলন করছে মাসিক দশ টাকা ভাড়ায় দশ বছর ধরে রির্সচ স্কলার হিসেবে ছাত্র সেজে দিল্লিতে থেকে যাবে। স্লোগান দেবে ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে, ইনশাল্লাহ। এত অবক্ষয়ের কারণ কি শুধুই লর্ড মেকলে? আরেকজন আছে। মেকলের অবতার ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ, যার জন্ম শিক্ষা দীক্ষা সবই মক্কায়। প্যাটেল, শ্যামাপ্রসাদের মতো মানুষের অন্তর্ধানের পর নেহরু মন্ত্রিসভা ঘোষণা করেছিল– Sanskrit is a dead language– ব্যস আর পায় কে। সংখ্যা লঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা মক্তব, চার্চে কোরাণ বাইবেল চলবে, বিদ্যাস্থানে শ্রীগীতা– উপনিষৎ চলবেনা। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে চলে গেল ভাররতের বিপুল জ্ঞান বিজ্ঞান ভাণ্ডার, ঐতিহ্য সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ। নেহরুভিয়ন তথাকথিত পণ্ডিতরা ঘোষণা করে ছিল শূন্য (zero) সংখ্যাটা এসেছে আরব আবিষ্কার থেকে। তাহলে ত্রেতা যুগে রাবণের দশটা মাথা, দ্বাপর যুগে ধৃতরাষ্ট্রের শত সন্তান গোনা গেল কীভাবে? অর্বুদ, খর্বুদ, হিনী, অক্ষোহিনী গণনায় কতগুলো শূন্য বসে? আসলে গণনার শূন্য আর গতিমান চাকা একই আকারের, এর কখনও চতুর্ভুজ আকৃতি হয় না। গতিশীলতার জন্য ঘর্ষণ জনিত বাধা সর্বপেক্ষা কম হওয়া জরুরি। চক্র বা শূন্য চিহ্নে মাটির সঙ্গে মিলনস্থান ক্ষীণ, তাই শূন্যকায়া গতিময়তার প্রতীক। গতি মানব বিদ্যায়, বিজ্ঞানে অর্থনীতিতে। এই জন্যই ভারতবর্ষের পরিচয় ছিল সোনে কা চিড়িয়া। মহামহোপাধ্যায় অনন্তলাল ঠাকুর নেহেরুভিয়ন স্কলারদের সম্বন্ধে বলতেন; এরা আবিস্কার করেছে আমাদের পূর্বপুরুষ– বাপ–ঠাকুর্দা সব ভেড়া–গাধা ছিলেন, কিন্তু আমরা হীরের টুকরো। অক্সফোর্ড আমাদের পিএইচডি দাও, ইলিনয় D.Sc। সব কিছু আগের সংখ্যায় এ নিয়ে আলোচনা করেছি। কাজেই প্রসঙ্গান্তরে যাই।

শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করে তাঁরই নির্দেশমতো প্রজাপালন করেছিলেন অনুজ ভরত রামরাজ্য কিন্তু অগ্রজের বনবাস কালেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীমন্দির স্থাপনের পাশাপাশি রাম রাজ্য যার অন্য নাম New India তার প্রতিষ্ঠাও আপামর ভারতবাসীর ধ্যেয় নিষ্ঠা।

বিকাশ লাও, পাঁচ ট্রিলিয়ন ইকোনমি লাও! লাও তো বটে, কিন্তু আনেটা কে? আনার জন্যে তো প্রধান সেবক তো একজনই রয়েছেন। তবে এইবার তিনি এক আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম বর্জন করেছেন RCEP : Regional Comprehensive Economic Partnership, পৃথিবীর ষোলোটি দেশ মিলে বৃহত্তম মুক্ত বাণিজ্য (free trade) গোষ্ঠী। মোদী সরকার এর আগে World Trade Organisation এর বালি প্যাজ্যিক অস্বীকার করেছিলো।

আশংকা অনেক। সদস্যপদ গ্রহণ করলে বহু পণ্যের ওপর আমদানী শুল্ক (import duty) 2014 সালের মাত্রায় কমিয়ে আনতে হতো। ২০১৪–র আগে পর্যন্ত ভারতে মাত্র দুটি মোবাইল ফোন উৎপাদক কারখানা ছিল। এখন দেড়শোর মতো। Make in India প্রোগ্রামে বহু কোম্পানি ভোগ্য পণ্য উৎপাদন শুরু করেছে। Ease of doing business এর আর্ন্তজাতিক তালিকায় ভারতের স্থান অনেক উঁচুতে।

Company's Act এ আগে ৬৪০টা সেকশন ছিল। অরুন জেটলি রবিশংকর প্রসাদ এর মেধার দৌলতে তার সংখ্যা এখন ৪০০ নীচে। ২৫০০এর মতন আইন যা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে চলে আসছিল, সব গুলোকে অন্তর্জলি যাত্রায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এ ভারতের এক পয়সা ধার নেই। ২০১৮–১৯ ভিত্তিবর্ষে বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ৪৬৯ বিলিয়ন ডলার। ভারতবর্ষ এখন বিরাট মার্কেট। ১৩৫ কোটি মানুষ যদি দুটো করে বছরে গামছা কেনে ২৭০ কোটি গামছার প্রয়োজন হয় সবাই এই মার্কেটটাকে

ধরতে চাইছে। ২০১৮–১৯ বর্ষে চিন আমাদের দেশে বিক্রি করেছে ৭০.৩ বিলিয়ন ডলার এর পণ্য। আমরা ওদের দেশে বিক্রি করতে পেরেছি মাত্র ১৬.৮ বিলিয়ন ডলারভারতীয় উৎপাদন সামগ্রী; অর্থাৎ trade deficit 53.5 বিলিয়ন ডলার। চিন আবার তার প্রোডাক্ট থাইল্যান্ড, ভিয়েৎনামের মাধ্যমেও তার উৎপাদন enroute করায়। এসব মালের কোনও কোয়ালিটি কন্ট্রোল নেই, দাম তাই সস্তা। বারবি ডল এক্সপোর্ট করেছিল বিপুল পরিমানে। দেখা গেল তাদের মধ্যে রয়েছে রক্তমাখা সার্জিক্যাল তুলো, স্যানিটারি প্যাড ইত্যাদি বর্জ পদার্থ। ঘুড়ির চিনে মাঞ্জা দেওয়া সুতোয় কত শিশু যে আহত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। লেলে বাবু ছআনা, নীতি কখনই বিজনেস এথিকস মেনে চলে না। চিনে মিনিগ্রাম ওয়েজেস সোস্যাল সিকিউরিটি এক্ট, আট ঘন্টা ডিউটি আওয়ার্স এসব ব্যবস্থা নেই। কোনও একটা পন্যের উৎপাদন মূল্য ১০০ টাকা হলে শ্রমিক খাতে খরচ হওয়ার কথা ৩৫ টাকা। চিনে হয় ১৫ টাকা। কম্যুনিস্ট ডিকটেটরশিপ এই সত্য কে জানতে দেয় না। হাতে শ্রম খাতে উসুল (৩৫–১৫) ২০ টাকা তো রইলই তার সঙ্গে চিন তার মুদ্রার ক্রমাগত devaluation করতে থাকে; তাই যা লেবে তাই ছয় আনা।

অথচ চিন আমাদের ফর্মাসিউটিক্যল, টেক্সটাইল, কৃষিজাত পণ্য প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। ড্রাগনের দেশে যারা বেড়াতে যান তাদের চোখেও ঠুলি লাগানো থাকে ভ্রমণ পথ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মানবতার এতো ভয়ংকর দুর্দশা বেনাকাব হয় যখন হোয়াংহো, ইয়াং সি কিয়াং নদীতেপ্রবল বন্যা হয়। কঙ্কাল সার নীপীড়িত মানুষগুলোর ছবি সামনে বেরিয়ে আসে। দেশত্যাগী চৈনিক নোবেল লরেট ইবাও তাঁর সাহিত্য কর্মে এই অত্যাচার এরকথা লিখেছেন।

২০১২ সালে ডঃ মনমোহন সিং অর্থনীতির কোন সূত্র মেনে জানি না ১৬টা দেশের RCEPতে যোগ দেবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এটা হলে চিনের ৯০% জিনিস জিরো ডিউটিতে ইমপোর্ট করতে হতো। ভারত যে সার্ভিস এক্সপোর্ট করে তার জন্য প্রযুক্তিবিদদের জরুরি ভিসা আইনের পরিবর্তন করা দরকার Sing is King এসব ভেবেই দেখেন নি। ভারতবর্ষের কৃষক MSME, ডেয়ারি শিল্প উচ্ছনে যেত। মোদীজি তার ব্যক্তি বন্ধু জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের অনুরোধ ও সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন রাষ্ট্র স্বার্থে। এইজন্যেই ডোনাল্ড ট্রাম্প মোদীজিকে Tough negotiator বলেছেন।

কিন্তু এখানে আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগছে। আসিয়ান ভুক্ত দেশগুলো (ফিলিপিনস, থাইল্যান্ড ইত্যাদি) তাদের সঙ্গেও তো মারাত্মক Trade deficet (২১.৮ বিলিয়ন ডলার, ১৮–১৯) রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড দুধ এবং দুগ্ধজাত পণ্য (অনেক কম দামে) নিয়ে আসার প্রস্তাব রেখেছে। অথচ দুধের যে মূল উৎস গোমাতা তিনি আমাদের পূজা পান। ওইসব দেশে যেখানে গোশালা থাকে তার দুই কিমি মধ্যে হাইওয়ে নেই। পেট্রো পলিউসন হতে দেওয়া হয় না। এরোপ্লেন ওড়ে অন্য রুট দিয়ে। হাওয়াই জাহাজের চকিত আওয়াজে গোমাতার কষ্ট হতে পারে। মনে হয় বশিষ্ট ঋষি কামধেনু ওই সব দেশের গোয়ালেই দান করে দিয়েছেন। আমি এবং শ্রীযুক্ত প্রণব গুহ গত কয়েক মাস ধরে medicinal plant ও Dairy Farm বিষয়ে অনুসন্ধানের কারণে কৃষিবিজ্ঞানী এবং গো–বিজ্ঞানীদের কাছে যাতায়াত করেছি। তারা সকলেই বলেছেন গোরুর দুধ হচ্ছে bye product আসল Product গোময় ও গোমূত্র এবং মৃত্যুর পর গোদেহ (গোচর্ম সরিয়ে নেওয়া পর)। গোচনা এবং গোবর সারে (chemical বর্জন করে) প্রকৃত গুণ সম্পন্ন খাদ্য শস্য উৎপাদন করা সম্ভব। ২০১২ সাল পর্যন্ত চাষযোগ্য জমির পরিমান ছিল ৮০ লক্ষ হেক্টর এখন এককোটি ২৭ লক্ষ হেক্টর। সমতল পাহাড়ি সকল জমিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিযোগ্য করলে চষিত জমির পরিমান ৫ কোটি হেক্টর এ পৌঁছাবে। অর্থনীতি ছোঁবে ১০ ট্রিলিয়ন ডলার শুধু কৃষি দুধ মৎস্য ইত্যাদি বিপ্লবের মাধ্যমে। চিকিৎসা অপব্যয়, পরিবেশ দূষণ কমবে। ভারতবর্ষে মধ্য ও উচ্চবিত্ত মানুষের সংখ্যা ৫০ কোটি। এরাই মূল কনজিউমার ও ট্যাক্স পেয়ার। ফিলিপিনস, থাইল্যান্ড এর চাষি যদি ৩০ টাকায় অর্গানিক চাল খাওয়াতে পারে তবে কেন ৬০ টাকায় দুধেশ্বর/চামড় মণি কিনব? এটাও তো অর্থের অপচয়। এজন্যেই রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন আবদ করলে ফলতো সোনা।

সেকুলর উকিল প্রবর বিকাশ ভট্টাচার্য বাস্তবে মোড়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছেন গোমাংস, ডাঁটা চচ্চড়ি বা শুক্তো নয়। আর লেকচার মারছেন ইকোনমিক স্লো ডাউনের ওপরে। আমাদের সংবিধানের Directive Principles এর প্রথম artical হচ্ছে banning of colo slaughta ৮০ দশকের (Gang of Four জমানার পর থেকে চিন Bazar Economics–র পথে এগিয়েছে, Communism ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে। চিনের সংবিধান সব থেকে ছোট। আর্থিক দুর্নীতির শাস্তি ফাঁসী। ভারত এর written constitution বৃহদাকার। লালুকে জেলে পুরতে ২৫ বছর লেগে গেল। চিদাম্বোর কথা তুলতে চাই না। পৃথিবীর সকল দেশ Artificial Intelligence robotics ব্যবহার করে industirial production cost কমিয়েছে। এজন্য Labour Law এর পরিবর্তন করতে হবে Liber alisation এর পথে আরও হাঁটতে হবে। Qualification নয় quality র বিকাশ ঘটাতে হবে। দ্বার রুদ্ধ করে বেশিদিন টিকে থাকা যাবে না। (Brexit এর পর) U. K. Australia, Japan সঙ্গে Trade Pact করাই যায়।

চোদ্দবছর পর শ্রীরাম চন্দ্রে সঙ্গে বিভীষণও অযোধ্যা এসেছিলেন। শ্রীরামের বিজয়াভিষেকের পর ভরত মহারাজ যাকে সব থেকে আগে বিদায় জানান তিনি রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া লাগানো চলবে না। আজ WTO এর মাধ্যমে সব দেশ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে বাঁধা।

বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো। সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো— রবীন্দ্রনাথ। যথা বিশ্ব ভবত্যেক নীড়ম্।

> **শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করে তাঁরই নির্দেশমতো প্রজাপালন করেছিলেন অনুজ ভরত। রামরাজ্য কিন্তু অগ্রজের বনবাস কালেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীমন্দির স্থাপনের পাশাপাশি রাম রাজ্য যার অন্য নাম New India তার প্রতিষ্ঠাও আপামর ভারতবাসীর ধ্যেয় নিষ্ঠা।**

মা ও বৌমাদের বিজ্ঞানের ব্যবহার

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

শিক্ষকরা বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন — বিজ্ঞান নাকি পরিশ্রম লাঘব করে, আর সময় বাঁচায়। এখন ঘরে ঘরে খাবার গরম করার জন্য আছে মাইক্রোওয়েভ ওভেন, রস করার জন্য মিক্সচার গ্রাইন্ডার, পাউরুটি সেঁকার জন্য টোস্টার, খাবার ফলমূল টাটকা রাখার জন্য ফ্রিজ, কাপড় কাঁচার জন্য ওয়াশিং মেশিন, গরম থেকে বাঁচার তাগিদে এসি, রান্নার সুবিধায় গ্যাস ওভেন, পরিশুদ্ধ জল তুলতে অ্যাকোয়া গার্ড, শীতে গরম জলে স্নান করার জন্য গিজার, বিনোদনের জন্য ঘরে টিভি, গান শোনার সুবিধায় হোম থিয়েটার, এবং সর্বোপরি গালগল্প গসিপ করার জন্য আছে মোবাইল ফোন।

সম্রাট আকবর বা শাহজাহানের এসব কিছু ছিলো না। তাদের ছিল শুধু সোনা আর মণি–মাণিক্য। এসব রত্নের মূল্য ধরলে মূল্য আছে, না ধরলে বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা। আসলে ওসব হচ্ছে অকাজের জিনিস এখনকার তূল্য–মূল্য বিচারে। হারেমের নারী বাদ দিলে সম্রাট– নবাবদের এই বিজ্ঞানভিত্তিক যন্ত্রের মাধ্যমে ভোগসুখ করার আর কোনও উপায়ই ছিলোনা। তাই যুদ্ধ–নারী আর বন্য জন্তু শিকার– এই ছিলো তাদের প্রধান আমোদ প্রমোদ।

সুতরাং এখনকার একজন শহুরে সাধারণ নাগরিকও (যাদের ঘরে এসব যান্ত্রিক উপকরণ আছে) কয়েকশো বছর আগেকার নবাবদের তুলনায় তারা বিশাল সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন।

কথিত আছে, সম্রাট হুমায়ুন আজানের সুর শুনে নামাজ পড়ার জন্য রাজপ্রাসাদের লাইব্রেরি থেকে বের হতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যান। ফলে মাথায় আঘাত পেয়ে তার স্ট্রোক হয়। আর তাতেই তিনি মারা যান। হুমায়ুনের সময়ে অ্যাপেলো বা ডিসান নার্সিংহোমের চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকলে এটা ঘটতো কিনা সন্দেহ।

যাক আমার উদ্দেশ্য নবাব–সম্রাটদের সঙ্গে তুলনা করা নয়। মোদ্দা কথা– এখন বিজ্ঞানের দৌলতে এত উপকরণ বেরিয়েছে যা '৭০ দশকেও আমাদের মা–জেঠিমাদের হস্তগত ছিল না। তাঁরা মাটির উনুনে কাঠ কয়লা জ্বালিয়ে রান্না করতেন। ঘরে জ্বলত কুপির আলো। গরমে উঠোনের লাগোয়া গাছের ছায়া আর বাতাসই ছিল শরীর ঠাণ্ডা রাখার একমাত্র সহায়। আর শীতে মোটা কাঁথা বা কম্বল। দু'চারজনের হয়তো লেপ থাকত।

রাস্তায় টিউবওয়েলের কল ছিল হাজার হাজার মানুষের পানীয় জলের উৎস। যেখানে লাইন দিয়ে জল আনতো হতো। আর স্নানের জন্য রাণীকুঠি পুকুর। বর্ষায় টিনের বা টালির চাল চুঁইয়ে ঘরে জল পড়ত। সেই শোচনীয় অবস্থার কথা বর্ণনা করে লাভ নেই। যে সমস্ত বিজ্ঞানের উপকরণ ব্যবহার করার সুযোগ থাকলে আমাদের মা জেঠিমা পিসিমাদের পরিশ্রম লাঘব হতো বা সময় বাঁচতো। তার বিন্দুমাত্র সুবিধা তারা পান নি।

তবু আমাদের মা–জেঠিমা–ঠাকুমাদের দৈনন্দিন কাজের বিস্তর বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও আমরা শীতে পায়েস–পিঠা খেয়েছি। বর্ষায় তালের বড়া, গরম গরম খিচুড়ি, পাঁচ রকমের পদ, লুচি–পরোটা, ডালের বড়া, ঝোলে–ঝালে–

অম্বলে, পুজোতে নাড়ু, মোয়া, মণ্ডা মিঠাই সব খেতে পেতাম। সেই কোন ভোরে উঠে আমাদের মায়েরা সন্তানদের ভালো–মন্দ মুখে জোগাতে কত না হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতেন। মায়েদের একটাই লক্ষ্য– কীভাবে স্বামী–পুত্র কন্যাদের সুখে রাখা যায়। কেমন করে তাদের মানুষ করা যায়। সেটাই তাদের একমাত্র ধ্যান–জ্ঞান।

শুধু আমার মা নন, পাড়া প্রতিবেশিদের সমস্ত মায়েদের কখনো সাজগোজ বা বাহুল্য করতে দেখিনি। তাদের আমলে স্পেনসার বা সাউথ সিটি না থাকলেও কালীঘাটের গণেশ কাটরা কিংবা হাতি বাগানের মার্কেট ছিল। কিন্তু আমাদের মায়েরা কখনও হাত খরচা বা শপিংয়ের নামে স্বামীদের ওপর জুলুম করতেন না। আমাদের মায়েরা সময় পেলেই পাশের বাড়ির দিদির কাছ থেকে ভালোমন্দ রানা বা স্বাস্থ্য ভালো রাখার টিপস নিতেন। সেটাই ছিল আগেকার হোয়াটস্ অ্যাপ। সংসারে না ছিলো বাবা মায়ের ঝগড়া, না ছিল মনোমালিন্য। বাবাদের প্রতি মায়েদের ছিল কত না সম্মান। কত শ্রদ্ধা। স্বামীর অর্থ কম থাকলেও আমাদের মায়েরা কখনও স্বামীদের অবজ্ঞা করতেন না।

আজ বিজ্ঞানের দৌলতে কতো শত উপকরণ। আমাদের ঘরে ঘরে বিজ্ঞানের রাশিকৃত জিনিস। মার্কিন এক সংস্থা তাদের রিসার্চে জানিয়েছে বিশ্বের সমস্ত বড় বড় শহরের মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহিনীরা যে সমস্ত ঘরোয়া উপকরণ কেনেন, তার প্রায় ৪০ শতাংশ জিনিস তারা বছরে দু'দিনও ব্যবহার করেন না। আর ২০ শতাংশ ক্রয় করা জিনিসের তারা মোড়ক খুলেও দেখেন না।

এই শহুরে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ নারীরা এক কথায় বিজ্ঞানের অজস্র উপকরণের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছেন। ফলে তাদের হাতে অঢেল সময়। পাশাপাশি পরিশ্রম না করার ফলে শরীরে মেদ আর চর্বি বৃদ্ধি হয়ে তাঁদের হাঁটতে চলতে ভয়ানক কষ্ট। তাদের সমস্যা সমাধানে পাড়ায় জিম গড়ে উঠেছে। এই সব মহিলাদের মেদ ঝরাতে। তার ওপর তাদের প্রেসার–সুগার। বিজ্ঞান তাদের পরিশ্রম লাঘব করে দিয়েছে আর হাতে দিয়েছে পর্যাপ্ত সময়। এই উদ্বৃত্ত সময় দিয়ে কি করবেন। তাই তারা ছেলেমেয়েদের স্কুলের কাছাকাছি কোনও ক্লাব ভাড়া নিয়ে সেখানে শ্বশুর শাশুড়ির নিন্দা–মন্দে মত্ত থাকেন। হাতে এত সময় যে খোশ গল্পে গসিপে সময় কাটিয়েও শেষ করতে পারেন না।

স্বামীর কাছ থেকে দেদার টাকা পয়সা শপিংয়ের নামে প্রতি মাসেই আদায় করেন। এত কিছুর পরেও আমাদের ঘরে তালের বড়া হয় না, পায়েস পিঠা হয় না, পুজোতে নাড়ু–মণ্ডা মিঠাই হয় না। এখনকার সন্তানরা মায়েদের হাতের রান্না যত না খায়, তার চাইতে দোকানের কেনা খাবার খায় বেশি। স্কুলে তারা টিফিন খায় ম্যাগি আর আঙ্কল চিপস্ অথবা মনজিনিসের কেক। এমন কি বিজ্ঞানের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, এখনকার শিক্ষিত মায়েরা এতটাই দৈন্য যে রাতে ছেলেমেয়েদের একটা গল্প বা ছড়াও শোনাতে পারেন না। তাহলে কি বিজ্ঞানকে ব্যবহার করার উপযুক্ত মানুষ হিসাবে আমরা এখনও শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারিনি? যে সমস্ত মায়েরা বোনেরা বিজ্ঞানকে ব্যবহারের কায়দা রপ্ত করতে পেরেছেন তাদের প্রতি রইল আমার বিনম্র নমস্কার।

চিকিৎসার জন্য ওষুধের দোকানে হাজির হনুমান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ নভেম্বর সকালে হঠাৎ মল্লারপুর পঞ্চায়েত অফিসের পাশের ওষুধের দোকানে চিকিৎসার জন্য হাজির এক জখম হনুমান। প্রথমে উপস্থিত জনতা হকচকিয়ে গিয়েছিল। স্থানীয়সূত্রে জানা যায়, মল্লারপুর স্টেশনে দুটি হনুমানের মারামারিতে জখম হয় একটি হনুমান। জখম হনুমান টোটোয় চেপে চিকিৎসার জন্য হাজির মল্লারপুর পঞ্চায়েত অফিসের পাশের ওষুধের দোকানে। দোকানে এসে কাউন্টারের উপর বসে দোকানের মালিককে হাত দিয়ে রক্তাক্ত জায়গাগুলি দেখায়। দোকান মালিক ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ, মলম লাগানোর পর ব্যথার ওষুধ, জল, চারটি কলা খাওয়ান। তারপর হনুমানটি আবার টোটোয় চেপে এলাকা ছাড়ে।

আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক চিকিৎসা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালা বারিক পাড়া বন্ধু দল আয়োজিত গত ১৮ নভেম্বর ২০১৯ আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক চিকিৎসা দিবস উপলক্ষ্যে বিনা ব্যয়ে ও বিনা ওষুধে কিভাবে সুস্থা থাকা যায় সেই সম্বন্ধে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত করা হয়। মঞ্চে উপবিষ্ট ক্লাব সভাপতি মনোরঞ্জন মাইতি ,মৌপ্রিয়া প্রামাণিকের উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয় সভাপতি ভাষণের পর চিকিৎসা বিষয়ক আলোচনা শুরু হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডাঃ জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ প্রামাণিক, ডাঃ নমিতা চক্রবর্তী, চিকিৎসকগণ সুন্দরভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে কিভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে বিনা ব্যয়ে বিনা ওষুধে আহার বিহার, স্নান, জলপান ডুস, উপবাস, জল মাটি বায়ু তেজ (পঞ্চতত্ব) রূপ বা বর্ণ রঙ রস (উদ্ভিদ নির্যাস) শব্দ বা সংগীত গন্ধ (অ্যারোমা) স্পর্শ (রেইকি অ্যাকুপ্রেসার সংমোহন) এই সকল প্রাকৃতিক বস্তু দ্বারা কিভাবে চিকিৎসা করা হয় সেই সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করেন চিকিৎসকগণ তার উত্তর দেন। আলোচনা মনোজ্ঞ ও বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক মতে বিশ্লেষণ করেন চিকিৎসকগণ সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অলোক চক্রবর্তী। অনুষ্ঠান সহযোগিতায় ছিলেন সর্বশ্রী উত্তম দাস, বাবলু দাস, মধুরিমা প্রামাণিক, সুস্মিতা দাস, শিবানী পাল, দেবাশিস মাইতি, অঙ্কিতা দাস, তমাল দাস, অপর্ণা প্রামাণিক।

চিকিৎসাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ অ্যাসিসডেটে রিপ্রোডাকশন পশ্চিমবঙ্গ শাখার ১৬তম বাৎসরিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল কলকাতায় গত ১৬ এবং ১৭ নভেম্বর। এদিন গায়নোকলজিস্ট সহ বিভিন্ন ১২ জন এই সংক্রান্ত চিকিৎসককে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এই সংস্থা বর্তমানের এক বৃহৎ সংস্থায় পরিণত হয়েছে। সন্তানহীনতা বর্তমানে এক ব্যধিতে পরিণত হচ্ছে বলে জানান চিকিৎসকেরা সে বিষয়ে তারা আলোচনা করেন এ দিন। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ মাধব দাস, ডাঃ রত্না চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ দীপাঞ্জন দত্ত সহ আরও অনেক চিকিৎসকেরা।

তলিয়ে মৃত যুবক

অভীক মিত্র : রবিবার দুপুরে তিলপাড়া ব্যারেজের চন্ডীপুর আদিবাসীপাড়ায় ডিঙি করে মাছ ধরতে গিয়ে ডিঙি উল্টে তলিয়ে মৃত্যু হলো বিজ্জু মাহারা নামে এক যুবকের। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া । ১০ই নভেম্বর সন্ধ্যায় সাঁইথিয়ার নেতাজিপল্লীতে রং করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেলো অনিল মাঝি নামে এক রংমিস্ত্রি। ৪নভেম্বর গোরুর জন্য ঘাস আনতে গিয়ে তকিপুর এবং লোহাপুর স্টেশনের মাঝে ডাউন কবিগুরু এক্সপ্রেসের ধাক্কায় মারা গেলো কল্পনা মাল । বাড়ি লোহাপুর গ্রামের মালপাড়ায় ।

পড়ুয়াদের সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সরকারি বাসের স্টপেজের দাবিতে এবং ধুলো দূষণের প্রতিবাদে ১৪ই নভেম্বর দুপুরে সিউড়ি এলসি মোড়ে ৬০নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করলো সিউড়ি বিআইটি,এলসি এবং আইটিআই কলেজের পড়ুয়ারা একসঙ্গে । জাতীয় সড়কের ধুলো শরীরে ঢুকে বাড়ছে শ্বাসকষ্ট । প্রশানের পক্ষ থেকে আশ্বাস পাওয়ার পর অবরোধ তুলে নেয় পড়ুয়ারা ।

বাটার সম্প্রীতি উড়ালপুলে দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ৫

উড়ালপুলের ফেন্সিং এবং ট্রাফিক নজরদারি নিয়ে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৯ নভেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাটা মোড়ের সম্প্রীতি উড়াল পুল থেকে একটি ছোট হাতি নামার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রেক ফেল করে একজন সাইকেল আরোহী, একজন রিক্সা চালক ও একজন পথচারিকে ধাক্কা মেরে পাঁচিল ভেঙে ঢুকে যায়। ওই গাড়িতে শবদেহ ছিল, সেটি পোস্টমর্টেম করে পূঁজালী আনা হচ্ছিল। ঘটনাস্থলেই গাড়ির খালাসি সহ তিনজন মারা যান। শবদেহটি বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর (৬২), দুর্ঘটনায় মৃত ভাইপো রাজদীপ চক্রবর্তী (২৬) এবং আত্মীয় সমীরণ চক্রবর্তী (৪২), রিক্সা চালক মহিত মল্লিক (৬২), প্রথম তিনজনের বাড়ি বজবজের ওরিয়েন্ট মোড়, সমিরণ চক্রবর্তীর বাড়ি নোদাখালি থানার বাওয়ালিতে।

পরবর্তী সময়ে গাড়ির খালাসি সেখ জামাল ও সাইকেল আরোহী সেখ নূর নবীও হাসপাতালে মারা যায়। এখনও পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা পাঁচ। ছোট হাতির ড্রাইভার সরাবুদ্দিন মুন্সীকে হাতপাতাল থেকে ছুটি দিতেই মহেশতলা থানা তাকে গ্রেফতার করেছে। অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করে তার বিরুদ্ধে আইনি তৎপরতা শুরু হয়েছে।

এই দুর্ঘটনার পর বজবজ–মহেশতলা ও নোদাখালি থানা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। ঘটনার পরদিন ডিআইজি ট্রাফিক তন্ময় রায়চৌধুরী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ সম্প্রীতি উড়ালপুলের ফেন্সিং যথেষ্ট উঁচু না হওয়ায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে। তাছাড়া এই উড়ালপুলে ট্রাফিকের নজরদারিরও ঘাটতি আছে।

দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তিদের পরিবারকে রাজ্য সরকার ২ লক্ষ টাকা এবং ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী আরও দুলক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেন।

কার্তিক পুজোয় বলি প্রৌঢ়

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাড়িতে কার্তিক ঠাকুর দেওয়ায় প্রতিবাদ করায় প্রতিবেশীদের আক্রমণের রোষানলে পড়ে প্রাণ গেল বছর পঞ্চাশ বয়সের এক প্রৌঢ়র।অভিযোগ পিটিয়ে মুখে বিষ ঢেলে দিয়ে খুন করা হয়েছে। মৃতের নাম ফণি সাঁফুই।

এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার চড়াবিদ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯ নম্বর কুমড়োখালি এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ৯ নম্বর কুমড়োখালি গ্রামের বাসিন্দা ফণি সাঁফুইয়ের ছেলে সঞ্জিত সাঁফুইয়ের বিয়ে হয় গত প্রায় দুমাস আগে।

এদিকে কার্তিক মাসের শেষ লগ্নে কার্তিক পুজোর রেওয়াজ গ্রামে গ্রামে প্রচলন হয়েছে। উল্লেখ্য, যে দম্পতির কোনও সন্তান নেই বা সন্তান হয়নি,তাদের বাড়িতে রাতের অন্ধকারে কার্তিক ঠাকুর দিয়ে আসলে বাড়ির মালিক পুজো করতে বাধ্য। পাশাপাশি যারা রাতের অন্ধকারে ঠাকুর দিয়ে আসে তাদের নাম,ঠিকানা কাগজে লিখে কার্তিক ঠাকুরের সাথে দিয়ে আসেন। পুজো করার সময় যারা ঠাকুর দিয়ে দিল তারা আমন্ত্রিত হয় পুজো কর্তার বাড়িতে।এমন ভাবে কার্তিক পুজোর রেওয়াজ প্রতিটি গ্রামে গ্রামে হওয়ায় কার্তিক পুজোর আগের দিন শনিবার রাতে বাসন্তী ব্লকের ৯ নম্বর কুমড়োখালি গ্রামের বেশ কয়েকজন প্রতিবেশী রাতের অন্ধকারে দুটি কার্তিক ঠাকুর দিয়ে আসেন ৯ নম্বর কুমড়োখালীর ফণি সাঁফুয়ের বাড়িতে।

কেন বাড়িতে কার্তিক ঠাকুর দিয়েছে এর প্রতিবাদে সরব হন ফণিবাবু।এরপর শনিবার রাত নটা নাগাদ কার্তিক পুজো করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিলেন যে সমস্ত প্রতিবেশীরা ঠাকুর দিয়েছিলেন।অভিযোগ সেই সব প্রতিবেশীদের বাড়িতে ফণিবাবু গেলেই জয়দেব সরদার,শান্তি সরদার,উজ্জল সরদার,রাজু সরদার,পূর্ণ সরদার সহ প্রতিবেশী জনাকয়েক যুবক ক্ষিপ্ত হয়ে ফণি বাবুর উপর চড়াও হয়ে,তাকে গাছে বেঁধে বেধড়ক মারধোর করে। মারধোর করার পর তার মুখে বিষ ঢেলে দিয়ে রাতের অন্ধকারে ফণিবাবু কে তার বাড়ির সামনে ফেলে দিয়ে আসে। ঘটনার কথা জানতে পেরে ফণিবাবুর পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা আইসিসিইউ তে স্থানান্তরিত করেন। মঙ্গবার সকালেই সেখানে মৃত্যু হয় ফণি সাঁফুইয়ের। ফণি বাবুর মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছালে এলাকায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং শোকের ছায়া নেমে আসে। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। অন্যদিকে ঘটনার বিষয় জানিয়ে ফণি বাবুর ছেলে সঞ্জিত সাঁফুই বাসন্তী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে বাসন্তী থানার পুলিশ

হাওড়ায় ডেঙ্গু উদ্বেগজনক, মোকাবিলায় বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া সদর : গত এক পক্ষকাল আগে হাওড়া পুর এলাকায় ডেঙ্গু পরিস্থিতি এতোটাই উদ্বেগজনক আকার ধারণ করেছিল যে চিন্তিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করার। তাঁর নির্দেশেই কলকাতার মহানাগরিক গত ১৩ নভেম্বর কলকাতার পুর মহাধ্যক্ষ জনাব খলিল আহমেদকে সঙ্গে করে হাওড়া পুরসংস্থার কনফারেন্স রুমে এক বিশেষ বৈঠকে এসে ডেঙ্গু মোকাবিলায় কলকাতা পুর সংস্থার সাময়িক সাহায্যের আশ্বাস দেন। মন্ত্রী জানান, ‘কঞ্জারভেন্সি আর হেলথ’ ‘ডেঙ্গু আর জঞ্জাল নিকাশি’ এই দুই পুর দফতরের মেয়র পারিষদ ও পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে আজকে একটি সভা করলাম যাতে প্রতিটি জায়গায় যেন একটি ‘বিট সিস্টেমে’ কাজটা হয়। এবং এই দুই দফতরের স্পেশাল সুপারভাইজারকে একটা কাজও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। এবং হাওড়ায় যে ফ্লোটিং জঞ্জালটা আসছে। সেগুলিকে কন্ট্রাকটরদের দিয়ে নিয়মিত যাতে তোলা যায় তার ব্যবস্থা এবং ‘ওয়াটার বডি’র চারদিকে যে নোংরাগুলি আছে সেগুলিকে তোলার জন্য একটা ‘স্পেশাল ড্রাইভ’ দেওয়ার ব্যবস্থা এবার হাওড়াতেও হবে।

কলকাতার মহানাগরিক আরও বলেন, আজকের এই সভায় কলকাতার মহাধ্যক্ষও উপস্থিত আছেন, যাতে কলকাতা পুরসংস্থার সহায়তায় হাওড়া পুরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণে সহায়তা পাওয়া যায়। কেএমসি তাদের এতোদিনের অভিজ্ঞতা ও আধুনিক বিভিন্ন মেশিনারি দিয়ে এইচএমসি এলাকায় জঞ্জাল অপসারণের কাজটা করা যায় এই লক্ষ্যকে সামনে রাখা হয়েছে।

নগরোন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, কলকাতা ও হাওড়া যেহেতু একটা ‘দু–ইন সিটি’। সেহেতু যাতে পরিষ্কার ও সুন্দর হাওড়া রাজ্যবাসী দেখতে পায়। সেই লক্ষ্যেই রাজ্য নগরোন্নয়ন দফতর কাজ করছে। হাওড়ার জেলাশাসক মুক্ত আর্য ও হাওড়ার পুলিশ প্রশাসন এবং হাওড়া পুরসংস্থা সবাইকে নিয়ে এটা স্পেশাল টিমও গড়া হবে। যাতে পুলিশও বলবে কোথাও জঞ্জাল ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। তাতে কাজের একটা সুবিধা হয়। একটা ‘হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ’ ও হাওড়ায় (সদর) করা হবে। যাতে দ্রুততার সঙ্গে খবরটি আসে। স্পেশাল সুপারভাইজার হাওড়া পুর এলাকার সমস্তটায় নিয়মিত ঘুরবে। এবং একটা স্পেশাল টিমও তৈরি হবে। তারা যেখানে যেখানে ডেঙ্গু হচ্ছে বা জঞ্জাল জমা আছে, সেখানে দ্রুততার সঙ্গে গিয়ে তা পরিষ্কার করবে। তাদের সঙ্গে লরি, কঞ্জারভেন্সি ওয়ার্কার, ব্লিচিং পাউডার, ‘লার্ভিসাইড অয়েল’ সব কিছু থাকবে। আর কিছু ইকুইপমেন্ট কলকাতা পুরসংস্থা দেবে। ‘জেটিং কাম সাকশন মেশিন’, ‘ম্যানহোল ডিসিল্টিং মেশিন’, ‘ওপেন নালা ডিসিল্টিং মেশিন’ এবং ‘সেট পাওয়ার বাকেট মেশিন’ দেবে। যাতে ওপেন নিকাশি ও পয়ঃপ্রণালীগুলি দ্রুততার সঙ্গে পরিষ্কার করা যায়।

হাওড়া পুর এলাকার ডেঙ্গু পরিস্থিতি এতোটাই উদ্বেগজনক যে নগরোন্নয়ন মন্ত্রীকে হাওড়ায় এসে ডেঙ্গু ও আবর্জনা–নিকাশি নালা সংক্রান্ত সমস্যার মোকাবিলায় স্পেশাল মিটিং করতে হচ্ছে। ‘যদিও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তা অস্বীকার করে বলেন, হাওড়ায় ডেঙ্গু পরিস্থিতি কয়েকদিন যাবৎ অনেকটাই কমেছে। আগামী কয়েকদিনে আরও কমবে। পাশাপাশি যে ৪১৯ জন অস্থায়ী কর্মীকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁদের ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের কাজে স্পেশাল সুপারভাইজার হিসাবে আবার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত এদিন নেওয়া হল। যেহেতু হেলথ আর কঞ্জারভেন্সি রিলেটেড সেজন্য এই দুটোর সুপারভিশন এরা করবে এই নতুন ‘স্পেশাল টিম’। এরা সপ্তাহের প্রতিটি দিনই কাজ করবে। এবং দৈনিক কাজের রিপোর্ট মুখ্য পুর স্বাস্থ্য আধিকারিককে সরাসরি দেবে। হেলথ ব্যাপারে আর কঞ্জারভেন্সির চিফকে তারা সরাসরি রিপোর্ট করবে। সমস্ত বিষয়েই হাওড়া পুরসংস্থাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে কলকাতা পুরসংস্থা।

রাসমেলায় আগুন আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: রবিবার দুপুরে ঐতিহ্যবাহী রাস মেলায় আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় মেলা চত্বরে। পুলিশ ও দমকল সূত্রে জানা গেছে একটি দোকানে জল গরম করার সময় হঠাৎ করেই রান্নার গ্যাসে আগুন লেগে যায়। দোকানের ব্যবসায়ী ভয় আগুন লাগা সিলিন্ডারটি রাস্তার মধ্যে ফেলে দেয়। এই দৃশ্য দেখেই আশেপাশের দোকানদার ও মেলায় ঘুরতে আসা মানুষদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। মেলা প্রাঙ্গণে থাকা দমকলের ইঞ্জিন এসে আগুন নেভায় ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।মেলার মধ্যে এইভাবে আগুন লাগার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে প্রশ্নের মুখে তুলে দেয় কোচবিহার পুরসভা ও জেলা প্রশাসনকে। কারণ মেলায় যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই কারণে শুরু থেকেই কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছিলো কোচবিহার পুরসভা ও জেলা প্রশাসন। তাহলে মেলার মধ্যে কিভাবে দোকানিরা আগুনের কাজ করছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রথম দিন থেকেই জেলা প্রশাসন ও পুরসভা দোকানদারদের নিয়ে সচেতনতা মূলক আলোচনা করেছিল। যাতে মেলার ভেতর কোনও দোকানদার রান্নার কাজ না করে। তাহলে এত নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও কিভাবে দোকানদারেরা দোকানের ভিতর দিয়ে রান্না করছে। তাহলে কি আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার মধ্যেও কোথাও রয়েছে খামতি এই নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। যদিও ওই দোকানের সিলিন্ডারটি বাজেয়াপ্ত করেছে দমকল কর্মীরা। এবিষয়ে কোচবিহার দমকল কেন্দ্রের কর্তব্যরত আধিকারিক বিন্য বর্মণ বলেন, বারবার বলা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীরা গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করছেন। যদি আজকের আগুন বড়সড় ভাবে লাগত তাহলে ব্যাপক ভাবে ক্ষয়ক্ষতি হতে পারত বলেও জানান তিনি। এই মুহূর্তে আমরা গ্যাস সিলিন্ডারটি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যাচ্ছি। যদি মেলা প্রাঙ্গণে কোথাও এধরনের সিলিন্ডার পাওয়া যায় তাহলে তাও বাজেয়াপ্ত করা হবে বলেও জানান তিনি।

অধিকার ফিরে পেতে হয়রান ইদ্রিশ আলি

প্রথম পাতার পর

সেখানেও বিচার পায়নি ইদ্রিশ আলি। অবশেষে গত ২৭/৮/২০১৯ সমস্ত ঘটনা জানিয়ে ফুড কমিশনার খাদ্য দফতর পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ডিডিপিএস খাদ্য দফতর, ডেপুটি ডিরেক্টর (লাইসেন্স) এই তিন জায়গায় দরখাস্ত জমা দিয়ে অপেক্ষায় আছে।

এই বিষয়ে ক্যানিং এর SCFS এর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে বলেন যে কোর্টের অর্ডার আসার পরই আমি M/s ইউনিস নাম কেটে ইউনিস আলি ইদ্রিশ আলির নাম করে দিয়েছি। অথচ ৩১/১/২০১৮ এর ক্যানিং ব্লকের অ্যালটমেন্ট লিস্টে ২৪ নং দেখা যাচ্ছে M/s ইউনিস আলি মোল্লার নামে মাল অ্যালটমেন্ট হয়েছে। এরপর প্রশ্ন করা হয় যে ওই দোকানের লাইসেন্স প্রায় ৫ বছর রিনিউ হয়নি অথচ দোকান চলে কি করে? উনি বলেন যে লাইসেন্স বাতিল তো হয়নি। স্থগিত হয়েছিল বিভিন্ন কারণে। ক্যানিং ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি বিমল সাঁপুই বলেন, আমরা পাঁচ বার মীমাংসার জন্য বসেছি ইদ্রিশ আলির সঙ্গে। কিন্তু সমস্যার সমাধান করতে পারিনি। ইউনিস লাভের টাকা ইদ্রিশ আলিকে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পাঠায় তাও ইদ্রিশ গ্রহণ করেনি। ওকে দোকানে বসবার জন্য সংগঠনের তরফ থেকে আমরা অনুরোধ করেছি। কিন্তু ও তা মানে নি। ও কি চায় তা নিজেই জানে না। এ বিষয়ে খাদ্যমন্ত্রীর আপ্ত সহায়ক তাপস বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করলে বলেন যে, বছর দুয়েক আগে কেসটা এসেছিল এখন স্পষ্ট মনে নেই। তবে বিষয়টা জটিল। লাইসেন্স রিনিউ হয়নি অথচ দোকান চলছে কি করে এই প্রশ্নে বলেন যে বিষয়টা আমি বলতে পারব না। ওটা SCFS বলতে পারবেন।

তিস্তার ওয়ার্ডে ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত

প্রথম পাতার পর

আমি মনে করি যে, কে কোন রাজনীতি করে সেইটা বড়ো বিষয় নয়, মানুষের জীবনমরণ সমস্যায় কেন আমি একজন পুর প্রতিনিধি হয়ে পুরসংস্থার পূর্ণ সহযোগিতা পাবো না? যদি রাজনৈতিক দলের কারণই হয়ে থাকে, তবে অন্য বিষয়। আমাকে ১০০ দিনের কর্মীদের দিয়ে জঞ্জাল অপসারণের দায়িত্ব কলকাতায় জুন থেকে ডেঙ্গুর যে সেশনটা শুরু হয়, অন্তত সেই সময় থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ওই মজদুরদের দায়িত্ব দেওয়া হোক, সম্পূর্ণরূপে। যাতে আমি ডেঙ্গু নিবারণ– নিকাশি সমস্যা– জঞ্জাল অপসারণের কাজটা নিজের মতো করে সম্পূর্ণ মাত্রায় করতে পারি। ‘ডোর–টু–ডোর’ গিয়ে মানুষ যে সমস্যার মুখোমুখি হয়ে তাকে, সে বিষয়ে তাদেরকে আশ্বাস দিতে পারি যে আপনাদের জঞ্জালের যে সমস্যাটা হচ্ছে তার থেকে মুক্তি দেব। জঞ্জাল বিভাগের সমস্যার সম্মুখীন ওয়ার্ডবাসী নিত্যদিন পড়ছে। কঞ্জারভেন্সি কর্মীদের কাজ আমি বাড়িয়ে দিয়েছি। ফলে সত্যিকারের তারা পুরো কাজ করে উঠতে পারছে না। ওই দফতরের মেয়র পারিষদের কাছ থেকে কোনও সদুত্তর আমি পাইনি। আমার ওয়ার্ডে যদি ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব উদ্বেগজনক জায়গায় পৌঁছায়। তবে দায়ভার কার কাছে জানাবো। পুরবাসী আমার ওপরই সে দায়ভার চাপাবে। মহানাগরিকের সদিচ্ছা রয়েছে। তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে কোথাও ঠিক পাশাপাশি কলকাতা পুরসংস্থার সৎ প্রচেষ্টার অভাবে আজকে আমাকে নানান সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আমি মহানাগরিকের কাছে করজোরে আর্জি রাখছি। অন্তত ডেঙ্গুর সেশনে যে বিভীষিকা দেখা দেয়, অন্তত সেসময় কালে পুরসংস্থার প্রত্যেক দফতর পুরপ্রতিনিধিদের পাশে থাকা উচিত। এখন যেহেতু মহানাগরিক স্বাস্থ্য ও জঞ্জাল অপসারণ দফতরকে যৌথ উদ্যোগে কাজের কথা বলছেন। আমি পুরসংস্থার কাছে চাইবো আমাকে এ বিষয়ে পূর্ণ সহযোগিতা করা হোক বলে জানান মেয়র, ডেপুটি মেয়র প্রায় সকল মেয়র পারিষদদের উপস্থিতিতে।

ছিটমহলের বাসিন্দারা

প্রথম পাতার পর

এই পরিস্থিতিতে চরম অস্বস্তির মুখোমুখি কোচবিহার জেলা প্রশাসন। সোমবার কোচবিহার রাসমেলা সাংস্কৃতিক মঞ্চ থেকে সাবেক ছিটমহলবাসীদের জন্য তৈরি ফ্ল্যাটের চাবি উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। মোট ১০৪টি পরিবারকে ফ্ল্যাটের চাবি তুলে দেওয়া হবে। এই মঞ্চ থেকে এদিন ২০জনের হাতে এই চাবি তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। পরের দিন জেলার মেখলিগঞ্জের বিধায়ক অর্ঘ্য রায়প্রধান এবং দিনহাটার বিধায়ক উদয়ন গুহকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন বাকিদের হাতে এই চাবি তুলে দেওয়ার জন্য । মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো এই দুই বিধায়ক সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা পৌঁছে যান হলদিবাড়িতে। কিন্তু এখানে গিয়ে সাবেক ছিটমহলবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাদের।

এদিন সাবেক ছিটমহলবাসীদের এই দাবি মিছিল প্রসঙ্গে হলদিবাড়ির বিডিও সঞ্জয় পন্ডিত বলেন,কেন্দ্র সরকারের পুনর্বাসনের প্যাকেজ বলে কোনও কিছু তার জানা নেই। নির্দেশ অনুযায়ী সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা তাঁদের প্রদান করা হচ্ছে।সেই বিষয়ে প্রতি তিন মাস অন্তর কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তরফে খোঁজও নেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি।

ফুঁসছে এলাকার বাসিন্দারা

প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকার বাসিন্দারা। উল্লেখ্য, এই বাসন্তী ব্লকের অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া এলাকা চোরা ডাকাতিয়া। দরিদ্র অসহায় সংখ্যালঘু মেয়েরা যাতে করে ছাত্রী নিবাসে থেকে পড়াশোনা করতে পারে তার জন্য এই ছাত্রী নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তৎকালীন বাম সরকার। নিজের দান করা জমির উপর অবিলম্বে অর্ধসমাপ্ত ছাত্রী নিবাসের কাজ সমাপ্ত করার জন্য কাজ শুরু না হলে আগামী দিনে জমি ফেরত চেয়ে রাজ্য সরকার কে চিঠি পাঠাবেন। সংখ্যালঘু ছাত্রী নিবাস নির্মাণ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা শিক্ষক আনোয়ার হোসেন কাসেমী বলেন পিছিয়েপড়া বাসন্তী ব্লকে সহ অন্যান্য ব্লকের সংখ্যালঘু ছাত্রীদের কথা ভেবে রাজ্য সরকার চোরা ডাকাতিয়া এলাকায় অর্ধসমাপ্ত হয়ে পড়ে থাকা ছাত্রী নিবাসটি নির্মাণ করলে এলাকার সংখ্যালঘু দুঃস্থ ছাত্রীরা ছাত্রীনিবাস থেকে সুন্দরবনের কুলতলির সুকান্ত কলেজ এবং পাঠানখালি হাজী দেশারত কলেজে পড়াশোনা করতে সুবিধা হবে। পাশাপাশি অন্যান্য ব্লকের দুঃস্থ ছাত্রীরাও এই সমস্ত কলেজের কাছে ছাত্রী নিবাসে থেকে পড়াশোনা করতে পারবে।

নিরপেক্ষতা নিয়ে চাপানউতোর

প্রথম পাতার পর

শুধু মুখে রাজনৈতিক রঙ না দেখার কথা বললে হবে না। মুখ্যমন্ত্রীকেই স্বয়ং এই উদ্যোগ নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত বিরোধীদের নিয়ে দুর্গত এলাকায় যান। কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে তিনি বিরোধীদের সঙ্গে নিয়েই তো দিল্লি যেতে পারেন।’ এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে বিরোধীদের ডাকা হয়েছিল কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘সম্ভবত না।’ তিনি আরও বলেন, ‘উত্তর চব্বিশ পরগনায় আমি যতদিন এমএলএ ছিলাম, সেই সময়কালে আমার অভিজ্ঞতা আছে, আমি কোনও বৈঠকেই ডাক পাইনি। এমনকি আমার কেন্দ্রের মধ্যে যে সরকারি হাসপাতাল পড়ে, সেখানেও আমাকে রাখা হয়নি। সুতরাং বিরোধীদের যারা সামান্যতম ছাড় দিতে রাজি নয়, তারা কেমন নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে।’

এ প্রসঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তৃণমূল পর্যবেক্ষক তথা বিধানসভার মুখ্য সচেতক ও পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ বলেন, যখন মানুষ দুর্যোগের মধ্যে পড়ে, তখন কোনও রাজনীতি থাকে না।আমাদের সরকার তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোনও রাজনৈতিক রঙ দেখছেন না। তিনি দলমত নির্বিশেষে সবার কাছে ত্রাণ, সবার কাছে সাহায্য, যারা মারা গিয়েছেন তাদের পরিবারের কাছে টাকা, যাদের বাড়ি–ঘর ভেঙেছে তাদেরও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শই হল, মানুষকে নিয়ে চলা। উল্টোদিকে বুলবুল নিয়ে রাজনীতি করছেন ওদের (পড়ুন বিজেপির) বাবুল সুপ্রিয়। এখানেই অন্যান্য দলের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্থক্য। আর এই পার্থক্য থেকেই বোঝা যায়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কতটা মানবিক।’

জেলা শাসকের করন, দক্ষিন ২৪ পরগনা
নাজিরখানা দপ্তর, আলিপুর

স্মারক নং ৬১২/এন.জেড/জিএসমেলা–২০২০ তাং. ৮/১১/২০১৯

১) আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলা, ২০২০ উপলক্ষে আগামী ৮ই–১৭ই জানুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গন ও সংলগ্ন স্থান, কচুবেরিয়া, চেমাগুরী, বেনুবন, কাকদ্বীপ ও নামখানায়, বিভিন্ন দোকান, হোটেল ও অন্যান্য ব্যবসা করতে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীবৃন্দের অথবা যাত্রীনিবাস, যাত্রী শিবির করতে ইচ্ছুক বেসরকারী ভ্রমণ সংস্থার অথবা বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছুক বেসরকারী বিজ্ঞাপনদাতাদের অথবা যাত্রী ছাউনি বা চিকিৎসা ছাউনি দিতে ইচ্ছুক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছ থেকে অস্থায়ীভাবে জমির বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য বা বিজ্ঞাপন দেওয়ার স্থানের জন্য নির্দিষ্ট বয়ানে আবেদনপত্র/দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

২) ১০ই ডিসেম্বর, ২০১৯ থেকে ২৪শে ডিসেম্বর, ২০১৯এর মধ্যে নির্ধারিত ফর্ম আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র প্রাপ্তি ও জমা দেবার স্থান নিম্নরূপ :–

(ক) দোকান/হোটেল ও অন্যান্য ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে সাগর/কাকদ্বীপ/নামখানা বি.এল এন্ড এল.আর.ও দপ্তরে।

(খ) অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে জেলা নাজিরখানা দপ্তর, জেলাশাসক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা আলিপুর।

৩) জমি বন্দোবস্তের নির্ধারিত মূল্য এবং অন্যান্য শর্তাদির বিবরণ ফর্মের সঙ্গে পাওয়া যাবে।

৪) বিশদ বিবরণের জন্য জেলাশাসকের দপ্তরের আলিপুর কার্যালয়ে নাজিরখানা দপ্তরে যোগাযাগ করতে পারবেন।

দূরভাষ : ২৪৭৯ ৩৫৩১,
ফ্যাক্স : ২৪৭৯ ১৪৬৯

শ্যামল কুমার মণ্ডল
অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ)
দক্ষিণ ২৪ পরগনা
এবং
মেলা আধিকারিক
গঙ্গাসাগর মেলা– ২০২০

৫৩১৩/২১/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/১১.১১.১৯

মহানগরে

ভারতের বেকারি পণ্যে ১৮% জিএসটি, বাংলাদেশে মুক্ত ট্যাক্স

বরুণ মন্ডল : কী কেন্দ্র বা কী রাজ্য, শাসন বিভাগের এই দুই প্রকৃত শাসক এবং তার সহকারী সর্বোচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিরা তাদের ঝোড়ো বক্তৃতায় যে গরিব দরদী সরকার গড়ার কথা বলে থাকেন, তা যে কেবল কথার কথা, তার আরেকটি জলন্ত দৃষ্টান্ত হল বেকারি পণ্যে ১৮ শতাংশ জিএসটি (গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স) লাগু থাকা। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত গরিবদের খাবার প্রস্তুতকারক সংস্থা বেকারি শিল্পের প্রতিটি পণ্যের ওপর ২০১৭–র জুলাই থেকে ১৮ শতাংশ জিএসটি কার্যকর হওয়ার পর থেকে একাধিকবার বাজারের অন্যান্য পণ্যে জিএসটি–র পরিমাণ পূর্ণমূল্যায়ণ হয়ে কমানো হলেও বেকারি শিল্পের প্রতিটি পণ্যে আজও ১৮ শতাংশ জিএসটি কার্যকর থাকা। যার ৯ শতাংশ পায় কেন্দ্রের বর্তমান বিজেপি পরিচালিত এনডিএ সরকার আর বাকি ৯ শতাংশ পায় রাজ্যের জনদরদী তৃণমূল সরকার।

পূর্ব ভারতের অগ্রণী বেকারি, হসপিট্যালিটি অ্যান্ড ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রির এ বছরের এগজিবিশন–সেমিনার–কনফারেন্স হয়ে গেল গত ১৫–১৭ তিনদিনব্যাপী সায়েন্স সিটি এগজিবিশন কমপ্লেক্সে। এই শিল্প প্রদর্শনীর অন্যান্য দৃষ্টান্তমূলক বিষয়ের মতো একটি ছিল পশ্চিমবঙ্গ বেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের '১৮তম বার্ষিক বেকার্স মিট–২০১৯' এবং 'ভারত–বাংলাদেশ চতুর্থ বেকারি শিল্প রিলেশনশিপ' হয়ে গেল গত ১৭ নভেম্বর কলকাতার সায়েন্স সিটি কমপ্লেক্সে। পশ্চিমবঙ্গের ২০০–র অধিক বেকারি মালিক ও শিল্প সহযোগীর উপস্থিতিতে আলোচ্য সূচির মূল বিষয় ছিল 'রাজ্যের বেকারি শিল্পের উদ্ভূত ভয়াবহ সমস্যা ও তার থেকে উত্তরণের পথ নিরূপণ করা'। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ ব্রেড, বিস্কুট ও কনফেকশনারি প্রস্তুতকারক

সমিতি'র (১৯৯৬) ২০ সদস্যের প্রতিনিধিবৃন্দের নেতৃত্বে ছিলেন প্রস্তুতকারক সমিতির সভাপতি বাংলাদেশ বেকারি জাতির জনক জনাব মহম্মদ জালাল উদ্দিন। এদিনের কনফারেন্সে বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা। মোল্লা সাহেব তাঁর সাড়ে সাত মিনিটের বক্তৃতায় বলেন, 'আমাদের সরকার জিএসটি মানে না। বিশেষ করে গরিব সম্প্রদায়ের জন্য, দেশ গঠন করার জন্য, যারা গরিবের মুখে অন্ন তুলে দেয়। খাবারের যে দাম হয়, তার থেকে বেশি জিএসটি'তে চলে যায়। অনেক সময় আমরা গরিবদের সে সুযোগ সুবিধা দিতে পারি না। নতুন দিল্লিতে যে কেন্দ্রীয় সরকার আছে, তাদের বাদ দিয়ে আমরা চলতে পারি না।' কিন্তু কখনই উনি বললেন না, জিএসটি–র রাজ্যের ভাগের ৯ শতাংশ, রাজ্য যাতে না নেয়, সে বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রস্তাব রাখবেন। বা গরিবদের খাবার প্রস্তুতকারক বেকারি শিল্পে ১৮ শতাংশ জিএসটির কমানোর বিষয়ে 'জিএসটি কাউন্সিলরে'র কাছে প্রস্তাব আনা। সে বিষয় একটি শব্দও ব্যবহার করলেন না। বাংলাদেশের বিস্কুট প্রস্তুত কারক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব মহম্মদ রেজাউল হল রেজু বলেন, বাংলাদেশে হাতে রুটি–বিস্কুটের কোনও ভ্যাট নেই। আমরা ১০০ শতাংশ 'ফ্রি'তে আছি। আর পূর্ব বাংলা থেকে একটা বেকারি মালিক পশ্চিমবাংলাতে আসার পরেই তাকে ১৮ শতাংশ জিএসটি দিতে হবে। এটা গরিবের খাবার, এটা শ্রমিকদের খাবার, এটা দিনমজুরদের খাবার এই বিষয়টিকে জিএসটি কাউন্সিলের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। তবেই বেকারি শিল্প জিএসটি–র আওতা থেকে মুক্ত করা যাবে। আমরা আমাদের বেকারি শিল্পের উৎপাদিত পণ্য রুটি–বিস্কুট–কেক–কুকিজ যাই আছে তার ন্যায্য মূল্য পাই। বাংলাদেশে বেকারি শিল্পের কাঁচা মালের দাম বৃদ্ধি পেলে আমরা আমাদের দেশের প্রায় ছ'হাজার বেকারি মালিকরা উৎপাদিত পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিই। অথচ পশ্চিমবঙ্গে এক পয়সা দাম বাড়াতে গিয়ে বেকারি মালিকদের কতটা লড়াই করতে হয়। এটা আমরা খবর রাখি। আমরা বাংলাদেশের বেকারি মালিকরা এশিয়ার মধ্যে সেরা হতে চাই। আমরা সেটা পারবো। আমাদের সেই প্রত্যয় আছে। বিশ্বাস আছে। গত পাঁচ বছর যাবৎ আরিফুল ইসলামের (সিইও, পশ্চিমবঙ্গ বেকার্স অ্যাসোসিয়েশন) সঙ্গে আমাদের যে পরিচিতি গড়ে উঠেছে, তাতে আমাদের সিদ্ধান্ত আপনারা অবহেলিত বেকারি মালিকরা যদি আরিফ ভাইয়ের নেতৃত্বে তার কথা মতো কাজ করতে পারেন, তাহলে পশ্চিমবাংলা বেকারি মালিকরা অনেক উঁচুতে পৌঁছতে পারেন। আপনাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা, একে অপরের প্রতি অবিশ্বাস তাতে এ বাংলার বেকারি মালিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। দু'টি বেকারি সংগঠনকে এক জায়গায় আনতে হবে। তাতে আপনারা অনেক ভালো থাকবেন। আরিফ ভাইয়ের মতো যোগ্য লোককে এগিয়ে দিন। তাতে আপনারা অনেক লাভবান হবেন।

নিকাশিতে বাকেট মেশিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার নিকাশি নালাগুলি (ম্যানহোল চেম্বার ও স্যুয়ার লাইন) সারা বছর যাবৎ পরিষ্কার করার জন্য কলকাতা

পুরসংস্থার পয়ঃপ্রণালী ও নিকাশি দফতরের হাতে ৩০টি 'সেট পাওয়ার বাকেট মেশিন' আছে। কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডের প্রতিটির জন্য একটি করে এই মেশিন কেনার পরিকল্পনা রয়েছে। যাতে প্রতিটি ওয়ার্ডে সারা বছরের জন্য একটি করে 'সেট পাওয়ার বাকেট মেশিন' 'অ্যালট' করতে পারা যাবে।

গ্রিন সিটিতে এলইডি আলো

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার আলোকায়ন ও বিদ্যুতায়ন দফতরের উদ্যোগে 'গ্রিন সিটি প্রজেক্টে' বছর খানেক আগে থেকেই কলকাতা মহানগর জুড়ে ২০০ ওয়াটের এলইডি আলো লাগানো চলছে। পরিবেশে কার্বনের পরিমাণ কমাতে এই আলো ব্যবহার করা হচ্ছে। কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডে কমবেশি ৬০ হাজার এলইডি আলো লাগানো হবে। আপাতত ব্যয় হয়েছে। বাকি আলো আগামী মার্চের মধ্যেই লাগানো হবে।

ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ অ্যাসিসডেট রিপ্রোডাকশন পশ্চিমবঙ্গ শাখার ১৬তম বাৎসরিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল কলকাতায় ১৬ এবং ১৭ নভেম্বর। এদিন গায়নোকলজিস্ট সহ বিভিন্ন ১২ জন এই সংক্রান্ত চিকিৎসককে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এই সংস্থা বর্তমানের এক বৃহৎ সংস্থায় পরিণত হয়েছে। সন্তানহীনতা বর্তমানে এক ব্যধিতে পরিণত হচ্ছে বলে জানান চিকিৎসকেরা সে বিষয়ে তারা আলোচনা করেন এ দিন। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ মাধব দাস, ডাঃ রত্না চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ দীপাঞ্জন দত্ত সহ আরও অনেক চিকিৎসকেরা। ছবি: উৎপল কুমার রায়

বিজেপির 'কর্মি' সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহাভারতে সঞ্জয় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনা দিচ্ছেন। রাজা বিলাপ করছেন : তদা নাশংসে বিজয়োঃ সঞ্জয় : অর্থাৎ তখন আর জয়ের আশা করি না। গত ১৯ নভেম্বর রাসবিহারী মোড়ের কাছে মুক্তাঙ্গন হলে বিজেপি দক্ষিণ কলকাতা জেলা মণ্ডল–১ এর 'কর্মি' (বানান অপরিবর্তিত) সম্মেলন হয়ে গেল। রির্পোটিং করতে বসে ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ এর কথাই মনে এসে গেল। গত কয়েকদিন ধরে রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্র TMC এর এমপি বনাম এমএলএ–এর যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সাধারণ মানুষ পরিত্রাণ চাইছে। এই ধরনের 'কর্মি' বৃন্দ কি মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারবে? বিজেপিতে সময়ানুবর্তিতা একেবারেই নেই। সম্মেলন শুরু হল ১ ঘন্টা পরে। হলের পাঁচ ভাগের এক ভাগও ভরেনি। প্রতিজন বক্তা 'কর্মি' দের এ করতে হবে ও করতে হবে বলে গেলেন। কিন্তু নেতাদের যে ঠিক সময় আসতে হবে– সে কথা কে বলবে? না, বলবার লোক একজন ছিলেন। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। রাজনৈতিক পরিপক্কতার একটু পরিচয় দিলেন সৈকত বকসী : TMCর যুযুধান পক্ষের সঙ্গে কথা বলে পলিটিক্যাল ডিভিডেন্ড তুলতে হবে। জেলা সভাপতি মোহন রাও বললেন ঠিক উল্টোকথা : TMC ও CPM থেকে লোক ঢুকে বিজেপির সর্বনাশ করে ছাড়ছে। অর্থাৎ বিজেপি আবার ৬% ভোট পাওয়া দল অবস্থায় গেলে মোহন যেন মোহিত হন। প্রত্যেক 'কর্মি' কে ব্যক্তিগতভাবে সৎ হওয়ার আহ্বান জানালেন। সদ্য সমাপ্ত গান্ধি সংকল্প যাত্রায় প্রতিটা দিন পঞ্চাশ জনের বেশি পদযাত্রী জমায়েত হয়নি বলে– সঙ্গত কারণেই– 'র্কমি'দের ভর্ৎসনা করলেন। এর আগে সুজাতা সদনের কর্মী সম্মেলনে বিজেপি মণ্ডল–১ সভাপতি ও সম্পাদক (যথাক্রমে রবিশংকর সামন্ত ও বাপ্পা) দ্বয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা সৎ বলে। বিজেপি সভাপতি কেন্দ্রিক দল। মণ্ডল–১ এর 'র্কমি' সম্মেলন। অথচ রবিশংকর বাপ্পা (নির্বাচনের আগে দুজনেই টিএমসি–র ভয়ংকর মারের শিকার হয়ে ছিলেন) এই অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত কেন– মোহন রাও জিজ্ঞেস করেন নি।

কোনও বক্তা একবারের জন্য নিলেন না শ্যামাপ্রসাদ–দীনদয়াল উপাধ্যায়–এর নাম। প্রধান সেবক মোদীজি গৃহে– বিশ্বে যে যে উন্নয়নের কাজ করে চলেছেন– তারও আলোচনা হল না। দক্ষিণ কলকাতার কোনও এক ভোটার যদি কোনও বিজেপি কর্মীকে প্রশ্ন করে ব্যাঙ্কে সুদের হার কমছে কেন, ব্যাঙ্ক লাটে উঠলে কত টাকা ফেরত পাওয়া যাবে ইনসিওরেনস এর মাধ্যমে। বাজারের শাকসবজি অগ্নিমূল্য কেন, নারদা–সারদা তদন্ত কোথায় ঠেকে আছে– সেগুলোর জবাব কী দেওয়া যাবে– তার কোনও বৌদ্ধিক পথ নির্দেশ সভা দিতে পারল না। একজন প্রাজ্ঞ কর্মী, (অবশ্যই প্রাক্তন জনসংঘী) প্রকাশ্যে সংশয় জানালেন, মঞ্চে যাঁরা রয়েছেন আপনাদের কাছেও এসবের উত্তর জানা নেই। অনুষ্ঠান শেষে এই প্রাজ্ঞণীরা প্রশ্ন তুলেছিলেন : পদযাত্রীর সংখ্যা ৫০–এর কম হলে গান্ধী সংকল্প যাত্রার এতো বিপুল টাকা কে খেলো? কোন রাহু–কেতু? যে কাজে টাকার গন্ধ আছে গ্রহরাজ এই জগাই মাধাই দুটোকেই কেবলমাত্র দায়িত্ব দেয় কেন? এরাই কি সাচ্চা কর্মী রবি–বাপ্পাকে গ্রহণের আওতায় ফেলতে চাইছে। মণ্ডল–১এর সভাপতি সম্পাদককে বাদ দিয়ে হয়ে গেল শিবহীন যজ্ঞ!! কর্মী নয়– এটা প্রকৃতই 'র্কমি' সম্মেলন– ভূতের নেত্যো।

অধ্যাপক হরিপদ ভারতী আক্ষেপ করে বলতেন, পার্টি ছোটো তো নেতা বড়ো!!!

ভালোবাসার জোরে আজও বেঁচে মুখার্জীদের ফানুস

মলয় সুর, হুগলি : সাতষট্টি বছরের অভ্যেস ছাড়তে না পেরে এবছরও চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো শেষ হতেই ফানুস তৈরি শুরু করেছিলেন ভদ্রেশ্বর গর্ভনমেন্ট কলোনির কাছেই জগদ্ধাত্রী পল্লির 'মুখার্জী বাড়ির' শচীন মুখার্জী। সন্ধে ঘনালে কালো আকাশে নীল আগুনের ভেসে যাওয়া নয়। 'ফানুস বাড়ি' থেকে উড়ে যাওয়া ফানুসের আসল মজা উপভোগ করতে হয় দিনের বেলাতেই। জগদ্ধাত্রী পুজোর দশদিন পরে কোনও এক রবিবারের দিন দুপুর থেকে বিচিত্র রঙ্গ ও কারুকার্যের ফানুসের মডেল ওড়া শুরু হয় মুখার্জী বাড়ির দ্বিতলা ছাদ থেকে। পাতলা করে চেরা বাঁখারির গায়ে ঘুড়ির কাগজ জড়াতে জড়াতে অর্ধ শতাব্দীর ও বেশি পিছিয়ে গিয়েছিলেন ৭৯ বছরের ফানুস–মানুষ শচীন প্রৌঢ়। তাদের আদি বাড়ি কাটোয়া লাইনে বনকাপাশি। শচীনের যখন ১৩ বছর বয়স তখন থেকেই ফানুস ওড়ানো শুরু উত্তর কলকাতায়। শোভাবাজারে ছাতুবাবু–লাটুবাবুর বাড়িতে ফানুস ওড়ানো দেখে তাঁর মনে ইচ্ছা জাগে। শচীনবাবু গৌরীশংকর দে–র কাছে ফানুস তৈরির হাতে খড়ি হয়। তখন তিনি থাকতেন বেলগাছিয়া দত্ত কলোনিতে। এরপর চাকরি করতেন আরজি কর হাসপাতালে। বর্তমানে হাতে হাতে তাঁকে সাহায্য করছিলেন সহযোগী তাঁর ছেলে পিত্রাশীষ মুখার্জী (৩৭)। পরে শচীনবাবু নিজেই ফানুস তৈরি শুরু করেন ১৯৫২ থেকে। শচীনবাবু বলেন, ফানুস জিনিসটা আসলে গরম হার বেলুন। পাতলা কাগজ জুড়ে জুড়ে অনেকটা ইলেকট্রিক বাল্বের মতো আকার দেওয়া হয়। এরপর সেটা জোড়া হয় বাঁখারির একটা রিংয়ের সঙ্গে। ওই রিংয়ের মধ্যেই বাঁধা থাকে দুটি সরু তার। তারের সংযোস্থলে কিছুটা কাপড় বাঁধা থাকে। শচীন জানালেন, ওই কাপড়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। জ্বলন্ত কাপড় থেকে তৈরি ধোঁয়ায় ক্রমশ ফানুস ভরে ওঠে। গরম হাওয়ায় হালকা হয়ে ফানুস কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশে বহু উপরে উঠে যায়। ফানুস তৈরিতে একমাত্র ছেলে পিত্রাশিস মুখার্জী তার অন্যতম সহযোগী ও উত্তরাধিকারী। একসময় উত্তর কলকাতায় অনেক পাড়াতেই এই ধরনের ফানুস তৈরির রেওয়াজ ছিল। এখন এই রেওয়াজ প্রায় বিলুপ্ত। আকাশ লন্ঠন নয়, ফানুস তৈরির এই ধারা যাতে পুরোপুরি বিলুপ্ত না হয় তার জন্যই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এই প্রৌঢ়রা। কয়েক বছর আগে তাঁর স্ত্রী দিপালী মুখার্জী প্রয়াত হন। তবুও জনগণকে ভীষণ মজা ও আনন্দ দেওয়ার জন্য এই ফানুস। তাঁর অন্য কোনও নেশা নেই। একমাত্র জীবনে নেশা ফানুস তৈরি। এদিন আকাশে ১৫টি ফানুসের মডেল ওড়ালেন। মডেল ছিল— ছক্কার ঘুঁটি, দাবার বোর্ড, ডেঙ্গু মশা, মিসাইল, ধ্রুবতারা, পুরীর ঘট, ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান ও মহামেডানের জার্সি রংয়ের ফানুস। ১৯৯৩ সাল থেকে হুগলির ভদ্রেশ্বরে প্রথম ফানুস ওড়ানো শুরু করেছিলেন। তিনি বেশ কয়েকজনকে শিখিয়েওছেন। নামমাত্র খরচ আর অনেকটা ভালবাসা— ফানুস তৈরির জন্য এর বেশি কিছু লাগে না। তৈরির রেওয়াজ কমেছে ঠিকই, কিন্তু এখনও কৌতুহলী চোখ আর মনকে টেনে রাখার ক্ষমতা একটুও জৌলুস হারায়নি তাঁর তৈরি ফানুস। রবিবার দুপুরে তা প্রমাণ হল।

কার্তিক ও রাসে মাতল কাটোয়া

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: মোটের ওপর নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার ঐতিহ্যবাহী কার্তিক উৎসব। এই উৎসব কাটোয়ার কার্তিক লড়াই নামে অধিক পরিচিত। দু'দিনের এই উৎসব শুরু হয়েছিল গত ১৭ নভেম্বর। ১৮ নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে প্রথামাফিক এই উৎসব শেষ হয়। তবে, মূলত দু'দিনের এই উৎসব হলেও প্রতিবারই কার্যত চারদিন ধরে শহরবাসী উৎসবকে কেন্দ্র করে মেতে থাকে। এবারও যার অন্যথা হয়নি। উৎসবকে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

কাটোয়ায় দেড় শতাধিক বছর আগেই বারবনিতাদের হাত ধরে সাড়ম্বরে কার্তিক পুজোর প্রচলন হয়েছিল বলে জানা গেছে। সেসময় বণিক তথা বাবু সম্প্রদায় বারবনিতাদের অনুরোধে একেকটি পুজোর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আড়ম্বরপূর্ণ এই পুজোকে কেন্দ্র করে আয়োজিত শোভাযাত্রায় প্রতিমাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা রেষারেষি চলত। যেটাই পরবর্তীকালে লড়াই নামে অধিক পরিচিতি লাভ করে।

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাটোয়ার কার্তিক পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিমা, মণ্ডপ ও আলোকসজ্জায় থিমের ছোঁয়া লেগেছে। তবে, কাটোয়ায় থাকা কার্তিকের একটা বাড়তি আকর্ষণ থাকে বরাবরই। পৌরাণিক কোনও একটা কাহিনিকে কেন্দ্র করে বাঁশের তৈরি কাঠামোয় থাকে থাকে নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত প্রতিমা সাজানোকে বলে থাকা। এই থাকাতেই দেবসেনাপতিও থাকে। তাই এর নাম থাকা কার্তিক। পাশাপাশি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় হরেক রকমের বাজনা, আলো, নৃত্য, সমাজ সচেতনতামূলক থিমের ট্যাবলো সহ প্রতিমা থাকে। এবারেও জনকল্যাণ সংঘ, দেশবন্ধু ক্লাব, ইউনিক, জয়শ্রী সংঘ, রেনেসাঁস, সমাপ্তি, পানুহাটের নিউ আপনজন ক্লাব, ইয়াং বয়েজ ক্লাব, ইয়াং স্টাফ ক্লাব, সেবা সংঘ, ঝংকার ক্লাব, আওয়াজ ক্লাব, অক্সিজেন ক্লাব, প্রতিবাদ ক্লাব, সাহেব কার্তিক প্রভৃতি পুজো কমিটির বর্ণাঢ্য আয়োজন হাজার হাজার দর্শনার্থীর নজর কেড়ে নিয়েছিল। এই উৎসব উপলক্ষ্যে শহরের বিভিন্ন প্রান্তের জমজমাট মেলায় ছিল উপচে পড়া ভিড়। অন্যদিকে, এই জেলার কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী, লক্ষ্মীপুর প্রভৃতি এলাকাতেও উৎসবের আবহে জমজমাট কার্তিক পুজোর আয়োজন করেছিল বিভিন্ন উদ্যোক্তা।

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে লক্ষাধিক মানুষের ভিড়ে সম্পন্ন হল দাঁইহাটের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব। গত সোমবার এবারের তিনদিনের রাস উৎসব শুরু হয়েছিল। বুধবার গভীররাত পর্যন্ত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে এই উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। পুলিশ প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, দাঁইহাটের এবারের রাস উৎসব মোটের ওপর নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে।

পূর্ব বর্ধমানের সীমান্তবর্তী তথা ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী প্রাচীন শহর দাঁইহাটের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসবের প্রধান আকর্ষণই শোভাযাত্রা। এবারের শোভাযাত্রায় ৪২টি পুজো কমিটি অংশগ্রহণ করেছিল। চন্দননগর, শান্তিপুরের চোখধাঁধানো থিমের আলোকসজ্জার পাশাপাশি বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বসিরহাট, হুগলি, কলকাতা, পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম প্রভৃতি এলাকার শিল্পীদের লোকনৃত্য, সমাজ সচেতনতামূলক থিম ও নজরকাড়া প্রতিমার সমারোহে জমজমাট শোভাযাত্রার আনন্দ উপভোগ করে লক্ষাধিক মানুষ। শোভাযাত্রা ছাড়াও অসংখ্য নজরকাড়া মণ্ডপের আকর্ষণ তো ছিলই। পাশাপাশি উৎসব উপলক্ষ্যে শহরের একাধিক জায়গায় জমজমাট মেলা বসেছিল।

ঐতিহ্যবাহী এই রাস উৎসবকে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে দাঁইহাট পুরসভার পাশাপাশি জেলা পুলিশ প্রশাসন, স্বাস্থ্য দফতর, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে, পুজো কমিটিগুলির সদস্যদের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার কার্যত কোনও অভাব না থাকায় রাস উৎসব নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে বলে শহরবাসীর অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন।

মৌড়ির কুন্ডু বাড়ির রাস উৎসব

নিউজ.. সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী : বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ । এক কথায় উৎসব মুখী বাঙালি । আর এই উসব বাঙালিকে আরো নতুন করে সুসংগঠিত করে শুধু তাই নয় আরো আপন করে । মেলা মানেই মিলন । তৈরি করে একটা মিলন ক্ষেত্রে । রাস পূর্ণিমা চলে গেলেও তার রেশ এখনও মৌড়ির কুন্ডু বাড়ির রাস উৎসবের মধ্যে । ২০৩ বছরের পারিবারিক এই রাস উৎসব এখন পারিবারিক গন্ডি ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে । এই রাস উৎসব ঘিরে রেখেছে মেলা । বাদাম

,জিলাপি, বিভিন্ন খাবারের স্টল, মনোহারি দোকান ইলেকট্রিকের দোলনা , ও ছোটদের মনোরঞ্জনের বিশেষ ব্যবস্থা । এই মেলা চলবে প্রায় এক মাসের ধরে । এই মেলা ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো ।

মালদার ৫০তম বছরের রক্ষাকালী পূজা

গোপাল মৈত্র , মালদা : মালদার গয়েশপুরে পালিত হয়ে গেল ৫০ তম বছরের পুরাতন ঐতিহ্যবাহী রক্ষাকালী পূজা। বাংলার সন তখন ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, গয়েশপুরে হঠাৎ দেখা দিল কলেরা রোগের মহামারী। গয়েশপুরে তখন হিন্দু মুসলিম মিলিয়ে হাতে গোনা ১০০ টি পরিবারের বসতি। মহামারীর প্রকোপে মানুষের মৃত্যু সংখ্যা বেড়েই চলতে লাগলো। হঠাৎ স্থানীয় এক ভক্ত স্বপ্নাদেশে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম মঙ্গলবার রক্ষাকালী মায়ের এক রাত্রির পূজার বিধান পেলেন। সেই পূজার নিয়ম হল এক রাতে মায়ের মূর্তি তৈরি করে সেই রাতেই বিসর্জন হবে। যিনি মূর্তি নির্মাণ করবেন তাঁর বংশানুক্রমিক উত্তরপুরুষেরাও এই মূর্তি নির্মাণ করবে। পূজার দিন সবাই

তেল, হলুদ ছাড়া নিরামিষ আহার করবে আর রাতে মিষ্টান্ন গ্রহণ করবে। এই পূজার পর অলৌকিকভাবে মহামারীর হাত থেকে রক্ষা পেল এলাকাবাসী। সেই খবর লোকমুখে প্রচারিত হল এবং সেই থেকেই এই প্রথা মেনে আসছে সকলে।

এই পূজায় হিন্দু মুসলিম একযোগে অংশগ্রহণ করে সকল নিয়ম পালন করে আসছে। গয়েশপুরে মায়ের পূজার জাগয়া দান করেছিলেন এক মুসলিম ব্যবসায়ী। এই পূজাকে কেন্দ্র করে এক বড় মেলার আয়োজন হয়। বহু দূর থেকে আজও আসে বহু ভক্তবৃন্দ।

মাঙ্গলিকী

মোবাইলের যুগেও শ্রোতার ভরসায় টিকে জাকিররা

মলয় সুর, কলকাতা : একটা ১৬ জিনি-র পেনড্রাইভ বা মোবাইলের মেমোরি কার্ডে অনায়াসেই কয়েক হাজার গান ধরে যায়। স্মার্টফোনেই ইউটিউব খুলে কানে ইয়ারফোন গুঁজলেও হয়। দেশ-বিদেশের নতুন পুরনো বিভিন্ন জান একেবারে আমার আপনার নাগালে। এই বাজারেও গ্রামোফোনের রেকর্ড খুঁজে বের করতে কলকাতার ওয়েলিংটন স্ট্রিটে ঘোরেন ভোলানাথ দাস। এরকম হাতে গোনা কয়েকজন খদ্দের এখনও ইন্টারনেট-স্মার্টফোন-ইউটিউবের যুগেও বাঁচিয়ে রেখেছেন শেখ মুন্না, জাকির হোসেন, মহম্মদ ইকবালদের। ওয়েলিংটনের ফুটপাতে বছর কয়েক আগেও পুরোনো রেকর্ড, গ্রামোফেনের ২০টি দোকান চলত। তার মধ্যে এখন হাতে গোনা ছ'-সাতটি বেঁচে। এখনও পুরনো ঐতিহ্য বয়ে নিয়ে চলেছেন জাকির হোসেনরা। দেশের নামী দামি বিভিন্ন সংস্থা গ্রামোফোনের রেকর্ড তৈরি বন্ধ করে দিয়েছে সেই কবেই। তার মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন। সমজদারের জন্য খেয়াল, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সেকেন্ড অ্যালবাম-এর রেকর্ড খুঁজে বের করেন মুন্না, জাকিররা। খিদিরপুর বাবুর বাজারে বাড়ি জাকিরের। যেমন বলছিলেন, আমার দোকান নয় নয় করেও বছর চল্লিশের। গোড়ায় দেশ-বিদেশ থেকে তৈরি কত রকম রেকর্ড আসত। বড় রেকর্ডের পাশাপাশি রাশিয়া থেকে আসা প্লাস্টিকের রেকর্ডও রয়েছে আমার সংগ্রহে। এখন তো সে সব বন্ধ। তার মধ্যে কিছু মানুষ নিয়মিত আসেন পুরনো রেকর্ডের খোঁজে। যেমন ভোলানাথ থাকেন তেঘড়িয়া। প্রায়ই ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আসেন পুরনো গ্রামোফোনের খোঁজে। ১৯৮০ সাল থেকেই এখানে যাতায়াত। তখন নবম শ্রেণির ছাত্র।

ভোলানাথ বলেন, গান বাজনার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর উপার্জনের বেশির ভাগটাই রেকর্ডের পিছনে খরচ করি। এটা একটা অভ্যাস বলতে পারেন। আমার ভাই দিলীপ দাসের একই নেশা। তাঁরও গ্রামোফোনের গান শোনার শখ। কিন্তু স্মার্টফোনের যুগেও গ্রামোফোনের খোঁজ করে লোকে। বর্তমানে রেকর্ডের দাম ৫০ থেকে ১০০ টাকা। বাজারে কতখানি সহজ লভ্য। তার উপরে দাম নির্ভর করে। ভোলা জানান, তাঁর কাছে অসুস্থ সুর সাম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের গান, এছাড়া 'গুমনাম' ছবির রবি সাহেবের ইংলিশ গান 'কালে হ্যায় তো কেয়া হুয়া' রেকর্ডটি অতি সযত্নে আছে, এছাড়া রফির ভক্ত দুষ্প্রাপ্য ইংলিশ গানটি 'বাহার ও ফুল বরষা হ্যায়' সূরজ ফ্লিমের রেকর্ডটি ও রয়েছে। আসলে ইউটিউব বা মোবাইলের সঙ্গে গ্রামোফোনের তফাতটা গান শুনলেই বোঝা যাবে। এতে সুর এত স্পষ্ট না শুনলে বোঝানো মুশকিল।

সোনাজয়ী পিয়াসাকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মালয়েশিয়ার কুয়ালামপুরে 'ইন্ডিয়ান কালচারালে'র উপর নৃত্যে সোনা জিতলো বীরভূম জেলার রামপুরহাট পুরসভার শ্রীফলার পিয়াসা বিশ্বাস। সেমি – ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যে দ্বিতীয় স্থানাধিকার করে সিলভার পদক জিতেছে পিয়াসা। পিয়াসা রামপুরহাট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। ১১ নভেম্বর পিয়াসার বাড়িতে গিয়ে পিয়াসাকে সংবর্ধনা জানায় রামপুরহাট শহর কংগ্রেস। কংগ্রেস জেলা সাধারণ সম্পাদক শাহাজাদা হোসেন (কিনু), রামপুরহাট বিধানসভার যুব কংগ্রেস সভাপতি আঙ্গুর মিঞা, বরকতউল্লা, মৃন্ময় ঘোষ সহ কংগ্রেসকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। শাহাজাদা হোসেন (কিনু) বলেন, ' পিয়াসা আমাদের শহর তথা জেলার গর্ব। পিয়াসার ভবিষ্যত জীবনে আরো সাফল্য কামনা করি।' পিয়াসার সাফল্যে খুশির হাওয়া বীরভূম জেলায়।

মৌসুনীতে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ বিলি

উজ্জ্বল সরদার : গত ৯ নভেম্বর শনিবার রাতে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণি ঝড় বুলবুলের দাপটে ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সুন্দরবনের বিভিন্ন গ্রাম। রাশি রাশি গাছ ও বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়ার জন্য সমগ্র সুন্দরবনের সাথে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপে ফেরি চলাচল বন্ধ ও থাকে। এই ঝড়ের আঘাতে বিধ্বস্ত নামখানার মৌসুনী দ্বীপেই গত ১১ নভেম্বর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ত্রাণ পৌঁছে দিল শুধু সুন্দরবন চর্চা পত্রিকা ও তেপান্তরের স্বপ্ন সংস্থা। ২০০৯ সালের পর থেকে সুন্দরবনের গ্রাম অঞ্চল চর্চা নিয়েই ধারাবাহিক ভাবে কাজ করে চলেছে শুধু সুন্দরবন চর্চা পত্রিকা।

ওই দিন নামখানা ব্লকের মৌসুনী দ্বীপের মৌসুনী কোপারেটিভ হাই স্কুলে ৯০ টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ৫৪১ জন গ্রামবাসীর হাতে নতুন জামা কাপড়, শুকনো ও অন্য খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ি ও সংস্থার কর্ণধার সৃজনী সাধুখাঁ লাহিড়ি র নেতৃত্বে ২১ জনের উৎসাহী দল সুস্থ ভাবে একাজ সম্পন্ন করেন। এই ত্রাণ শিবিরের পাশাপাশি ওই স্কুলের প্রায় ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী দের নিয়ে সুন্দরবন' বিষয়ে অঙ্কন, প্রবন্ধ রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতার ও আয়োজন হয়। এই অনুষ্ঠানে সকল ছাত্র ছাত্রীদের বিবিধ শিখন সামগ্রী দেওয়া হয়।

সমগ্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নদী বিজ্ঞানী তথা পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সভাপতি কল্যাণ রুদ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এর বাংলা বিভাগের প্রধান বরেন্দু মণ্ডল, মেদিনীপুর কুইজ কেন্দ্রের সভাপতি রিঙ্কু বাবু ও সম্পাদক সুজন বেরা, দুই আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত আলোকচিত্রি অভিজিত চক্রবর্তী ও কৌশিক চ্যাটার্জী, বহুজাতিক সংস্থার কর্ণধার তমোনাশ দত্ত, কলকাতার লরেটো কলেজের অধ্যাপিকা সুমিতা ব্যানার্জী সহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক, সরকারি আধিকারিক ও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধিগণ। ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক সরল দাসের কর্মতৎপরতায় সুস্থভাবেই সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ি সাক্ষাতকারে জানালেন, যত দ্রুত সম্ভব দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের নুন্যতম জীবন ধারনের উপাদান পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই ত্রাণ শিবিরের আয়োজন। নদীবিজ্ঞানী কল্যাণ রুদ্র জানালেন, ভয়ঙ্কর বুলবুল ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবনের উপকূলবর্তী অঞ্চলের মানুষের কাছে সরকারের পাশাপাশি শুধু সুন্দরবন চর্চা যে ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছে ও ধারাবাহিক ভাবে কাজ করে চলেছে তা দৃষ্টান্ত। অনান্যদের কে ও তিনি এভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ি কেবলমাত্র খাতায় কলমে শহরে বসে পত্রিকা প্রকাশ না করে, সর্বোপরি সুন্দরবনের দূরবর্তী জেলা থেকে যে ভাবে প্রতি নিয়ত সুন্দরবনের মানুষের পাশে আছেন তাতে মনেই হয় তাঁর সাথে সুন্দরবনের নাড়ির টান হয়ত কয়েক জনমের। মৌসুনী দ্বীপের গরিব ভিটেমাটি ছাড়া হওয়া মানুষ গুলো তাদের এই দুর্দিনে খাদ্য ও পোশাক পেয়ে বাঁচার রসদ পেল শুধুমাত্র সুন্দরবন চর্চা পত্রিকা ও তেপান্তরের স্বপ্নের দ্বারা।

রানাঘাট দেবনাথ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে গণিত সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩ নভেম্বর রানাঘাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ৫ম গণিত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গ গণিত পরিষৎ আয়োজিত সারাদিন ব্যাপী উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক প্রদীপ মজুমদার। উদ্বোধন করেন অধ্যাপক ড. প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. বরুণ দত্ত, সর্বশিক্ষা পরিষদের ইঞ্জিনিয়র সুব্রত দে, শঙ্করলাল মৈত্র। বিশ্বনাথ বসু, প্রণব নারায়ণ বসু, বিশ্বনাথ দাস প্রমুখ।

স্বাগত ভাষণে পশ্চিমবঙ্গ গণিত পরিষদের অন্যতম কর্ণধার সংগঠক ও পরিবেশবিদ দীপককুমার দাঁ বলেন, সম্প্রতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফিল্ড মেডালিস্ট গণিতজ্ঞ মঞ্জুল ভার্গব ভারতবর্ষ ঘুরে গেলেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি বলেছেন যে 'ভারতে আধুনিক গণিত চর্চাকারী গণিতজ্ঞ বেশ কম। সুতরাং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও গণিত চর্চায় এই গণিত পরিষৎ ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ বাড়াতে এই সম্মেলন।

উক্ত সম্মেলনে বাংলা ভাষায় গণিত জনপ্রিয়করণে অসামান্য অবদানের জন্য আজীবন কৃতীর স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় সারস্বত গণিত লেখক ও গণিত ইতিহাস গবেষক নন্দলাল মাইতি এবং অধ্যাপক প্রদীপকুমার মজুমদারকে (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় দু'শো ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বিভিন্ন গুণীজনদের উপস্থিতি ছিল বিশেষ লক্ষ্যনীয়।

এছাড়া, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে ক্যুইজ, অঙ্কন ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি রানাঘাট পুরসভা এবং দেবনাথ বালিকা বিদ্যালয়ের বিশেষ সহযোগিতায় সাফল্যমণ্ডিত হয়। সঞ্চালনায় দীপককুমার দাঁ বিশেষ প্রশংসনীয়।

রাইজিং সান-এর অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসতে খিলকাপুরের রাইজিং সান ক্লাবের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির সহ বস্ত্রদান ও হাজিদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধক্ষ্য নারায়ণ গোস্বামী, সভাপতি ছিলেন জনাব মালিক হাসান। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন মধ্যমগ্রামের বিধায়ক তথা পুরপ্রধান রথীন ঘোষ, আমডাঙার বিধায়ক রফিকুল ইসলাম, ড. ইসমাইল লস্কর, 'আত্মীয় সমাজ'-এর সচিব বাবলু সরকার, পশ্চিম খিলকাপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মধু মণ্ডল, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মারিয়া খাতুন, সমাজসেবী মানালি ঘোষ, রাজু মণ্ডল প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, রাইজিং সান ক্লাবের সম্পাদক কাসেম আলি।

প্রয়াত মোহিনী মোহন হালদার

দীপক ঘোষ : ১৪ নভেম্বর বজবজ পি কে হাই স্কুলের প্রাক্তন সহকারী প্রধান শিক্ষক মোহিনী মোহন হালদার রাত্রি ৮টায় নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

১৯৫০ সালে কালীপুর হাই স্কুলে ইংরাজি ও ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন। ১৯৬৪ সাল থেকে পি কে হাই স্কুলে ইংরাজি সাহিত্য ও সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করে গেছেন। শিক্ষক ও ছাত্র সমাজের কাছে তিনি প্রণম্য ব্যক্তি ছিলেন। প্রথমে রিপন কলেজ থেকে পাশ করার পর স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইংরাজিতে স্পেশাল অনার্স নিয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের বজবজ শাখা ইউনিটের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করে গেছেন। বজবজ পি কে হাই স্কুল ও বজবজ হোমাই ইউনিটএর সদস্যারা তাঁর প্রয়াণে মর্মাহত। তিনি বজবজ পুরসভার ভোটে কংগ্রেসের হয়ে ভোটে প্রার্থী হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, পুত্রবধূ ও কন্যা রেখে গিয়েছেন। বজবজ হালদার পাড়ার বিশাল পরিবারবর্গ এই প্রবীণ শিক্ষকের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ।

মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র স্মারক বক্তৃতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজ কর্তৃপক্ষ মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করেছিল গত ১৫ নভেম্বর শুক্রবার দুপুর ১২টায় কলেজের আকাদেমিক কক্ষে। ২০১৮ এর স্মারক বক্তৃতা দিতে এলেন ওই কলেজেরই প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিশিষ্ট চলচিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। এই পর্বের সভাপতিত্ব করেন কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অশোক চৌধুরী। মনীন্দ্র চন্দ্রের প্রতিকৃতিত্বে মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা। স্বাগত ভাষণ দেন কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ ড. মন্টুরাম সামন্ত। প্রথম পর্বের বিষয় ছিল 'বাংলা চলচ্চিত্রের শতবর্ষ'। প্রায় একঘন্টা ব্যাপী এই বক্তৃতায় ড. শঙ্কর ঘোষ মুগ্ধ করেছেন শ্রোতৃমণ্ডলীকে। শোনালেন নির্বাচিত কয়েকটি গান, 'গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে' (দেবদাস), 'আমি কান পেতে রই' (মুক্তি), 'হরি দিন তো গেল' (পথের পাঁচালী), 'এই পথ যদি না শেষ হয়' (সপ্তপদী), 'লাল ঝুঁটি কাকাতুয়া' (বাদশা)। সভাপতি অশোক চৌধুরী অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাবে বক্তৃতার মূল্যায়ন করলেন। ২০১৯-এর স্মারক বক্তৃতার মূল্যায়ণ করলেন।

২০১৯ এর স্মারক বক্তৃতার বক্তা হলেন অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করলেন অধ্যাপক বঙ্কিম মণ্ডল। দু'জনেই রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এই পর্বের বিষয় ছিল ৩৭০ ধারা

অবলুপ্তি নিয়ে। তথ্য দিয়ে সেই কাজটি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। সভাপতি বঙ্কিম মণ্ডল দারুণ মূল্যায়ণ করলেন বক্তার বক্তব্যের। দু'টি পর্বের শুরুতেই অতিথিদের নানান উপহারে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল। সমগ্র অনুষ্ঠানের সুন্দর সঞ্চালনা করলেন কলেজের গ্রন্থগারিক শান্ম দত্ত। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কাজটি সম্পন্ন করলেন কলেজের অধ্যাপক সৌমেন মণ্ডল। দুটি মনোজ্ঞ স্মারক বক্তৃতার ব্যবস্থা করার জন্য অধ্যক্ষ ড. মন্টুরাম সামন্ত অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

গুমা প্রতিধ্বনির শারদ সংখ্যা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২২ নভেম্বর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গুমা-জন জাগৃতি সংস্কৃতিমূলক সামাজিক সংগঠনের মুখপত্র 'গুমা প্রতিধ্বনি' পত্রিকার শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হয় গুমা রেনেসাঁস ক্লাব ঘরে। উদ্বোধন করেন প্রধান শিক্ষক মনোজকান্তি ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন রমেশ সেন চৌধুরী। এছাড়া অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন সংস্থার সম্পাদক সমীররঞ্জন সরকার, বৃন্দাবন ঘোষ, কুতুবুদ্দিন আলি মোল্লা, তাপসকুমার সরকার, অরুণকুমার পাল, শ্রীশংকর প্রমুখ। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে এই পত্রিকা প্রকাশের দেরি হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন সভাপতি রমেশ সেন। তবুও পত্রিকা সম্পাদক সুদিন গোলদারের অক্লান্ত পরিশ্রমে পত্রিকা প্রকাশের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানান, উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী সুশান্ত সিনহা। এছাড়া সংগীতে সৃজা দাস, মারিনা দাস প্রশংসনীয়।

স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নেন কবি গৌরাঙ্গ দাস, বিপ্লব চক্রবর্তী,. বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর আচার্য, দেবেশ সরকার, টুলু সেন, বাসুদেব সেন। সুজাউদ্দিন মণ্ডল বাপ্পা, তমাল বণিক, অর্চনা দে বিশ্বাস, সুখেন মণ্ডল, ভাস্কর মণ্ডল, কল্পনা পাল, ড. জয়শ্রী মিত্র, শিল্পী দেবনাথ প্রমুখ প্রায় ৭০ জন কবি। বক্তব্য রাখেন দিলীপ বিশ্বাস, নির্মল সাহা প্রমুখ সহ অতিথিবৃন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনে সম্পাদক। কবি, সাংবাদিক সুদিন গোলদার ও সোফিয়ার রহমান প্রশংসনীয়।

বীরভূমে শিশুদিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৪ নভেম্বর রাজগ্রাম হাসপাতালপাড়া 'গ্র্যান্ড ফিউচার অ্যাকাডেমি বিদ্যালয়' কবিতা, আবৃত্তি, ক্যুইজ, নাটকের মাধ্যমে শিশুদিবস দিনটি পালন করে। প্রথম,দ্বিতীয়,তৃতীয় পুরস্কৃত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আস্তুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আলহাজ আবুল খাঁ,শিক্ষক আবসার কাজী, রাজগ্রাম মহামায়া উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক কুদ্দুস আলী।

রামপুরহাট যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে রামপুরহাট সাতেরো নং ওয়ার্ডে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর ১৩১তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে শিশুদের হাতে বিস্কুট, চকোলেট তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস জেলা সাধারণ সম্পাদক শাহাজাদা হোসেন (কিনু), রামপুরহাট বিধানসভার যুব কংগ্রেস সভাপতি আঙ্গুর মিঞা,আইএনটিইউসি সম্পাদক মৃন্ময় ঘোষ সহ কংগ্রেসকর্মীরা।

উত্তরবঙ্গের চা ও আলু কি চির অবহেলিত!

প্রহ্লাদচন্দ্র দাস : উত্তরবঙ্গের প্রধান বাগিচা শিল্প চা এবং কৃষিজ ফসল আলু। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে ঘটে চলেছে অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা। প্রধানত প্রান্তিক চাষিদের কাছ থেকে বড় বাগিচা মালিকরা অধিক কীটনাশক মিশানো চা পাতা কিনে নিজেদের কোম্পানির নামে বেচতে গিয়ে বিশ্ববাজারে উক্ত চায়ের চাহিদা মন্দীভূত করে ফেলেছেন। এই বদনাম থেকে ঘুরে দাঁড়াতে গেলে নতুন প্রযুক্তিতে কীটনাশক বিহীন চা উৎপাদন করে সুনাম অর্জন করতে কয়েক দশক লেগে যাবে।

প্রথমত বলি, চা বাগানে এমন কিছু ছোট পাতার কীট পোকা তাড়ানো বৃক্ষাদি লাগানো দরকার। যেমন নিম, নিশিন্দা, কারিপাতা, ইউক্যালিপটাস, কর্পূর, লেমন পাইন ইত্যাদি। এছাড়া মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যায় সজনেগাছের মতো পাতি লেবু গন্ধ যুক্ত কাঁকড়া গাছ। এই গাছ বাড়িতে থাকলে যেমন মশা মাছি থাকে না, তেমন আম ডালিম কুল গাছে কোনও পোকা হয় না। কিন্তু মৌমাছি থাকে। এই সুদৃশ্য গাছ বাড়িতে ও বাগানে লাগানো যেতে পারে। এছাড়া শ্বেত চন্দন এই সুদৃশ্য গাছ অতি সহজে হতে পারে চা বাগানে। যে কোনও গাছ লাগানোর সময় গর্তে কিছুটা পোড়া মাটি গুঁড়ো বা ইঁটের গুঁড়ো মিশালে অনায়াসে বেঁচে যাবে। ফলে চা বাগানে সরু পাতা বারো মাসে কাঁচা মিঠা আম. কমলা, মিষ্টি তেঁতুল, মিষ্টি আমলকি, অ্যাভোগাডা, শিয়াকুল, মিষ্টি জলপাই, রকেট ফল, আপেল, ন্যাসপাতি, আখরোট, জাম্বো

ডালিম, আলু বোখরা, ছোট পাতা, পেস্তা, লাল কুল, লাল সবেদা, লবঙ্গ, জায়ফল, দারুচিনি প্রভৃতি অর্থকরী বাগিচা ফসল। এছাড়া নিম নিশিন্দা পাতা বেটে তাতে কিছু চুন ও গুড় জল মিশিয়ে স্প্রে করলে ঘন্টা খানেক রৌদ্রেই তা শক্ত ভাবে পাতার অংশে লেগে যাবে, যা রাত্রে যতই বৃষ্টি হলেও ধুয়ে যাবে না।

এছাড়া LED বাল্বে হলুদ রং করে রাত্রে আলোর ব্যবস্থা করলে হলুদ আলোতে পোকার প্রাদুর্ভাব কমে যাবে।

কীট নাশক বিহীন চা আবার নিজ মূল্য ফিরে পাবে, সন্দেহ নেই।

এবার আসা যাক আলুর বাজারে। উত্তরবঙ্গের দোঁয়াশ ঢালু মাটিতে এবং ১৮ থেকে ২৮ ডিগ্রি তাপ মাত্রায় বর্ষা ছাড়া সারা বছর আলু চাষ হয়ে থাকে। কিন্তু রপ্তানির প্রতিবন্ধকতায় তা চাষিদের বিপদে ফেলে।

আলুচাষের সময় বীজের কাটা আলুবাজারে অতি সস্তা। এই আলু ধুয়ে মেশিনে বেটে রোদে শুকিয়ে হলারে বেটে অতি সহজে আলুর আটা পাওয়া যেতে পারে, বা সারা দেশে রফতানি হতে পারে। তাছাড়া, উত্তরবঙ্গে কচি কাঁঠাল অতি সুলভ। কাঁঠালের আটা ও তদরূপ তৈরি হতে পারে। তাছাড়া, উত্তরবঙ্গে সহজে খেশারির ডাল চাষ হয়। লাল ও নীল ফুল বিষাক্ত হলেও দক্ষিণবঙ্গের তথা সুন্দরবন এলাকার সাদা ফুল খেশারি ডাল বিষাক্ত নয়। সাদা খেশারি ডাল চূর্ণ ও কাঁঠাল চূর্ণ সহ আলু চূর্ণের উত্তম খাদ্য বড়ি সারা দেশে গ্রহণীয় হতে পারবে সন্দেহ নেই। এতে কিছু কারি পাতা ও নিশিন্দা পাতা মেশালে প্রাকৃতিক খাদ্য সুরক্ষক হবে- সন্দেহ নেই। এছাড়া বিভিন্ন ঋতুতে মূলো, বাঁধা কপি, কচি কলা, সিম প্রায়ই সস্তা হয়ে থাকে উত্তরবঙ্গে। এগুলির চূর্ণ ও উক্ত বড়িতে সংযোজন হতে পারে।

তৃতীয়ত বলা যায়, উত্তরবঙ্গে স্টিবিয়া (চিনিতুলসি) চাষ অতি সহজসাধ্য। এর অর্থকরী বাজার সারা বিশ্বে। উক্ত চাষও উত্তরবঙ্গ ঘুরে দাঁড়াতে পারে। তাহলে, উত্তরবঙ্গের চা, আলু, ফল ও স্টিবিয়া (মিষ্টি তুলসী) যে সারা দেশে বিশাল আধিপত্য করে নিতে পারবে সন্দেহ নেই। (উন্নত ফল গাছের চারা অতি সুলভে পেতে দেবনারায়ণ নার্শারী, আমতলা, ফোন : ৯৮৩০১১৪০৩১ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।)

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা **কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন।** **জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৭০০ ০৪১**

গোলাপি টেস্টেও জয়ের লক্ষ্যে বিরাট বাহিনী

অরিঞ্জয় মিত্র

টি–২০সিরিজে টাইগাররা তাও লড়াই দিয়েছিল। এমনকি প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী ভারতকে হারিয়ে পর্যন্ত দেয় বাংলাদেশ। কিন্তু অস্থায়ী অধিনায়ক রোহিত শর্মার অনবদ্য ক্যাপ্টেনশিপ ও ব্যাটিং–বোলিংয়ের নৈপুণ্যে শেষপর্যন্ত ২–১ সিরিজ জেতে ভারত। তৃতীয় তথা নির্ণায়ক টি–২০ ম্যাচটা তো একসময় বেশ লড়াইয়ের জায়গায় চলে গিয়েছিল। সেই জায়গা থেকে অভিজ্ঞতাই ম্যাচ বের করে আনতে সাহায্য করে রোহিত ব্রিগেডকে। সেই দলটাই আবার পুরো অন্য মূর্তিতে টেস্ট সিরিজে। যেভাবে প্রথম টেস্ট ঘরে তুলল বিরাট বাহিনী তাতে বোঝা গেল কতটা শক্তিশালী টিম ইন্ডিয়া। আপাতত ভারতীয় দলের এই বিক্রম কতটা অব্যাহত থাকল তা দেখার জন্য কলকাতার দিন–রাতের টেস্টের দিকে তাকাতে হবে। এই প্রথম রাতে ফ্লাড লাইটের মায়াবী আলোয় ইডেনে টেস্ট অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এর আগে হলেও ভারতে এই প্রথম। তার সঙ্গে গোলাপী বল, সব মিলিয়ে কলকাতা টেস্ট নিশ্চিতভাবে আলাদা জায়গা করে নিতে চলেছে। তবে লাল বল আর গোলাপী বল, যাতেই খেলা হোক না কেন, বাংলাদেশ তার কতটা সুবিধা নিতে পারবে তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে।

প্রথম টেস্ট এতটাই একপেশে হয়েছে যে বাংলাদেশের ওপর সামান্যতম ভরসাও করা যাচ্ছে না। মায়াঙ্ক আগরওয়াল এর আগেও নিজেকে প্রমাণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। প্রথম টেস্টে তাঁর ২৪৩ রানের বিশাল ইনিংস ফের বোঝাল তিনি লম্বা রেসের ঘোড়া হতে চলেছেন। তাঁর সঙ্গে অজিঙ্কে রাহানে, চেতেশ্বর পূজারাদের লড়াইয়ের কথা তো বলতেই হয়। তবে সবাই ছাপিয়ে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ মায়াঙ্কের কথাই সামনে আসছে বারেবারে। তার ওপর ভারতীয় দলের পক্ষে সুখবর পৃথ্বী শাহ তাঁর চোট সারিয়ে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন। প্রস্তুতি ম্যাচে তাঁর ভালো পারফরমেন্স এরই সাফ ইঙ্গিত দিচ্ছে। তার সঙ্গে বলতে ঋদ্ধিমান সাহার কথাও। টেস্টে ঋদ্ধি যে শুধু দেশের নয়, বিশ্বের মধ্যে সেরা তারও প্রমাণ মিলেছে বিগত দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে তাঁর অসাধারণ কিপিং। বস্তুত, ঋদ্ধিমান যে উচ্চ মানের উইকেটকিপিং করেছেন, যেসব অসম্ভব ক্যাচ নিয়েছেন, হাফ চান্সকে ফুল চান্সে পরিণত করেছেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার মতোই।

টি–২০–র কথায় এলে মানতেই হবে অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে ছাড়াই এই সাফল্য নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণাদায়ক। স্টপ গ্যাপ অধিনায়ক হিসেবে রোহিত শর্মাও দুরন্ত পারফর্ম করলেন। সময়োচিত বোলিং চেঞ্জ করা বা তুখোড় অধিনায়কত্ব এর আগেও করে নিজের সুনাম বাড়িয়েছেন। তার সঙ্গে যোগ করতে হবে রোহিতের অসামান্য ব্যাটিংয়ের কথা। বস্তুত, ভারত যে ম্যাচটায় সমতা ফেরাল তাতেও রোহিত ছিল একটাই একশো। নির্ণায়ক ম্যাচে জয়ের পিছনে যাদের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তাঁরা হলেন শ্রেয়স আয়ার ও দীপক চাহার। শ্রেয়স আয়ার ওই কঠিন ম্যাচে যেভাবে ৩৩ বলে ৬২ রান তোলেন তার ফলেই বাংলাদেশের জন্য বড় টার্গেট ছুঁড়ে দেওয়ার রাস্তা প্রস্তুত হয়। গত বিশ্বকাপ বা তার কিছু আগে থেকেই চার নম্বর জায়গাটা নিয়ে বিস্তর পরীক্ষানীরিক্ষা চালাচ্ছিল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। দেখা গিয়েছে বিজয় শঙ্কর বা অম্বাতি রায়াডুরা এই জায়গায় কার্যত চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্বকাপের আসরে ভারতের ব্যর্থতার পিছনে একজন দক্ষ চার নম্বর ব্যাটসম্যান না থাকাটা বিশাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে অধিনায়ক বিরাট আর সহ অধিনায়ক রোহিত শর্মা আউট হলে ধরার মতো ব্যাটসম্যান ছিল না। এই জায়গাতেই শ্রেয়স আয়ারকে গ্রুম করতে চাইছে ম্যানেজমেন্ট। এবং সেটা আগামী বছরের টি–২০ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেই । এর সঙ্গে যোগ করতে হবে আরেক তরুণ তুর্কীর কথা। আর দীপক চাহারের পেস অ্যাটাকের কাছে বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানরা মুড়িয়ে না গেলে সহজে জয় পেত না টিম ইন্ডিয়া। ভুবনেশ্বর কুমার, উমেশ যাদব, যশপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সামি, ওয়াশিংটন সুন্দররা থাকা সত্ত্বেও দীপ চাহারের উপস্থিতি বুঝিয়ে দিল ভারতীয় পেস অ্যাটাকে আরও একটি পালক নিশ্চিতভাবে জুড়ে গেল।

গত বিশ্বকাপে সাকিবের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের প্রায় ৪০০ রান তাড়া করে অল্পের জন্য হারা ম্যাচটা আজও ক্রিকেটভক্তদের মনের মণিকোঠায় থেকে গিয়েছে। ওই ম্যাচে ডেভিড ওয়ার্নারের দুর্দান্ত ইনিংসে (১৬৬) ভর করে ৩৮২ রানের পাহাড় তোলে অস্ট্রেলিয়া। অনিয়মিত বোলার সৌম্য সরকারের ৩ উইকেট নেওয়া ছাড়া বাংলাদেশ বোলারদের নিয়ে যত কম লেখা যায় ততটাই ভালো। অথচ সেই দলটাই কিনা এই বিশাল রান তাড়া করে মাত্র ৪৮ রানে হারে অজিদের কাছে। ৩৮২ রানের জবাবে ৩৩৩ রান নিশ্চিতভাবে অসামান্য চেজ। তাই শেষ পর্যন্ত জিততে না পারলেও বাংলাদেশ সমস্ত দর্শকদের মন হয় করে নিয়েছিল অচিরেই। ওয়ার্নারের পাল্টা সেঞ্চুরি করেছিলেন মুশফিকুর। অনবদ্য লড়তে দেখা যায় মাহমুদুল্লাহকে। তামিম ইকবালের ব্যাটিংও মনে রাখার মতোই। সৌম্য সরকার দুর্ভাগ্যজনকভাবে রান আউট না হলে বড় ইনিংস গড়তেই পারতেন। লিটনও ভালো শুরু করে দাঁড়াতে পারলেন না। আসলে প্রায় ৪০০ রানের চাপ নিয়ে যে এমনভাবে লড়া যায় তা বাংলাদেশকে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না।

তবে সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন নিশ্চিতভাবে সাকিব–উল। যাঁর সম্পর্কে বর্তমান বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট তথা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, ১০ হাজার বছরে একটা সাকিব আসে। সেই মানুষটাই কিনা ২ বছরের জন্য ক্রিকেট সার্কিট থেকে বাইরে। এটা শুধু বাংলাদেশ সমর্থক বলে নয়, ভারতীয়দেরও ব্যথিত করেছে।

বিশ্বকাপে বাংলাদেশ যেভাবে তাদের প্রথম ম্যাচেই শক্তিশালী দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দিয়েছিল তা রীতিমতো উল্লেখ করার মতো। কেকেআরের হয়ে খেলা সাকিবুল হাসান অসাধারণ খেলে ম্যান অফ দি ম্যাচ হলেও এই ম্যাচে প্রতিটা বেঙ্গল টাইগারকে দেখা গিয়েছে নিজেদের উজাড় করে দিতে। তামিম ইকবাল ও সৌম্য সরকার যে গোড়াপত্তনটা করেছিল তা পুরোপুরি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন বাকি খেলোয়াড়রা। আসল মুস্তাফিজুর থেকে বাকি সবাই যেভাবে খেলেছেন তাতে প্রোটিয়ারা ছিটকে গিয়েছে ম্যাচ থেকে। বাংলাদেশকে এই বড় জয় পেতে আরও সাহায্য করেছে স্লগ ওভারে তাদের অসম্ভব দাপট। বস্তুত, ৪৪ ওভারে ২৬০ তোলা বাংলাদেশ শেষ ৬ ওভারে পায় ৭০ রান। এটাই দেখা গিয়েছে চূড়ান্ত তফাৎ গড়ে দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকানদের সঙ্গে। কারণ, প্রোটিয়ারাও সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিল রান তাড়া করতে। কিন্তু ওই ফারাকটা কিছুতেই ভরতে পারেনি আফ্রিকান সিংহরা। এক্ষেত্রেরা বাঘেরা কামাল করেছে ষোলোআনা ভালো খেলার মাধ্যমে। তার ওপর অধিনায়ক সাকিবের লড়াই যেন প্রতিটা বাংলার বাঘের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। সেজন্য প্রথম থেকেই টগবগ করে ফুটছিলেন বেঙ্গল টাইগাররা। সেই বাঘেদের রাজাই কিনা আজ মাঠের বাইরে। যদিও অধিনায়ককে ছাড়াই ভারতের মাটিতে প্রথম টি–২০ জিতে মামদুল্লাহরা প্রমাণ করেছেন বাংলার বাঘেরা সহজে হার মানে না। তাও ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এই দলের সঙ্গে সাকিব যুক্ত হলে সোনায় সোহাগা হয়ে উঠত টাইগার ব্রিগেড।

স্বপ্নে ভেসে এগোচ্ছে চান্দ্রেয়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি : দাবা তার ধ্যান জ্ঞান। আর সেই দাবাকে কেন্দ্র করেই সোনালী স্বপ্ন লালন করে চলেছে চান্দ্রেয়ী হাজরা। তাকে নিয়ে মুখর সবাই। সীমাবদ্ধ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সেই প্রয়াসে মেতেছে। বলা ভালো চান্দ্রেয়ীই উসকে দিয়েছে গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার স্বপ্ন। স্বাভাবিকভাবেই মেয়ের মনে তৈরি হয়েছে উচ্চাশা। মাত্র চার বছর বয়সে হাতে খড়ি দাবাতে। চান্দ্রেয়ী তখন কেজি প্রথম বিভাগের ছাত্রী। তাঁর বাবা ও মা দু'জনেই চক্ষু চিকিৎসক চন্দ্রাংশু হাজরা ও শর্মিষ্ঠা হাজরা। বাবা চন্দ্রাংশু একসময় দাবা খেলতেন। বাবাকে দেখে চান্দ্রেয়ী দাবা খেলাতে উৎসাহ বাড়ে, এগিয়ে নিয়ে যেতে নিজের জগতে মগ্ন থাকে। ২০০৬ সালে ব্যাঙ্গালোরে টুর্নামেন্টে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। এরপর ২০১২তে ফিলিপিন্স শহরে এশিয়ান ইয়ুথ আন্তজার্তিক দাবা প্রতিযোগিতায় দলগত ভাবে সোনার পদক অর্জন করেন। ২০১৫তে সাউথ কোরিয়া এশিয়ান ইয়ুথ দাবা মিটে রুপো পদক পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ওই বছরই এশিয়ান অ্যামেচার চেস চ্যাম্পিয়নশিপে চান্দ্রেয়ী স্বর্ণ পদক জিতে সেরা হন। এরপর ২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কায় বেস্টন এশিয়ান ইয়ুথ প্রতিযোগিতায় স্ট্যান্ড ডাটে দুটি সোনা, র‍্যাপিডে সোনা ও ব্রিজে রুপো পেয়ে সকলকে চমকে দেয় চান্দ্রেয়ী। ওই বছরই দিল্লিতে কমনওয়েলথ সিঙ্গলসে ব্রোঞ্চ জেতেন। ২০১৭–এ নভেম্বর মাসে অসমের গৌহাটিতে একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় তার জীবনে। গৌহাটিতে আন্তর্জাতিক রেটিং দাবায় দ্বিতীয় হয়ে নগদ ৩০ হাজার টাকা পান। কিন্তু সেখানে চান্দ্রেয়ী গৌহাটি বাজারে কিছু জিনিস কিনতে যান। তখন সেখানকার কয়েকজন দুষ্কৃতী কোনও কারণ ছাড়াই তাকে বেধড়ক লাঠি দিয়ে মারধর করে। যার দরুণ তার শরীরে চোট–আঘাতে জর্জরিত হয়ে যায়।

এই ধরনের দাবাড়ুদের ক্ষেত্রে যেটা হয় প্রতিপক্ষের টার্গেট হয়ে যায়। হুগলির রিষড়া সুভাষনগর হাউজিং কমপ্লেক্সে তাদের ফ্ল্যাট। বছর একুশের পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির মেয়েটি। ইগনু কলেজে ইংরাজি অনার্স নিয়ে প্রথম বর্ষের ছাত্রী। দাবা ছাড়া পড়াশোনাতেও তিনি যথেষ্ট আগ্রহী। তবে পড়ার সময় খুবই কম পান চান্দ্রেয়ী। নজরকাড়া এই দাবাড়ু বারাসত কল্যাণী পাবলিক স্কুল (দিল্লি বোর্ড) থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে। সেখানকার দিদিমণিরা তাকে সবসময় সাহায্য করত। চান্দ্রেয়ী অকপটে স্বীকার করে। তার সামনে বিশাল ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে। সাম্প্রতিক ভাল ফর্মে রয়েছে।

চান্দ্রেয়ী জানিয়েছে, অবসর সময়ে তাঁর নেশা ছবি আঁকা, ক্যানভাসে রং তুলি, প্যাস্টেল দিয়ে যথেষ্ট সুন্দর ছবি আর্ট গ্যালিরিতে স্থান পায়। আবার বিক্রি হয়। এখানেই শেষ নয়, বাংলাদেশের একজন দাবাড়ু এক্রামূল হক তার মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট হয় গাড়িতে। সেই খবর পাওয়া মাত্রই অপারেশনের জন্য চান্দ্রেয়ী নিজের ৪৫টি ছবি বিক্রি করে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে এক্রামূলকে সাহায্য করেন। ছোটবেলায় কিক বক্সিং খেলতেন। তাতে চ্যাম্পিয়ন হন। এছাড়া পাড়ায় ছেলেদের সঙ্গে ফুটবলটাও খেলতেন। বিশ্ব ফুটবলে ব্রাজিলের রোনালডিনহো তার প্রিয় ফুটবলার। চলতি বছরে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা রয়েছে। তাই এই দুরন্ত প্রতিভা নিয়ে নিজেকে নিবিড় অনুশীলনে ডুবিয়ে রেখেছেন। বাংলার সম্ভবনাময় দাবাড়ু চান্দ্রেয়ী হাজরা।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৭০০ কিলোমিটার সাইকেল অভিযান

পিআইবি : ভারতীয় সেনাবাহিনী সিকিমের চুংথাং থেকে পশ্চিমবঙ্গের পানাগড় পর্যন্ত ৭০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সাইকেল অভিযানের আয়োজন করে। গত ৪ নভেম্বর এই অভিযানের সূচনা হয়। পানাগড় সেনা ছাউনিতে সোমবার (১৮ নভেম্বর) এই সাইকেল অভিযাত্রী দলকে স্বাগত জানান জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং। এই দলে ১১ জন সাইকেল আরোহী ছিলেন। তাঁরা ১৫ দিনে ৭০০ কিলোমিটার অতিক্রম করেছেন। প্রতিদিন ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার সাইকেল চালান তাঁরা। এই অভিযানের মূল লক্ষ্যই ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং বয়স্কদের সম্পর্কে পরবর্তী প্রজন্মকে জানানো ও তাঁদের সম্মান প্রদান করা। পাশাপাশি, এই অভিযাত্রী দলটি যাত্রাপথে বয়স্কদের সঙ্গে কথাও বলেন।

এই অভিযানের থিম ছিল উই কেয়ার'। ভারতীয় সেনাবাহিনী সম্পর্কে স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও যুবাদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। যাত্রাপথে এই সাইকেল আরোহী দলকে বহু সাধারণ মানুষ, ছাত্রছাত্রী এবং বয়স্করা স্বাগত জানান।

দিন–রাতের টেস্ট নিয়ে দুভাগ ভারতীয় ক্রিকেট

পাঁচুগোপাল হাজরা: কলকাতা শহর তিলোত্তমা নগরী হিসেবে পরিচিত। এছাড়াও দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানীও বলা হয় কলকাতাকে। সেই মহানগরী গত ৮ বছরে আবার নীল–সাদা শহর হিসেবেও তকমা লাভ করেছে। ভারত–বাংলাদেশ দ্বিতীয় টেস্টের সৌজন্যে সেই কলকাতা শহর আবার রাতারাতি গোলাপী শহর হয়ে উঠেছে। যেন কোনও আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ থেকে বেরিয়ে আসা দৈত্যের স্পর্শে এই অসাধ্য সাধন ঘটেছে। আবার এও হতে পারে কোনও বাঁটুল দি গ্রেটের কারসাজিতেই এই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে। মোদ্দা কথা হল গোলাপী বলে টেস্ট খেলা হচ্ছে।

তার সঙ্গে যোগ করতে হচ্ছে দিন–রাতের খেলা। ভারতের মাটিতে এই প্রথম কোনও টেস্ট হতে চলেছে দিন–রাতের। শীতকাল হওয়ায় এখন কলকাতায় ৫ টার মধ্যেই সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। তাহলে ৪–৫ ঘন্টা সান্ধ্য ক্রিকেটের মজা নিতেই পারবেন কলকাতাবাসী। তবে সেই আনন্দ অবশ্য বেশি স্থায়ী হল না বাংলাদেশ দলের ব্যর্থতায়। প্রথম টেস্টে একপেশে খেলা পরাজিত হওয়ার পর ফের ৪০ রানের মধ্যে ৬ উইকেট হারিয়ে বেকায়দায় পড়ে বাঙালি টাইগাররা। এতেই বোঝা যাচ্ছে কতটা একতরফা টেস্ট হতে চলেছে কলকাতার এই ম্যাচ। সেক্ষেত্রে পাঁচদিনের জন্য গোলাপী শহরের আচ্ছাদনে না থেকে তিনদিনেই মুড়িয়ে যেতে পারে সেই শখ।

এই আলোচনা অবশ্য ভারতের একতরফা খেলা বা বাংলাদেশের নীরব আত্মসমর্পণ নিয়ে নয়। ম্যাজিকের মতো দিন–রাতের ম্যাচ আয়োজন করায় প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা দেশের ক্রিকেটের এই মুহূর্তের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পারদর্শিতা নিয়ে। ভারত অধিনায়ক থাকাকালীন আজহার পরবর্তী বেটিং কেলেঙ্কারির ধাক্কায় ধুঁকতে থাকা দলকে যেমন টিম ইন্ডিয়া রূপে পুনর্গঠিত করেছিলেন, ক্রিকেট প্রশাসনের দায়িত্বেও তেমন অসাধ্য সাধনের ইঙ্গিত দিচ্ছেন পুরোদমে।

যা বুঝিয়ে দিচ্ছে দেশের ক্রিকেট সঠিক মানুষের হাতেই গিয়েছে। সৌরভ যা করেছেন বা করছেন তার সার্বিক লক্ষ্যই হল ক্রিকেটের মানোন্নয় ঘটানো। এই যে সাধারণ সমর্থক তথা ক্রিকেটভক্তরা টেস্ট ম্যাচে সেভাবে মাঠে আসছেন না, তা যথেষ্ট পীড়া দিয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। সেজন্যই রাতারাই দিন–রাতের টেস্ট করানোর কাজে নেমে পড়েছেন তিনি। এর আগে অস্ট্রেলিয়া বা দুবাইয়ের মাটিতে এই ধরনের ম্যাচ হলেও দেশ তথা কলকাতায় এটাই প্রথম। আগামী দিনে কলকাতার এই দিন–রাতের গোলাপী টেস্টকে মডেল করে সারা দেশেই ছড়িয়ে পড়তে পারে এই ধরনের অভিনব উদ্যোগ। হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার প্রধান তথা অপর প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন এই বিষয়ে তাঁর প্রাক্তন সতীর্থর পাশেই দাঁড়িয়েছেন। আজ্জুর অভিমত, সৌরভ অধিনায়ক হিসেবে ভারতীয় দলের জন্য অনেক কিছু করেছেন। এবার বিসিসিআই প্রধান হিসেবেও দেশের ক্রিকেটকে অনেক কিছু দেবেন তিনি, বলে তিনি আশাবাদী। সৌরভ নিজে বলছেন, দিন–রাতের টেস্টের মাধ্যমে যদি প্রচুর সংখ্যক দর্শক মাঠে ফেরে তাহলে ভারতীয় ক্রিকেট তথা বিশ্ব ক্রিকেট অনেকটাই উপকৃত হবে।

যদিও সৌরভের সঙ্গে একমত নন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। বিরাটের বক্তব্যের সার কথা হল, টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে বেশি পরীক্ষা–নিরীক্ষা পছন্দ করছেন না তিনি। তাতে যদি মাঠে দর্শক কম আসে কিছু করার নেই। জোর করে ক্রিকেট খাইয়ে দেওয়া যায় না বলেই মনে করেন তিনি। বিরাটের এই অন্যমতের পিছনে ভারতীয় দলের কোচ রবি শাস্ত্রীর ইন্ধন থাকতে পারে বলে মনে করছে ক্রিকেট মহল। যদিও বিরাট এমনিতে স্বাধীনচেতা মনোভাবের জন্য পরিচিত। সেক্ষেত্রে তাঁর মতকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাছাড়া বিরাটদের এখন ২২ গজে নেমে খেলতে হয়। তিনি মনে করছেন রাতে গোলাপী বলের গ্রিপ করা খেলোয়াড়দের জন্য সমস্যা হতে পারে। ফিল্ডারদের বা বোলারদের জন্যও সমস্যা করতে পারে গোলাপী বল। বাংলাদেশের মতো দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গোলাপী বল ভারতীয় টিমকে সমস্যায় না ফেললেও, আগামীদিনে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড বা নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে দিন–রাতের টেস্ট হলে বিপাকে পড়তেই পারে বিরাট ব্রিগেড।

১ ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে এম পি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ১ ডিসেম্বর ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী প্রবর্তিত তৃতীয় এম পি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হবে মুচিশা হরিদাস কৃষি শিল্প বিদ্যাপীঠের মাঠে। উদ্বোধন করবেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী। উপস্থিত থাকবেন এবং সঙ্গীত পরিবেশন করবেন প্রখ্যাত শিল্পী হিমেশ রেশমিয়া। খেলা শুরু হবে বিকাল ৪ টায়। এবছর মোট ১২৮টা দল অংশগ্রহণ করবে। ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৩ ডিসেম্বর বাটা স্টেডিয়ামে। খেলার পুরস্কার হিসাবে থাকছে মোটর সাইকেল, মোবাইল ফোন, ট্রাক স্যুট ও আকর্ষণীয় প্রাইজ মানি।

স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অন্যান্য বছরের ন্যায় অঞ্চল ভিত্তিক শিশু শিক্ষাকেন্দ্র ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের।খেলা শুরু হয়েছিল শুক্রবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষীনারায়ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৯ টি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র ও ১৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৪৫০ ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করেছিল। খেলা চলছিল সুন্দরভাবে।

ছোট ছোট শিশুরা নিজের নিজের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে আনন্দে মাতোয়ারা। শুক্রবার দুপুর নাগাদ চলছিল লঙজাম্প প্রতিযোগিতা। আচমকা ছন্দপতন ঘটে প্রতিযোগিতার। লঙজাম্প দিতে গিয়ে লক্ষীনারায়ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র অভিজিত হালদারের ডান পায়ে গুরুতর আঘাত লেগে ভেঙে যায়।

মুহূর্তে প্রতিযোগিতা বন্ধ রেখে শিক্ষক গোপাল সা,চিত্ত সরদার সহ অন্যান্য শিক্ষকরা গুরুতর জখম অভিজিত কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। দীনমজুর পরিবারের ছোট্ট অভিজিতে চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার শিক্ষক শিক্ষিকা বহন করবেন বলে জানিয়েছেন।

শিক্ষক গোপাল সা জানিয়েছেন, অভিজিত আমাদেরই সন্তান।আগামী দিনের ভবিষ্য প্রজন্ম, ও তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে আবার খেলায় মেতে উঠুক সেটাই চাইবো।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : চোদ্দোটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং তিনটি শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের ক্ষুদে পড়ুয়াদের নিয়ে ৮ই নভেম্বর রাজনগর আঞ্চলিক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। ২৮ ইভেন্টে মোট ২৫২জন প্রতিযোগী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল। ক্রীড়া কমিটির সম্পাদক শিক্ষক টুটুল হোদা এবং রাজনগর শম্ভুবংশী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সোমনাথ ভট্টাচার্য্য বলেন, 'পড়াশোনার পাশাপাশি ছেলেমেয়েদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যেই আমাদের এই প্রতিযোগিতার আয়োজন।'

নাইট ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ির অন্যতম জনপ্রিয় প্রতিযোগিতা নাইট ফুটবল প্রতিযোগিতা আগামী ২৭ নভেম্বর থেকে শিলিগুড়ির কাঞ্চনজংঘা ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে শিলিগুড়ির ১০ টি এবং কলকাতার ২ টি দল অংশ নেবে দর্শকদের দাবি মেনে এই প্রথমবার কলকাতার টিম নিয়ে আসা হয়েছে বলে জানান শিলিগুড়ির মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব অরূপ রতন ঘোষ। এবছর প্রথমবার অংশগ্রহণ করতে চলেছে কলকাতা পুলিশ। চ্যাম্পিয়ন দলকে পুরস্কার দেওয়া হবে ৭৫ হাজার টাকা, রানার্স দলকে দেওয়া হবে ৫০ হাজার। রাখালচন্দ্র ব্যানার্জি উইনার্স, প্রফুল্ল কর্মকার রানার্স আপ এবং অলোক কুন্ডুর স্মৃতিতে থাকবে ফেয়ার প্লে ট্রফি। শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তরফে জানানো হয় প্রতিবছরের ন্যায় এবছরেও তাদের নতুন কিছু আকর্ষণ রয়েছে। পাশাপাশি এবছর তাদের অনুষ্ঠান লাইভ টেলিকাস্ট হবে ফলে ঘরে বসে অনেকেই খেলা দেখতে পারবেন। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফে জানানো হয়েছে তাদের শতবর্ষে এবার তারা চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দলকে ট্রফি এবং একটি পুরস্কারমূল্য দেবে।

বক্সিং প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: অল ইন্ডিয়া প্রফেশনাল বক্সিং ফেডারেশনের আয়োজনে এবং ওয়ারি ফিটনেস, দার্জিলিংয়ের তত্বাবধানে শনিবার দার্জিলিং ম্যালে আন্তর্জাতিক বক্সিং প্রতিযোগিতা হল। তাতে ভারতের বিভিন্ন বক্সার ছাড়াও আফগানিস্তান, কঙ্গো থেকেও প্রতিযোগীরা যোগ দেন। অনুষ্ঠানে ওয়েস্টবেঙ্গল বক্সিং অ্যামেচার ফেডারেশনের সভাপতি অসিত ব্যানার্জী, অলিম্পিয়ান এস কে রাই, দার্জিলিং জেলা বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের মুখ্য প্রশিক্ষক বি বি থাপা, বিশিষ্ট ক্রীড়াপ্রেমী ও দার্জিলিং জেলা বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক খোকন ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা জানানো হয়। দার্জিলিং পাহাড়ে এরকম বক্সিং প্রতিযোগিতা এই প্রথম অনুষ্ঠিত হল।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com